# রাঙ্গারাখী

—হুমায়ুন—

( ঐতিহাসিক নাটক )

নট্ট কোম্পানী ও জয়দুর্গা অপেরায় অভিনীত

মানুষ, কাজলগড়, ধর্ম্মবিপ্লব সিপাহী বিদ্রোহ প্রভৃতি প্রণেতা
শ্রীজিতেন্দ্র নাথ বসাক

৩য় সংস্করণ—১৩৬১, মহালয়া

# ভূমিকা

"রাঙ্গারাখী" হুমায়ুন কর্ণদেবীর রাখী বন্ধনের পবিত্র স্মৃতির ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত। মনুষ্যত্বেই যে চরম বিকাশ; দ্বিজাতি তত্ত্বই অভিশাপ। এই নাটকে হুমায়ুন-কর্ণদেবীর ভিতর দিয়া আমি তাহা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। প্রয়োজনবোধে একটু রঞ্জিনও করিয়াছি। এখন এই নাটকের অভিনয় দর্শনে একটি দর্শকের মনেও যদি ভ্রাতৃভাব জাগিয়া উঠে—তবেই শ্রম সার্থক মনে করিব। ইতি

গ্রন্থকার

---

সুলভ কলিকাতা লাইব্রেরী ১০৪এ, (৩৬৬এ,) রবীন্দ্র সরণী কলিঃ-৬ এর পক্ষে শ্রীরবীন্দ্রনাথ ধর বি. এ. কর্তৃক প্রকাশিত ও ২৫,৩ দ্বারক চ্যাটার্জী লেন, কলিঃ-৫ অবলা প্রিণ্টার্স হইতে শ্রীফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী কর্তৃক মুদ্রিত।

**জন্মের অভিশাপ**—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। নব রঞ্জন অপেরায় অভিনীত সাফল্যমণ্ডিত এক অপূর্ব নাটক! কোশলের সম্রাট প্রসেনজিত। বংশ মর্যাদা বৃদ্ধির উদ্দেশে তিনি পাণি-প্রার্থনা করলেন কপিলাবস্তুর শাক্যবংশীয়া এক রাজকন্যার। শাক্যরাজ তাঁকে প্রতারিত করলেন এক ক্রীতদাসী-কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিয়ে। তারই ফলে জন্ম হল হতভাগ্য বিরধকের। জ্যেষ্ঠপুত্র হয়েও স্বেচ্ছায় সে রাজসিংহাসন ছেড়ে নিল নির্ব্বাসন। তার মামার বাড়ী কপিলাবস্তুতে। মন্ত্রী কৌণ্ডিন্যের কৌশলে শাক্যবংশীয়েরা এক পংক্তিতে পানভোজন এড়িয়ে গেলেন। কিন্তু সত্য কখনও চাপা থাকে না। দীর্ঘ পঁচিশ বছর পরে প্রকাশ হয়ে হয়ে পড়ল তার মাতৃ-পরিচয়। ক্ষত্রিয় সন্তান হয়েও সে অস্পৃশ্য শবর। কেন? কে দায়ী এই অন্যায়ের জন্য? ধ্বংস হল মহান শাক্যবংশ। ইহার উত্তর পাইবেন বইয়ের শেষে! সমাজ-শিক্ষার এ এক উজ্জ্বল উদাহরণ। পল্লীতে পল্লীতে অভিনয় ক'রে দেশ ও জাতিকে বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে সচেতন ক'রে তুলুন। মূল্য—২'৭৫ টাকা

**রায়-বাঘিনী**—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। ঐতিহাসিক দেশাত্মবোধক নাটক, সত্যম্বর অপেরায় বিজয় সৌরভ। মোগল যুগে বাংলা ইতিহাসের একটি উদ্দীপনাময়ী নারী ভূরিশ্রেষ্ঠের মহারাণী ভবশঙ্করী। পাঠান সুলতান, ওসমান খাঁ কর্তৃক ভূরিশ্রেষ্ঠ আক্রমণের ষড়যন্ত্রে মন্ত্রী চতুর্ভুজের সহায়তা। পাঠানগণের হত্যা ও লুণ্ঠন। রাজপুরোহিত হরিদেব, দেশভক্ত কাশীনাথ, কালাচাঁদ ও রাজ-লক্ষ্মীর অপূর্ব চরিত্র। নাটকের শেষে পাইবেন রাণী ভবশঙ্করী কতৃক পাঠান সুলতানের পরাজয় অভিনয় ও পাঠে বিমোহিত হইবেন। মূল্য ২'৭৫ টাকা।

**বালাজী বাজীরাও**—শ্রীপ্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্য প্রণীত ক্যালকাটা মিলনবীথি অপেরায় অভিনীত। ইহাই পাণিপথের শেষ যুদ্ধ। এক পক্ষে দুর্ধর্ষ আফগান সুলতান আহম্মদ শাহ আবদালী অপরপক্ষে হিন্দুকুলগৌরব মারাঠাবীর বালাজী বাজীরাও। সেই লোমহর্ষণ যুদ্ধের পটভূমিকায়, তেজস্বিনী রাণী ঈশ্বরীবাঈ, মাতৃভক্ত বিশ্বাসরাও, প্রভুভক্ত সদাশিব, দেশদ্রোহী রাঘোবা, অবহেলিতা দরিয়া, ভাগ্যহারা ওয়ালী খাঁ—এই অভিনব চরিত্র চিত্রনে সৃষ্টি যে নাটক—তাহা সত্যই আপনাকে তৃপ্তি দান করিবে। মূল্য ৩'০০ টাকা

---

# চরিত্র লিপি

## নর

| | | |
|---|---|---|
| বাবর | .... | দিল্লীশ্বর |
| হুমায়ুন | ... | ঐ পুত্র |
| হিণ্ডাল | ... | হুমায়ুন-বৈমাত্রেয় ভ্রাতা |
| শের খাঁ | .... | পাঠান সর্দার |
| মামুদ খাঁন | ... | ইব্রাহিম-লোদীর পুত্র |
| গফর খাঁন ও কাসেম খাঁন | .... | পাঠান যুবকদ্বয় |
| বাহাদুর শাহ | ... | গুর্জর সুলতান |
| রুমি খাঁ | ... | ঐ গোলন্দাজ |
| কুষ্মাণ্ড | ... | ঐ চাটুকার |
| কুমার সিংহ | .... | চন্দন দুর্গাধিপতির পুত্র |
| বিক্রমজিৎ | ... | কর্ণদেবীর কিশোর পুত্র |
| সতীসিংহ | ... | অভিনেতা |
| হরিসিংহ | ... | ঐ ভ্রাতা ( তবলা বাদক ) |
| দীপক | ... | ঐ কনিষ্ঠ কিশোর ভ্রাতা |
| চারণ | ... | রাজপুতগায়ক |
| অরুণ সিংহ | .... | জনৈক রাজপুত |

ফকির, নিজাম ( ভিস্তিওয়ালা )

## নারী

| | | |
|---|---|---|
| দিলদার বেগম | .... | বাবরের পত্নী |
| হামিদাবানু | ... | হুমায়ুনের পত্নী |
| সোফিয়া | ... | ইব্রাহিম লোদীর কন্যা |
| কর্ণদেবী | ... | মহারাণী সংগ্রাম সিংহের বিধবাপত্নী |

---

শ্রেঃ রূপায়ণে—সুনীল মুখার্জী, জীবন ভট্টাচার্য, প্রফুল্ল সেন, সূর্য দত্ত, পান্নাবাবু, সুধীর দে, অন্নদা চক্রবর্তী, রাখালরাণী, ধীরেন, অমিয় বসু, বিমল লাহিড়ী, পূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি।

**অভিশপ্ত মসনদ**—শ্রীনন্দগোপাল রায় চৌধুরী প্রণীত। নাট্যভারতী অপেরায় অভিনীত। কেন বাংলার মসনদ অভিশপ্ত তাহার কারণ নির্ণয়েই নাটকের সৃষ্টি। নবাব আলিবর্দী অভিশপ্ত মসনদের উত্তরাধিকারী স্থির করিয়া দৌহিত্রেয় সিরাজদ্দৌলাকে নিজের কাছে রাখতে চান, কিন্তু সিরাজের পিতা জৈনুদ্দিন আহম্মদ হলেন ঘোর বিরোধী; এই কারণেই শ্বশুর ও জামাতার মধ্যে কলহের সৃষ্টি। এই কলহের অগ্নিকুণ্ডে ইন্ধন জোগাতে লাগল আর এক কন্যার পুত্র সওকৎজঙ্গ, ফলে বাঁধল যুদ্ধ, রক্তে রাঙা হয়ে উঠল দেশের মাটি। পরিণামে কয়েকটি আদর্শ প্রাণের বলি হইল কি অভিশপ্ত মসনদের জন্য বিরোধ আর মিটল না। মূল্য—টাকা ৩'০০। অশ্রু দিয়ে গড়া ( অনিল দাস , ৩'০০।

**অগ্নিকন্যা**—জিতেন বসাক কৃত কাল্পনিক নাটক—ভারতীয় রূপ নাট্যমে অভিন , এই অগ্নিকন্যা? যার রূপের আগুনে হাজার হাজার ঘরে আগুন ধরে গেল! সেই কমলা? না—জ্বলন্ত আগুনে যে জীবন দিল সেই রাণী লীলাবতী কি? কে জ্বালালো এই আগুন? রক্তজড়ুল কার বুকে? সব কিছুর মীমাংসা হবে রহস্যঘন এই নাটকের শেষ পৃষ্ঠায়? খুব অল্প লোকে জমাট অভিনয়। মূল্য—৩'০০ টাকা

**ডাকিনীর চর**—জিতেন বসাক কৃত—নট্ট কোম্পানী দ্বারা অভিনীত। বহু কিংবদন্তী ঘেরা তুঙ্গভদ্রার বুকে এই ডাকিনীর চরে বিজাপুর ও বিজয়নগরের সংঘর্ষ কেন? কেন জলদস্যু 'ডা'কোষ্টার' চোখে জল? উচ্চ শিক্ষিত হয়েও 'হাংনা' কেন দাক্ষিণাত্যের আতঙ্ক? অমন মিষ্টি মেয়ে অম্বুর চোখে আগুন কেন? ফকির কেন রণক্ষেত্রে, রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের গৌরবময় কাহিনী। এই নাটকে আপনি সব প্রশ্নের উত্তর পাবেন। ২'৭৫।

**মাটির কান্না**—চিররঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত নূতন ঐতিহাসিক দেশাত্মবোধক নাটক। রূপবাণী নাট্য কোংতে অভিনীত। ইহা বাংলার ইতিহাসের একটি উজ্জ্বলকাহিনী। দিল্লীর সুলতান চায় বাংলার সুলতানকে পদানত করতে—কিন্তু বাংলার সুলতান আলাউদ্দিন তাহার অধীনতা মানতে অনিচ্ছুক। সেনাপতি মাণিকচাঁদের সহযোগিতায় ইলতুৎমিসের বাংলা আক্রমণ। বাংলা কি তাহার স্বাধীনতা হারালো, না রক্ষা করলো। রাণী অঞ্জনা, টোম্বে, বাহার প্রভৃতির অপূর্ব চরিত্র। মূল্য—টাকা ২'৭৫। সীমন্তের বলি ( নন্দগোপাল , মূল্য ৩৲।

---

# রাঙারাখী

## প্রথম অঙ্ক

### প্রথম দৃশ্য

রণস্থল

কামান গর্জন হইল। রণদামামা বাজিয়া উঠিল। হিন্দু ও মুসলমান সৈনিকদের প্রবেশ ও যুদ্ধান্তে প্রস্থান। নেপথ্যে তীব্র কোলাহল। গীতকণ্ঠে প্রবেশ করিল চারণ। একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া সে গাহিতে লাগিল। যুদ্ধ চলিতেছে

**চারণ।** **গীত**

ওঠে প্রলয়ের হুঙ্কার।
জীবন স্বর্গে গ্রাসিল অকালে মরণ অন্ধকার।
কত সুখ নীড় ভেঙ্গে গেল হায়,
কত ফোটা ফুল ভূমেতে লুটায়,
কত গান আজ হলো অবসান
জাগে শুধু হাহাকার।
মথিয়া এই ভয়াল আঁধার।
বুক চেরা এই রক্তের ধার।
হবে নাকি আর সূর্য উদয়
দানিতে জগতে আলোক তার।

গীতান্তে চারণ চলিয়া গেল। রণ কোলাহল থামিয়া গেল। রাতের অন্ধকার নামিয়া আসিল। সব নিস্তব্ধ। শুধু একটা করুণ সুর ভাসিয়া আসিতে লাগিল। প্রবেশ করিল জ্বলন্ত মশাল হাতে কুমারসিংহ

কুমার। এই মৃতদেহের স্তূপের ভেতর কোথায় আমি খুঁজবো? কোথায় আমার পিতা? ( চতুর্দিকে ঘুরিয়া খুঁজিল ) মুঘল-রাজপুতের এই সর্বনাশা যুদ্ধে কত সোনার সংসার অকালে ছারখার হ'য়ে গেল। বাবরশা'র সর্বনাশা লোভে আনন্দ কোলাহল মুখরিত চন্দনদুর্গ আজ শ্মশানে পরিণত হলো! প্রতিশোধ—প্রতিশোধ চাই। কিন্তু আমার পিতা—কোথায় আমার পিতা? পিতা—পিতা! যদি বেঁচে থাক সাড়া দাও—সাড়া দাও! পিতা! পিতা!

প্রবেশ করিল রাজপুত যুবক অরুণ সিংহ। হাতে তার ভগ্ন জলপাত্র

অরুণ। নেই।

কুমার। নেই?

অরুণ। না। হুমায়ুনের সৈন্যবাহিনী তোমার পিতাকে পেছন থেকে গুলি ক'রে গুপ্তহত্যা করেছে।

কুমার। গুপ্তহত্যা!

অরুণ। হ্যাঁ গুপ্তহত্যা। মুমূর্ষু তৃষাতুর তোমার পিতার কণ্ঠে ঢেলে দেবার জন্য নিয়ে এসেছিলাম—এই জলপূর্ণ পাত্র। কিন্তু কে যেন দূর থেকে গুলি করে—এই দেখ—পানীয় পাত্রটি দিল ভেঙ্গে। সমস্ত পানীয় উষ্ণ ধরণীর বুকে ঝরে পড়লো। তোমার তৃষাতুর পিতা একবিন্দু জলও মৃত্যুকালে পান করতে পারলে না।

কুমার। ওঃ! বাবা! বাবা! মৃত্যুকালে একবিন্দু জলও তুমি পান করতে পারলে না! একি বিধাতার বিচার না শক্তিমানের অত্যাচার?

অরুণ। এ শক্তিগর্বী হুমায়ুনের অত্যাচার।

[ প্রস্থান

কুমার। হুমায়ুন! হুমায়ুন। সর্বহারা পথের ফকির স্বদেশ হ'তে কুকুরের মত বিতাড়িত বাবরশাহ যে মেবারের রাণা সংগ্রাম সিংহের অনুকম্পায় আজ ভারত-ঈশ্বর, সেই বাবরশা'র আদেশেই তার পুত্র হুমায়ুনের হাতে রাজপুতনার রাজপুতের এই লাঞ্ছনা! ওঃ ভগবান! কি করি? কি করি?

কৃষ্ণবসনা আলুলায়িতা কুন্তলা সোফিয়ার প্রবেশ

সোফিয়া। প্রতিশোধ নাও রাজপুত, প্রতিশোধ নাও। অবাক বিস্ময়ে নারীর মুখের দিকে তাকিয়ে কি দেখ্‌ছ, কাপুরুষ!

কুমার। কাপুরুষ?

সোফিয়া। কাপুরুষ যদি না হ'তে তাহলে বহুপূর্বে উদ্যত কৃপাণ হস্তে ছুটে যেতে পিতৃহন্তার রক্ত দিয়ে পিতার বিদেহী আত্মার তর্পণ করতে। তুমি শুধু কাপুরুষ নও—ক্লীব। মহারাণার দেহত্যাগের পর সমস্ত রাজপুত আজ নির্জীব মেষের দলে পরিণত হয়েছে।

কুমার। কে তুমি জ্বালামুখী নারী? অগ্নিগর্ভ বাণীর সঙ্গে সঙ্গে এমন বিষের উদ্গার করছ?

সোফিয়া। বিষ! একদিন এই মুখে অমৃতেরও উদ্গার হয়েছে, রাজপুত। কিন্তু সেই অমৃত মুঘলের নির্মম পেষণে আজ কালকূট বিষে পরিণত হয়েছে। তাই রমণী হয়েও আজ উন্মাদিনীর মত ভারতের এক প্রান্ত হ'তে অন্য প্রান্তে ছুটে বেড়াচ্ছি—প্রতিটী শক্তিমানের দুয়ারে জাগরণের মন্ত্র—প্রতিহিংসার বিষের জ্বালা ছড়িয়েছি। অনেকে জেগেছে —বাকী শুধু রাজপুত। জাগো—জাগো রাজপুত—জাগো। মুঘলের বক্ষ রক্তে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নাও! পিতার পুত্র ব'লে পরিচয় দাও।

কুমার। হ্যাঁ—হ্যাঁ, পিতার পুত্র বলেই পরিচয় দেবো। শোন—শোন তুমি প্রতিহিংসালোলুপা নারী, অন্তরাসীন ভগবান তুমিও কান পেতে শোন, স্বর্গগত পিতার পবিত্র স্মৃতি সাক্ষী রেখে আমি শপথ করছি—হুমায়ুনের তপ্ত রক্ত দিয়ে ললাটে জয়টিকা প'রে—পিতৃহত্যার আমি পূর্ণ প্রতিশোধ নেব।

সোফিয়া। সেই সঙ্গে শপথ কর, রাজপুত, ভারতবর্ষ হ'তে মুঘল-সাম্রাজ্য চিরতরে লুপ্ত ক'রে দিয়ে এই অত্যাচারের চরম শাস্তি দেবে।

কুমার। হ্যাঁ—ভারতবর্ষ হ'তে মুঘল সাম্রাজ্য—না—না—সে কর্তব্য আমার নয়। আমার কর্তব্য, পিতৃহন্তার রক্তদর্শন—আমার লক্ষ্য শুধু হুমায়ুন।

সোফিয়া। তাই হোক রাজপুত। তুমি তুলে ধর তোমার শাণিত কৃপাণ হুমায়ুনের বক্ষ লক্ষ্য ক'রে—আর আমি ছুটে যাই মহাপ্রলয়ের মত মুঘল সাম্রাজ্যকে জীবন্ত সমাধি দিতে।

গীতকণ্ঠে চারণের প্রবেশ

চারণ। গীত

কর ক্ষমা—বাস ভালো।
হিংসা ক্ষুব্ধ আঁধার ধরাতে প্রেমের প্রদীপ জ্বালো॥
পুরুষ জ্বলিছে জ্বালায়,
কাম ক্রোধ লোভ রিপু তাড়নায়,
প্রেমের অমৃত সিঞ্চনে নারী ধরারে স্বর্গ করিলো॥

সোফিয়া। অমৃত সিঞ্চনের দিন নারীর শেষ হয়ে গেছে। চারণ, এবার এসেছে বিষোদ্গারের দিন।

[ প্রস্থান

চারণ। গী

ভারতের অটবী প্রান্ত হ'তে
বুদ্ধের বাণী আসে ভাসি!
কান পেতে শোন—"হিংসা নহেকো
বল শুধু ভালবাসি,
প্রেম দিয়ে করি শত্রুরে জয়,
হিংসার পথ ভুলো॥"

[ প্রস্থান

কুমার। না—না চারণ। গৌতম বুদ্ধের যুগ আজ বাসি হয়ে গেছে। আজ এসেছে শক্তিপরীক্ষার যুগ—স্বেচ্ছাচারের যুগ। দিক্ হতে দিগন্তে আজ শুধু একটি বাণীই প্রকট হয়েছে—"হত্যা—হত্যা—হত্যা।" দয়া নেই—ধর্ম নেই—ভালবাসা নেই—আছে শুধু উজ্জীবিত হয়ে একটি প্রতিজ্ঞা—পিতৃহন্তার তপ্তরক্তে নির্মম প্রতিশোধ! প্রতিশোধ! প্রতিশোধ!

[ প্রস্থান

———

## দ্বিতীয় দৃশ্য

### চন্দনদুর্গের অভ্যন্তর

রণসাজে সজ্জিতা মহারাণী সংগ্রাম সিংহের বিধবা পত্নী কর্ণদেবীর প্রবেশ।
বুকে বর্ম, মাথায় মুকুট, কটিতে তরবারি, কটিবন্ধে পিস্তল—বামহস্তে
ভল্ল, দক্ষিণহস্তে জাতীয় পতাকা। সঙ্গে আসিল
কয়েকজন রাজপুত নারী সৈন্য

কর্ণদেবী। প্রতিশোধ! প্রতিশোধ। প্রতিশোধ নাও রাজপুত-মেয়েরা। মুঘল সদর্পে দুর্গে প্রবেশ করছে—অভ্যর্থনা করবার জন্য চন্দনদুর্গে আজ আর পুরুষ বীর কেউ নেই। মুঘলের অভ্যর্থনা করবো আমরা রাজপুতমেয়েরা এই শাণিত কৃপাণ দিয়ে।

সকলে মুক্ত তরবারি সম্মুখে প্রসারিত করিল—প্রবেশ করিল সম্রাট
বাবরশাহ। একহাতে তার ইসলাম পতাকা

বাবর। চমৎকার! নারীর এই শক্তিময়ী রূপ স্বচক্ষে দর্শন ক'রে আমি ধন্য—আমি কৃতার্থ। এই শক্তির পাদমূলে আমার হাজার হাজার সেলাম পৌঁছে।

কর্ণদেবী। মুঘল।

বাবর। মুঘল হলেও আমি মানুষ—শক্তির পূজারী। তাই শক্তির অমর্যাদা আমি করতে পারিনা। তুমি অস্ত্র পরিত্যাগ কর মহারাণী।

কর্ণদেবী। অস্ত্র পরিত্যাগ! কেন! মুঘলের ভয়ে! বাবরশাহ্! রাজপুত পুরুষের তরবারির ধার পরখ করেছ, এইবার পরখ কর নারীর তরবারির ধার!

বাবর। কিন্তু ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হবে তোমার ঐ অনুধারণ। অহেতুক জীবন দেওয়াতে কোন গৌরব নেই, মহারাণি।

কর্ণদেবী। জীবন দেওয়াতে কি গৌরব আছে, তুমি তা' বুঝতে পারবে না—মুঘল। ছিলে পথের ফকির—এই মেবারের মহারাণার অনুকম্পায় পেলে দিল্লীর আধিপত্য—হত্যার শ্মশানে প্রতিষ্ঠা করলে তোমার মুঘল সাম্রাজ্য। বন্ধুত্বের ঋণ পরিশোধ করলে—বন্ধুর জীবন হননে—সোনার মেবারকে শ্মশান ক'রে দিয়ে। জীবন দেওয়ার গৌরব তুমি কি বুঝবে, দস্যু?

বাবর। অভিযোগ তোমার সম্পূর্ণ সত্য না হ'লেও একেবারে মিথ্যে নয়, মহারাণি। সংগ্রাম সিংহের মৃত্যুর কারণ প্রকারান্তরে আমি হলেও মহারাণার ভুলও এর জন্য তুল্যাংশে দায়ী। মহারাণা ভেবেছিলেন, অন্যান্য বহিঃশত্রুর মত আমিও লুণ্ঠনে তুষ্ট হ'য়ে ফিরে যাবো। এই ভুল যেদিন ভাঙলো সেদিনই বাধলো খানুয়ার যুদ্ধ। প্রতিপক্ষ হলেও মহারাণার বীরত্বে আমি মুগ্ধ।

কর্ণদেবী। সেই মুগ্ধতার পরিচয় দিতেই বুঝি ক্ষুদ্র চন্দনদুর্গের উপর প্রবল প্রতাপ বাবরশাহ্‌র এই নিষ্ঠুর অভিযান?

বাবর। অভিযান নিষ্ঠুর হলেও লক্ষ্য ছিল এর মহান্, কিন্তু উভয় পক্ষের সামান্য ভুল বোঝার ফলে অহেতুক হলো জীবন পাত—অনর্থক হলো এই রক্তক্ষয়।

কর্ণদেবী। কি সে ভুল?

বাবর। সে ভুল "অবিশ্বাস"।

কর্ণদেবী। অবিশ্বাস!

বাবর। হ্যাঁ অবিশ্বাস! আমি চেয়েছিলাম একটা বীরবংশের পুনঃ প্রতিষ্ঠা। সংগ্রাম সিংহের পুত্রকে মেবারের সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে দুর্গাধিপের কাছে চাইলাম কুমার বিক্রমজিতকে। বিশ্বাস করলে

না রাজপুত মুঘলকে। আমিও বিশ্বাস করি নাই রাজপুত এমনিভাবে মরবার জন্য আমার বিরুদ্ধে রণে দাঁড়াতে পারে তাই হলো এই অভাবনীয় রক্তপাত ।

কর্ণদেবী। চমৎকার, চমৎকার মুঘল। এতদিন জানতাম বাবরশাহ্ শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা, কিন্তু আজ বুঝলাম বাবরশাহ্ শ্রেষ্ঠ মিথ্যাবাদীও বটে।

বাবর। ( উত্তেজিত ) বাবর মিথ্যাবাদী ! ( সংযত হইয়া ) হুমায়ুন, কুমার বিক্রমজিত।

কর্ণদেবী। বিক্রমজিত মুঘলের বন্দী ?

বালক বিক্রমজিতকে কোলে লইয়া হুমায়ুনের প্রবেশ।

হুমায়ুন। বন্দী। লৌহকারায় নয়—মুঘলের বুকে।

কর্ণদেবী। বিক্রম।

বিক্রম। মা !

ছুটিয়া গিয়া কর্ণদেবীকে জড়াইয়া ধরিল

কর্ণদেবী। সম্রাট বাবরশাহ্ !

বাবর। সম্রাট নই মা—পুত্র।

কর্ণদেবী। পুত্র !

বাবর। হ্যাঁ পুত্র। মেবারের মহারাণী আমার মা। মুঘল বাবরশাহ্ তার পুত্র। চল মা, মেবারে ফিরে চল। মেবারের সিংহাসনে স্বহস্তে তোমার পুত্রকে অভিষিক্ত ক'রে আমার কৃত কর্মের প্রায়শ্চিত্ত করবো।

কর্ণদেবী। তা হয়না দিল্লীশ্বর ! তুমি আমার শত্রু। শত্রুর দান মেবারের রাণী কখনো হাত পেতে নিতে পারে না। অস্ত্র নাও মুঘল।

বাবর। মায়ের সঙ্গে সন্তানের যুদ্ধ চলেনা, দেবী ; মুঘল তা কোনদিন করে না ! এই আমি অস্ত্র পরিত্যাগ করলাম। ইচ্ছা করলে তুমি আমায় হত্যা ক'রে মনের জ্বালা নিবারণ করতে পার।

বক্ষ প্রসারণ

কর্ণদেবী। মুঘল!

বাবর। মা! দুনিয়ায় কোন শক্তির বিরুদ্ধে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে মুঘল ভয় পায় না। কিন্তু মাতৃজাতির সম্মুখে মুঘল চিরপরাজিত—চিরনমিত। নাও মা আমার জীবন, গ্রহণ কর এই ভারতের সিংহাসন, উগ্র অভিসম্পাত ধারা ঢেলে দাও এই হতভাগ্য বাবরশাহের শিরে, তবু অধিকার দাও একবার মা বলে ডাকবার।

কর্ণদেবী। সংগ্রামসিংহের বিধবার অভিশাপ সহ্য করতে পারবে, মুঘল।

বাবর। পারবো মা পারবো! বড় হতভাগ্য এই বাবরশাহ্। শৈশবে মাতৃপিতৃহীন। সমরখন্দের অধিশ্বর হয়েও রাজাহারা ফকিরের মত দিগন্তের কোলে ছুটে বেড়িয়েছি। কাবুল জয় করে নিলাম, ভাগ্যলক্ষ্মীর নির্মম বিধানে আবার পথে এসে দাঁড়ালাম। হাতছানি দিয়ে ডাকলো এই সোনার ভারতবর্ষ। মৃত্যুর তোরণ দিয়ে সুরু হলো জীবনের অভিযান। জয়ীও হলাম—কিন্তু দেখলাম বাবরশাহের উষ্ণ নিঃশ্বাস যেখানে পড়লো সেখানকার ঘাস পর্যন্ত শুকিয়ে গেল। তাই ভেবে দেখলাম—আশীর্বাদ নয়—অভিশাপই আমার প্রাপ্য।

বাবর নতজানু হইল

কর্ণদেবী। ওঠ পুত্র! অভিশাপ নয়—আশীর্বাদই তোমার প্রাপ্য। স্নেহের কাঙাল বাবরশাহ্! মেবারের সর্বহারা রাণী আজ মা হয়ে তোমায় আশীর্বাদ করছে—সারা ভারতবর্ষ তোমারই হোক। আজ হতে বিক্রমজিতের ভার তোমারই উপর।

বিক্রমকে বাবরের হাতে সঁপিয়া দিল

হুমায়ুন। মহামান্য বাবরশাহ্ আর তার পুত্র হুমায়ুন যতদিন ভারতে থাকবে, ততদিন মেবারের পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মুঘল তার জীবন বলি দেবে—জননি।

কর্ণদেবী। ভগ্নী ব'লে আমায় সম্ভাষণ করলে হুমায়ুন, কিন্তু জান কি তার গুরুদায়িত্ব ?

হুমায়ুন। যোগ্যক্ষেত্রেই সে জানার পরিচয় মিলবে, ভগ্নি। আপাততঃ ভগ্নীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য মেবারের জাতীয় পতাকা মুঘল ভ্রাতার হস্তে সগৌরবে উড্ডিন হোক।

মেবারের পতাকা উত্তোলন

কর্ণদেবী। সেই সঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের প্রতীক্ ইসলামের পতাকাও সগৌরবে হিন্দু পতাকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে চির উড্ডীন হয়ে থাক।

বাবরের হস্ত হইতে পতাকা লইয়া স্বীয় পতাকার সঙ্গে
যুক্ত করিয়া দিল

### বিক্রমের গীত

বিক্রম। দেখরে চেয়ে হিন্দু-মুসলিম দেখরে নয়ন ভরে।
দুটী ভায়ের যুক্ত নিশান উড়্ছে কেমন করে॥
এক রাখীতে পড়লো ধরা,
দুটী মহান জাত,
নূতন প্রভাত আসছে ধীরে,
কাটলো আঁধার রাত,
বিশ্বপিতার স্নেহের আশীষ পড়লো শিরে ঝরে॥
নূতন যুগের নূতন প্রভাত,
শক্তি ধরলো বুদ্ধির হাত,
সকল সংশয় অবসান বাজে
মাভৈঃ বিশ্ববীণার স্বরে॥

বাবর। চল মা, পুত্রকে নিয়ে মেবারে ফিরে চল। হুমায়ুন!

উদ্যত কৃপাণ হস্তে প্রবেশ করিল কুমারসিংহ

কুমার। কই কোথায় হুমায়ুন? কোথায় সেই পিতৃঘাতী মহাশত্রু? তুমি? তুমিই হুমায়ুন? অস্ত্র ধর। আমি তোমায় বধ করবো।

কর্ণদেবী। কুমারসিংহ।

কুমার। কথা কয়ো না, মহারাণী। ও আমার পিতৃহন্তা। ওকে যতই দেখছি, ততই আমার রক্ত টগ্‌বগ্‌ করে ফুটে উঠছে। অস্ত্র ধর হুমায়ুন—অস্ত্র ধর।

কর্ণদেবী। তুমি বলছ কি কুমারসিংহ? দেখ্‌তে পাচ্ছ না মুঘলের সঙ্গে রাজপুতের মৈত্রী স্থাপিত হয়েছে।

কুমার। রাজপুতের সঙ্গে মুঘলের মৈত্রী! হাঃ হাঃ হাঃ!

কর্ণদেবী। হাঁ মৈত্রী। দেখছোনা হিন্দু-মুসলমানের ঐ যুক্তপতাকা।

কুমার। হিন্দু-মুসলমানের যুক্তপতাকা! মহারাণী, তুচ্ছ স্বার্থের জন্য তুমি তোমার স্বামীহন্তাকে ক্ষমা করতে পার, কিন্তু পৃথিবীর বন্ধুত্বের বিনিময়েও আমি আমার পিতৃহন্তাকে ক্ষমা ক'রতে পারি না। অস্ত্র ধর কাপুরুষ।

হুমায়ুন। (উত্তেজিত) কাপুরুষ! (সংযত হইয়া) না আজ এই শুভদিনে অস্ত্র ধ'রে মহামিলনের পবিত্র লগ্নকে কলঙ্কিত করতে পারবো না।

কুমার। স্বেচ্ছায় অস্ত্র না ধর—আমি তোমাকে আঘাতে আঘাতে বাধ্য করাবো।

আঘাত করিল কিন্তু কর্ণদেবী স্বীয় অস্ত্রে সে আক্রমণ
প্রতিহত করিল

কর্ণদেবী। সাবধান কুমারসিংহ। ক্রোধে জ্ঞানহারা হ'য়ে তুমি ক্ষাত্রনীতি অতিক্রম করে যাচ্ছ। মনে থাকে যেন হুমায়ুন আজ মেবারের রাণীর গৃহে অতিথি। তার বিন্দুমাত্র অসম্মান আমি সইবো না।

কুমার। তা সইবে কেন ? তোমার জ্যেষ্ঠপুত্রকে রক্ষা করতে গিয়ে যার হাতে আমাদের সাধের চন্দনদুর্গ আজ শ্মশান হয়ে গেল, কত নারীর সিঁথির সিঁদুর অকালে মুছে গেল—আমার মত কত পুত্র অকালে তার পিতাকে হারালো—কত মায়ের বুক চিরতরে খালি হয়ে গেল—সেই সর্বনাশা শত্রুর মিত্র হ'য়ে আজ তুমি সদর্পে বলছো, তার বিন্দুমাত্র অসম্মান তুমি সইবে না। চমৎকার ! অপূর্ব তোমার কীর্তি !

কর্ণদেবী। কুমার সিংহ।

কুমার। মহারাণীর সম্মান রক্ষার্থে আজ আমি ফিরেই চল্লাম। কিন্তু স্মরণ রেখো সারা পৃথিবী হুমায়ুনকে ক্ষমা করলেও আমি তাকে ক্ষমা করবো না। [ প্রস্থান

কর্ণদেবী। সম্রাট বাবরশাহ্ ! ইচ্ছা করলে আপনি ওকে বন্দী করতে পারেন।

বাবর। হত্যাও করতে পারি, কিন্তু ওর মনটাকে তো জয় করতে পারি না। তাই এবার নূতন অস্ত্র পরখ করে দেখতে চাই, ওর মন জয় করা যায় কিনা ? [ প্রস্থান

কর্ণদেবী। নূতন অস্ত্র ?

হুমায়ুন। হ্যাঁ নূতন অস্ত্র। তরবারির সাহায্যে তামাম দুনিয়াটা জয় করা যায় বোন—কিন্তু মানুষকে জয় করতে হ'লে প্রয়োজন হয় নতুন অস্ত্রের—ক্ষমা আর ভালবাসা। [ প্রস্থান

কর্ণদেবী। চল বিক্রম।

বিক্রম। কোথায় মা ?

কর্ণদেবী। আমাদের তীর্থে—তোমার পিতার কীর্তি অধ্যুষিত—সহস্র বীরের বক্ষরক্তে পবিত্র সেই প্রণম্য মেবারে। [ প্রস্থান

—— ——

## তৃতীয় দৃশ্য

### কুটীর

প্রবেশ করিল বালক দীপক

দীপক। মেবার। ওগো আমার সোনার মেবার, ওগো আমার প্রিয় জন্মভূমি, তুমি আমার প্রণাম গ্রহণ কর।

উদ্দেশ্যে প্রণাম, কল্যাণীর প্রবেশ

কল্যাণী। দীপক!

দীপক। বউদি! রাতদিন তুমি অত কি ভাব বলতো?

কল্যাণী। কি আর ভাবরো। কিছু না।

দীপক। নিশ্চয়ই ভাব। দাদারা কেউ কাজ কর্ম করে না। দিন-রাত শুধু অভিনয় আর তবলা নিয়ে ব্যস্ত। ঘরে অন্নাভাব—সে দিকে কারো দৃক্‌পাত নেই। এই দুঃখেই তো তুমি আজকাল হাসা ছেড়ে দিয়েছ।

কল্যাণী। দূর বোকা। কে বল্লে যে আমার দুঃখ্? এইতো আমি হাসছি।

হাসিবার ব্যর্থ প্রয়াস

দীপক। ওতো হাসি নয় বউদি, ওযে কান্না।

কল্যাণী। দীপক।

দীপক। মা, কেমন ছিল তা' আমার মনে নেই। জ্ঞান হয়ে অবধি তোমাকেই দেখেছি মায়ের রূপে। তোমার ভেতর দিয়েই উপলব্ধি

করেছি মায়ের অফুরন্ত স্নেহ। তোমার নাড়ীনক্ষত্র যে আমার চেনা বউদি।

কল্যাণী। হুঃ। খুব যে দেখ্‌ছি দার্শনিক পণ্ডিত হয়ে উঠেছ!

দীপক। না বউদি! মাকে বুঝতে ছেলের পণ্ডিত হবার প্রয়োজন হয়না। সে যে—

দীপক। গীত

শত জনমের পরিচয় মাগো
তোমার আমার সনে।
অজানা বাঁধনে বাঁধা আছি মোরা
প্রাণে প্রাণে মনে মনে॥
কালতটিনীর উজান বাহিয়া
ফুল আর ফল চলে ভাসিয়া,
ফুলের বুকে ফল ঘুমে রয়
অলস বিলাস শয়নে॥
তুমি চাঁদ আমি হাসি
তুমি সুর আমি বাঁশী,
তোমারই গানের সুর তোলে তান
বাঁশী হয়ে মোর জীবনে॥

কল্যাণী। দীপক!

দীপক। বউদি!

কল্যাণী। আসুক আমার সহস্র দুঃখ—দারিদ্রের নির্মম পেষণে ধ্বসে যাক আমার সংসার, তবু তুই থাক আমার বুক জড়িয়ে—যুগযুগান্তর অমর হয়ে।

প্রবেশ করিল সতী সিংহ, সে পদ্যছন্দে অভিনয়ের ভঙ্গিতে কথা বলে

সতী। বাঃ বাঃ! কিবা অপরূপ মানায়েছে প্রিয়া

যেন কালীর কোলে গণেশ ঠাকুর
নাচছে থিয়া থিয়া।

কল্যাণী। আয় দীপক আমরা যাই।

গমনোদ্যত

সতী। আহা হাঃ! কেন রুষ্ট হইতেছ, হৃদ্‌পিণ্ডেশ্বরী?
কাব্য গানে কেন তব হেন বীতরাগ?
হাস তুমি—নাচ তুমি—নটিনী সমান
খল খল কল কল তটিনীর মত।

কল্যাণী। হ্যাঁগা! দীপকের সামনে এই হ্যাংলাপনা করতে তোমার একটু লজ্জা করে না।

সতী। লজ্জা! কোথা লজ্জা!
লজ্জাহারী সম্মুখে যাহার?

কল্যাণী। বলি লজ্জার মাথা না হয় খেয়েছ—কিন্তু লজ্জা খেয়ে তো আর পেট ভরবে না। ঐ সব অভিনয়-টভিনয় রেখে ভীরকুটবীচি জোগাবার চেষ্টা করগে। আজ যে ঘরে মা লক্ষ্মী বাড়ন্ত তা' জান?

সতী। তাতে কিবা প্রিয়া!
শোন নাই—বলেছেন কবি—
"লও ভজন—লও নাম!"

কল্যাণী। দেখ ও সব কাব্যিতে পেট ভরে না। ও ভীরকুটবীচি একদিন পেটে না পড়লে অভিনয়ের বাবার নাম পর্যন্ত ভুলিয়ে দেয় তা' জান?

সতী। শাহাজাদী, কৃষক নন্দিনী,
ক্ষুধা ভয় দেখাও কাহারে?
জাননা কি অভিনেতাগণ—

প্রিয়া অঙ্ক ছেড়ে যায়—রাত্রি জাগি
অভিনয় করি—ক্ষুধা ভয় তুচ্ছ করি
যশোলাভ তরে। সেই বীর কীর্তি
পুষ্পমাল্য ঘন ঘন হাততালি করিতে অর্জন
ক্ষুধার দহন জ্বালা করিয়াছি জয়।
হইব নটের শ্রেষ্ঠ আজন্মের সাধ।

কল্যাণী। বেশ। নট শ্রেষ্ঠই হও। কিন্তু মনে রেখ আজ আর উনুনে আগুন জ্বলবে না।

সতী। হেন অরসিক সম কেন কহ বাণী?
শেল সম বক্ষে বিঁধে মোর।

কল্যাণী। শেল বিঁধুক আর যাই বিঁধুক—আজ কিন্তু উপোষ।

গমনোদ্যত

সতী। আহা হা। চটিতং কেন প্রিয়া?
লক্ষ্মী তুমি লক্ষ্মী সম কর আচরণ।
পেচকের ফুলো মুখ না চাহি হেরিতে।

কল্যাণী। ছিঃ ছিঃ। তুমি কি বলতো? নিজেরা না হয় একবেলা উপোষ করে কাটালাম—কিন্তু এই দুধের বাছাকে কি ক'রে না খাইয়ে রাখবো বলতো? তুমি কি মানুষ না আর কিছু?

সতী। স্পষ্টাক্ষরে না হয় মোরে কহ পশুরাজ।
কোন ক্ষতি নাহি তাতে!
কিন্তু জিজ্ঞাসি তোমারে সীতা
রাম না হয় মতিছন্ন পশু হলো কৃপাতে তোমার
কিন্তু লক্ষ্মণ ঠাকুর তব রহিয়াছে
হরিসিংহ রূপে। তারে কহ—

ফল আনয়ন ভার নহেতো রামের
ছিল তাহা লক্ষ্মণ উপরে।

দীপক। ছোড়দা তা তোমারই উল্টো পিঠ বড়দা। দিনরাত তো কাটছে তার 'তেরে কেটে ধিন ধা' নিয়েই।

সতী। ঐ রোগেই ঘোড়া মলো। না—
সংশোধন হরিটার আশু প্রয়োজন।
শোন প্রিয়া—আমাদের হনুমান সঙ্ঘ
অতি শীঘ্র আরম্ভিবে পেশাদারী যাত্রা
ঐ সঙ্গে হরিটারে নেব বলে কয়ে
দেখি যদি সঙ্গ গুণে মানুষ সে হয়।

কল্যাণী। ঐ দেখ—শ্রীমান আসছে। ইস! কি সাধনা—কি উগ্র তপস্যা!

হরিসিংহের প্রবেশ। সে দিনরাত শুধু তবলার বোল সাধে

হরি। ধা—ধিন—ধিন—ধা
ধা—ধিন—ধিন—ধা
না—তিন—তিন—তা
তেটে—ধিন—ধিন—ধা।

শোন বউদি—এর তেহাইটা কেমন?
কৎ তেটে গধি ঘেনে ধা।

দীপক ও কল্যাণীর মাথায় চাটি দিয়া তেহাই দিল

সতী। কিরে হরি! দিন দিন কি হ'ল তোর?
এই সব বাজে কাজ ছেড়ে—
চেহারা রয়েছে ভাল

আমাদেরও স্ত্রী ভূমিকার রয়েছে অভাব।
চল তোরে বলে কয়ে—
মন্দোদরীর ভূমিকাটী দেব লওয়াইয়া।

হরি। চুপ কর দাদা। তোমার ঐ বাজে অভিনয়-টভিনয় যা হয় বাইরেই করো। ও সব নোংরা জিনিষ আর ঘরের ভেতরে টেনে এনো না। বুঝলে? তার চেয়ে না হয় বসে পড়, দু'একটা তবলার দামী বোল তোমায় শুনিয়ে দেই। তাতে কাজ হবে বুঝলে—কাজ হবে। শোন—
ক্রেনেতা ক্রেনেতা ধা।

সতী। চুপ! চুপ ওরে তবলার ষাঁড়।
অভিনয়ের মর্যাদা তুই কি বুঝবি?
কাঠ আর চাম নিয়ে কারবার তোর
অভিনয় মাধুর্যরস বুঝিবি কি তুই?

হরি। থাম! থাম! আর বক্তিমে করতে হবে না। দাঁড়ি গোঁফ কামিয়ে অসভ্য জংলীর মতন হসন কুদন যাদের অভ্যাস—সূক্ষ্ম শিল্পবোধ তাদের কোথেকে আসবে। জান এই বোলটী কত মধুর—ধা তেরে কেটে ধা—

সতী। ওহো! কি মধুর। যেন নিম পাতা রস।
শোন ওরে মূর্খ জরদ্গব
অভিনয়ে কত রস কত মধু ঝরে।

কল্যাণী। তোমরা থামবে না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এমনি সঙের ঢং করবে?

সতী। শোন শোন! মনে কর তুমি "সরমা"
রাবণ আমি, কহিছে তোমারে তরণী-
সেনের বধ হইবার পর। ( স্ত্রীকে ধরিয়া )
"চল মাগো ফিরে চল লংকার প্রাসাদে—"

কল্যাণী। ছিঃ ছিঃ!

দীপক। দাদা, তুমি কি বলতো? বউদিকে তুমি মা বলচ?

হরি। এই হয় বুঝলি দীপক; এই সব নাটুকেপনা যারা ক'রে বেড়ায়—তারা এমনি মাতালের মত স্ত্রীকে মা বলে আসর মাৎ করে।

সতী। আহা-হাঃ! এ কি সত্যি? এযে অভিনয়।

কল্যাণী। থাক থাক। অভিনয়! উন্মাদ কোথাকার!

[ সক্রোধে প্রস্থান

দীপক। দাদা! অভিনয়ও ভাল—তবলাও ভাল। কিন্তু তার চেয়ে বেশী ভাল—আমার এই লক্ষ্মী বউদির মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করা।

[ প্রস্থান

সতী। হাসি! কোথা হাসি
অভিনয় যার চির চক্ষুশূল।

[ প্রস্থান

হরি। অভিনয় শুধু চক্ষুশূল নয় দাদা, পিত্তশূল বধ'কও বটে। তার চেয়ে বরং—কৎ তেরে গধি ঘেনে ধা।

[ প্রস্থান

---

## চতুর্থ দৃশ্য

### বনপথ

সোফিয়া ও মামুদের প্রবেশ

মামুদ। না—না সোফিয়া, আমি তা পারবো না!

সোফিয়া। পারবে না?

মামুদ। না। শয়তানের মত গুপ্তহত্যা আমি কিছুতেই করতে পারবো না!

সোফিয়া। হুঃ! তা পারবে কেন? পিতৃহন্তার জীবন হনন করতে পারবে কেন? পারবে শুধু কুকুরের মত তার পদ লেহন করতে।

মামুদ। সোফিয়া!

সোফিয়া। তুমি না ইব্রাহিম লোদীর পুত্র? তোমার পিতাই না একদিন ছিলেন সারা ভারতবর্ষের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। যে ছিল একদিন সমস্ত জনগণের মাথার মুকুট—সেই পাঠান সম্রাটের পুত্র মামুদ-শা আজ হয়েছে মুঘলের পদশোভা চামড়ার জুতো। সে চামড়া আবার গরুর নয় গণ্ডারের।

মামুদ। ক্রুদ্ধ হয়োনা বোন। সত্যই আমি অধঃপতিত। হয়তো মনুষ্যত্বও আমার ভেতর নেই। কিন্তু একথা সত্যি—গুপ্তহত্যা করবার মত পশু প্রবৃত্তি আজো আমার ভেতরে জন্মায়নি।

সোফিয়া। পশু প্রবৃত্তি!

মামুদ। হ্যাঁ—পশুরাও বুঝি গুপ্তহত্যায় অভ্যস্ত নয়। শোন সোফিয়া—প্রতিশোধ নিতে, পাঠান সাম্রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে আমি

সারা ভারতবর্ষে ছুটে বেড়িয়েছি। শক্তি সংগ্রহের চেষ্টা করেছি—কিছুটা সফলকামও হ'য়েছি, অপেক্ষা করছি শুধু একজন শক্তিমান নেতার—একটা শুভ সুযোগের।

সোফিয়া। তার পূর্বে পিতৃহন্তা বাবরশাহকে ছলে বলে যে ভাবে হোক দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়া উচিত।

মামুদ। না সোফিয়া। ছলের আশ্রয় গ্রহণ করে পিশাচ সাজতে আমি পারবো না। সাধ্য থাকে সম্মুখ যুদ্ধে পিতৃঘাতাকে চরম শাস্তি দেব—আর না পারি ব্যর্থতার বোঝা বুকে নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নেব।

সোফিয়া। এ ক্লীবত্ববাদ। যে দস্যু পিতাকে পেছন থেকে গুলি করে হত্যা করেছে—সেই হীনতম দস্যুর সঙ্গে দস্যুতা করতে কোন দোষ নেই। শঠের সঙ্গে শাঠ্য এই চিরন্তন রীতি।

মামুদ। তা হয় না সোফিয়া। কুকুরে কামড় দিয়েছে বলে আমি মানুষ হয়ে কুকুরের বৃত্তি অবলম্বন করতে পারি না।

সোফিয়া। কিন্তু স্মরণ করে দেখ দাদা, ইব্রাহিম লোদীর মৃত আত্মা প্রতিশোধ মানসে তার উপযুক্ত পুত্র-কন্যার মুখের দিকে আকুল আগ্রহে চেয়ে আছে—রক্ত তর্পণের আশায়। মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর ধরাশায়ী ভারত সম্রাটের দু'চক্ষু বেয়ে প্রতিহিংসার রক্ত ছুটে বেরুচ্ছে—থর থর করে মৃত্যুর বিবর্ণ ঠোঁট দুটি তার ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে উঠছে—অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে তার অন্তিম ইচ্ছা, প্রতিশোধ নিও মামুদ—প্রতিশোধ নিও—পিতৃহন্তার তপ্ত রক্তে আমার বিদেহী আত্মার তৃপ্তি দিও।

মামুদ। ক্ষান্ত হ'—ক্ষান্ত হ' সোফিয়া। অমন করে আমায় আর পাগল করে দিস্‌নি—অমনি করে প্রতিহিংসা ক্ষিপ্ত মনকে পিশাচ বৃত্তি গ্রহণ করাতে বাধ্য করিস্‌ নি—আমার বিবেক বুদ্ধি লোপ করে দিসনি, বোন!

সোফিয়া। তোমার বিবেক-বুদ্ধি কি এই বলে দাদা—পিতা আমাদের অতৃপ্ত আকাঙ্খার জ্বালা বুকে ল'য়ে মহাশূন্যে অনন্ত দিগ্‌দাহের মাঝে ঘূর্ণি হাওয়ার মত ঘুরে বেড়িয়ে দোজাকের পীড়ন সহ্য করুক।

মামুদ। সেও ভাল—সেও ভাল সোফিয়া! গুপ্তহত্যার দ্বারা পিতার আত্মার যদি শান্তি না হয় তবে, থাকুক আমার পিতা মহাশূন্যে অনন্ত দিগ্‌দাহের মাঝে—দিক জগৎ আমাকে ঘৃণার থুৎকার—তবু বিবেকধর্ম বিসর্জন দিয়ে পিশাচ বৃত্তি অবলম্বন করে পিতার সুপুত্র হ'তে চাই না।

[ প্রস্থান

সোফিয়া! তুমি সৎ হ'লেও উন্মাদ। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য তুমি গুপ্তহত্যার আশ্রয় না নিলে পিতার তৃপ্তির জন্য আমি দোজাকে নেমে যেতেও দ্বিধা বোধ করবো না।

গমনোদ্যত, প্রবেশ করিল গফুর

গফুর। শাহাজাদা! শাহাজাদা!

সোফিয়া। কাকে তুমি শাহাজাদা বলে ডাকছিলে? গফুর খাঁন?

গফুর। কেন—আপনার ভ্রাতাকে?

সোফিয়া। মামুদ! তাকে তুমি শা'জাদা বলছ গফুর? সে তো ভীরু—কাপুরুষ—অপদার্থ—ভিখারী।

গফুর। শা'জাদি।

সোফিয়া। যে পুত্র পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে চায় না সে তো পুত্র নয়, সে যে পিতার কলংক। তোমাদের অতীতে শা'জাদা আজ পাঠানের গৌরবময় স্বর্ণ যুগের স্মৃতির কথা ভুলে গিয়ে—পিতার নির্মম হত্যার কথা ভুলে গিয়ে—বেত্রাহত কুক্কুরের মত ঘৃণ্য জীবনযাপনে আনন্দ উপভোগ করছে। তাকে তুমি শাহাজাদা বলতে চাও?

গফুর। শাহাজাদাতো নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে নেই, শাহাজাদি। ভারতের এক প্রান্ত হ'তে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত উল্কার মত ছুটে বেড়াচ্ছে পাঠান শক্তিকে একত্রীভূত করতে। সময় হলেই আমরা মুঘল সাম্রাজ্যকে চরম আঘাত হানবো।

সোফিয়া। চরম আঘাত! দীর্ঘসূত্রী পাঠান, তোমাদের সে সময় কবে আসবে বলতে পার? ছিন্নভিন্ন পাঠান শক্তি কবে একত্রিভূত হবে —কবে তোমরা মুঘলকে আঘাত হানবে? তোমাদের এই দীর্ঘসূত্রতার সুযোগ নিয়ে মুঘল মসনদ কায়েম হয়ে পাঠানের বুকে চেপে বসবে, তা কি তোমরা ভেবে দেখেছ, গফুর খাঁন?

গফুর। আপনি কি বলতে চান, শাহাজাদি?

সোফিয়া। আমি যা বলব তা তুমি করতে পারবে, গফুর খাঁন?

গফুর। ন্যায়সঙ্গত—সম্ভবযোগ্য হ'লে নিশ্চয়ই পারবো।

সোফিয়া। ন্যায়-অন্যায়, সম্ভব-অসম্ভব ও সব প্রশ্নকে দূরে রেখে এগিয়ে যেতে হবে বাস্তব কর্মক্ষেত্রে। পাঠান তুমি, পাঠানের গৌরব—তোমার গৌরব, পাঠানের অপমান—তোমার অপমান। সেই অপমানের প্রতিশোধ যদি নিতে চাও পাঠান, তবে ধর এই শাণিত খঞ্জর, যে ভাবে পার—মুঘল সম্রাট বাবর শা'র বুকে আমূল বসিয়ে দাও— তোমার প্রভু ইব্রাহিম লোদীর নির্মম হত্যার প্রতিশোধ নাও।

গফুর। একা আমি শক্তিমান বাবরশা'র বিরুদ্ধে—

সোফিয়া। সম্মুখ যুদ্ধে নয়—হত্যা কর তাকে গুপ্তভাবে?

গফুর। গুপ্তহত্যা?

সোফিয়া। দোষ কি! শাজাদা মামুদ করুক সংঘশক্তির আয়োজন— আমি করি বিপ্লবের সৃষ্টি—আর তুমি কর গুপ্তহত্যা।

গফুর। মাপ করুন শাহাজাদি। গুপ্তহত্যা করা আমার দ্বারা সম্ভব নয়।

সোফিয়া। পাঠান!

গফুর। ক্রুদ্ধ হলে কি করবো শাহাজাদি, আমি নিরুপায়।

সোফিয়া। ( কোমলস্বরে ) গফুর।

গফুর। শাহাজাদি।

সোফিয়া। না—না শাহাজাদী নয়—বল সোফিয়া।

গফুর। শাহা—সো—

সোফিয়া। বল বল সোফিয়া—তোমার সোফিয়া।

গফুর। সোফিয়া—আমার সোফিয়া?

সোফিয়া। হ্যাঁ তোমার সোফিয়া। অবাক বিস্ময়ে কি দেখছ, যুবক? তুমি কি জাননা, তোমাকে আমি কত ভালবাসি?

গফুর। তা—

সোফিয়া। আমাকে তুমি চাও, গফুর?

গফুর। তোমাকে?

সোফিয়া। হ্যাঁ আমাকে। এই রূপ—এই যৌবন—এ সবই তোমার। তুমি কি চাওনা, গফুর?

গফুর। চাই—চাই—আমার সমস্ত মন প্রাণ সমস্ত চেতনা দিয়ে চাই তোমার উষ্ণ সঙ্গসুখ।

সোফিয়া। তা যদি চাও—তবে এস গফুর—আমার পাশে এসে দাঁড়াও। আমি খনন করি কবর—তুমি তৈরী কর কফিন। আমি তুলে দিই রক্তপিপাসু খঞ্জর, আর তুমি তা' বসিয়ে দিও মুঘল শক্তির বুকে।

গফুর। তাই হোক সোফিয়া তোমাকে লাভ করতে গফুর আজ নির্মম ঘাতক সাজবে। তোমার প্রীতি অর্জন করতে গফুর গুপ্তহত্যা করতেও কুণ্ঠিত হবেনা।

সোফিয়া। ( গফুরের চিবুক ধরিয়া ) এস তবে বীর, তোমার

আমার মিলন পথের কণ্টক অপসারিত ক'রে বিজয় গর্বে ফিরে এস। আমি প্রতীক্ষা করবো তোমার সযত্নে গাঁথা বরমাল্য নিয়ে।

গফুর। শয়তান আমার সহায় হোক। [ প্রস্থান

সোফিয়া। শয়তান তোমার কাঁধে অচলা হো'ক।......হায় হতভাগ্য গফুর! রূপের মোহ বিছিয়ে তোমাকে প্রতারিত করলাম—এর জন্য দুঃখ হয় সত্য, কিন্তু উপায় নেই। প্রতিশোধ আমার চাই।.... ভালবাসা? আমার বুকে? হাঃ হাঃ হাঃ!

গমনোদ্যত

প্রবেশ করিল গীতকণ্ঠে ফকির

ফকির। গীত

হাসিস্‌নে তুই
সর্বনাশা খেলায় মেতে আর।
পড়বি ধরা প্রেমের ফাঁদে
মানতে হবে হার।

সোফিয়া। ফকির সাহেব!

ফকির। পূর্ব গীতাংশ

সোনা ফেলে কাঁচ নিয়ে তুই
হাসলি বড় সুখে,
কাঁদতে হবে ওরই তরে
সব হারাণোর দুঃখে,
ভাঙবে যেদিন রূপের গরব
ঝরবে আঁখি ধার। [ প্রস্থান

সোফিয়া। অসম্ভব—অসম্ভব ফকির সাহেব। সোফিয়া কোনদিন প্রেমের ফাঁদে ধরা পড়বে না। [ প্রস্থান

———

# দ্বিতীয় অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

### হুমায়ুনের প্রমোদ ভবন

সন্তর্পণে প্রবেশ করিল মুঘলবেশী কুমার সিংহ ও হিণ্ডাল

হিণ্ডাল। এই বেগম হামিদাবান্থর হারেম। খুব সতর্ক, খুব হুসিয়ার দোস্ত। যদি কাজ হাসিল করতে পার—তবে তোমারও প্রতিজ্ঞা পালন—আমার মসনদের পথ সাফ্।

কুমার। ঠিক আছে।

হিণ্ডাল। (স্বগত) এরপর কামরাণ। ওকে আমি নিজেই দেখব। (প্রকাশ্যে) যাও দোস্ত, ঐ কেয়াফুলের ঝোপটার আড়ালে গিয়ে বস। স্থযোগমত কাজ হাসিল করো। তোমার নিরাপত্তার জন্য আমার সতর্ক-চক্ষু প্রহরায় রইলো।

কুমার। ধন্যবাদ।

[ প্রস্থান

হিণ্ডাল। সামাল—সামাল হুমায়ুন। মসনদের পথ সাফ্ করতে তোমার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছি এক রক্ত লোলুপ হিংস্র শার্দূল।

উদ্যত কৃপাণ হস্তে ছুটিয়া প্রবেশ করিল হামিদাবান্থ

হামিদা। কৈ? কোথায় হিংস্র শার্দূল? একি! ছোট মিঞা, তুমি এ সময়—এখানে।

হিণ্ডাল। কেন—ভাবীর কাছে কি আসতে নাই নাকি?

হামিদা। না—তা বলছিনা। তবে—

হিণ্ডাল। তবে কি ভাবী ?

হামিদা। এই তুমিতো ভাই এখন বিশেষ আস না কিনা তাই !

হিণ্ডাল। সময়ও পাইনা—আর ধর, তোমাদের গুলবাগ সব সময়েই থাকে হাসি গানে নাচে জমজমাট। তার মধ্যে আমার মত একটা বেরসিকের উদয় বিশেষ শোভন নয়। তাই—

হামিদা। না—না—সে কি কথা ! তুমি আমাদের পরম স্নেহের পাত্র। তোমার জন্য আমার হারেমের দোর সব সময় উন্মুক্ত।

হিণ্ডাল। মোবারক।

হামিদা। মোবারক।

[ হিণ্ডালের প্রস্থান

হামিদা। বড় অভিমানী এই ভাইটী আমার। কিন্তু কি আশ্চর্য— কি জন্য এসেছিল তাতো জিজ্ঞেস করা হলো না।

নর্ত্তকীদের প্রবেশ

একি তোরা ?

নর্ত্তকী। কোকিল—বসন্তের অগ্রদূত, বেগম সাহেবা !

হামিদা। ও বাবা ! এযে দেখছি—কাব্য। বাবুর যৌবন কুঞ্জে শাহাজাদা বসন্তের আবির্ভাব সূচিত করছে, কোকিলরূপী তোদের শুভাগমন না ? চমৎকার ! তোফা ! শাহাজাদাকে বলে তোদের একখানা ক'রে ওমর খৈয়াম কিনে দেব।

নর্ত্তকীরা গাহিয়া উঠিল

নর্ত্তকীগণ।　　　　গীত

মোরা কোকিল কুহু ডেকে যাই দিন-রজনী।
সুরে মোদের হয় সূচিত বসন্তেরই আগমনী।

ফুল ফোটে ঐ গুলবাগে
ভ্রমর আসে অনুরাগে,
বসন্ত ঐ দিল ধরা হাসলো সুখে শ্যামাধরণী॥
প্রকৃতির বনের পথে
মনের মানুষ আসলো রথে
রূপে তাহার ভুললো ধরা
শুনি মধুর বেনুরধ্বনি॥

হামিদা। এখন তোরা যা। আমি একটু একলা থাকবো।

[ নর্তকীরা অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল

আমি কি করি খোদা! স্বামী দিন দিন যে ভাবে রাজকার্য থেকে দূরে সরে দাঁড়াচ্ছে—যে ভাবে আমাকে কেন্দ্র ক'রে বিলাস ব্যসনে মত্ত হ'য়ে উঠেছে—তাতে যে সমস্ত দায়িত্ব আমারই উপরে এসে পড়ছে। কি করি—কি করি আল্লা হো আল্লা।

ধীরে ধীরে তানপুরাটী তুলিয়া লইয়া গাহিল

হামিদা। গীত

যৌবন মধুপ্রাতে।
গাহি গান জীবনের তুমি আমি দু'জনাতে॥
সুরে মোর নেচে ওঠে মনের ময়ূর
সোনালী আলোয় ধরা হল ভরপুর
শতদল হ'য়ে হাসিটুকু লয়ে
ফুটিল হৃদয় মোর প্রেম সরসীতে॥
এ গান নহেতো শুধু আমারি বিলাস
সুরে জাগে নিখিলের অতৃপ্ত পিয়াস,
কামনার ঢেউগুলি নাগরদোলায়
দিয়ে যায় নিতি দোলা ধূলার ধরাতে॥

[বিলাসীর পরিচ্ছদে ভূষিত হুমায়ুনের প্রবেশ

হুমায়ুন। বানু!

হামিদা। হজরৎ।

দণ্ডায়মান হইলে হুমায়ুন তাহাকে ধরিয়া উপবেশন করিল

হুমায়ুন। কি হ'চ্ছিল? সঙ্গীতচর্চা। (হামিদা লজ্জায় মুখ নীচু করিল) ইস্! লজ্জায় দেখছি নববধূর মত লাল হ'য়ে উঠলে। (হাসিয়া উঠিল) তা বেশ বেশ! এই লজ্জা আর নিত্য নবীনতাটুকু আছে বলেই নারী নরের এত আকর্ষণীয়—এত মধুর—এত লোভনীয়। বানু!

জড়াইয়া ধরিল

হামিদা। হজরৎ!

হুমায়ুন। কি বানু?

হামিদা। একটা কথা বলবো।

হুমায়ুন। আমার কাছে সঙ্কোচ! ওগো আমার শংকাতুর কপোতী, যে হুমায়ুন তোমার হৃদয় কারাগারে চির বন্দী—তাকে এত সঙ্কোচ! বল, বল বানু কি বলতে চাও?

হামিদা। বলতে চাই—বলতে চাই—

হুমায়ুন। বল, থামলে কেন?

হামিদা। আপনি সম্রাটের পুত্র—

হুমায়ুন। তা ঠিক বলা যায় না। কারণ একদিন ছিলাম শাহাজাদা, ভাগ্যচক্রের আবর্তনে সাজলাম পথের ফকির, আবার নিয়তির নির্দেশে আজ সম্রাটপুত্র। হয়তো আবার ফকির সাজতে হবে।

হামিদা। ফকির যাতে না হতে হয়—তার জন্যই এখন থেকে সচেষ্ট হোন।

হুমায়ুন। অর্থাৎ জীবনের এই সব প্রাচুর্য অবহেলে দূরে সরিয়ে রেখে সর্বত্যাগী ফকির সেজে কঠোর রাজনীতির চর্চা করা। অসম্ভব—অসম্ভব বানু, সময়ের সদ্ব্যবহার করতে হুমায়ুন জানে।

হামিদা। কিন্তু শাহাজাদার কর্তব্য—

হুমায়ুন। শাহাজাদার কর্তব্য গান শোনা, উপভোগ করা, আনন্দ করা। আমি কি তা করিনি?

হামিদা। কিন্তু এই সব বিলাসব্যসনে মত্ত থাকা কি ভাবী সম্রাটের উচিত?

হুমায়ুন। বিলাসব্যসন সম্রাটের জন্তই, ফকিরের জন্য নয়, বানু।

প্রবেশ করিল বাবর

বাবর। সত্য! কিন্তু তুমি তো শুধু সম্রাট নয় হুমায়ুন, তুমি যে কর্মী, কর্মীর বিলাসব্যসনে অধিকার কোথায়?

হুমায়ুন ও হামিদাবানু অভিবাদন করিল

হুমায়ুন। আপনি এ সময় এখানে?

বাবর। হয়তো অশোভন। কিন্তু এমন সুন্দর কর্মময় প্রভাতে যে অলস, অকর্মণ্য, আমোদ উৎসবে সুপ্ত থাকে—সেই অপদার্থকে জাগানোর জন্য আমার এই শিষ্টাচার লঙ্ঘন।

হুমায়ুন। পিতা!

বাবর। তুমি একটু স্থানান্তরে গমন কর, মায়ের সঙ্গে আমার প্রয়োজন আছে।

[ হুমায়ুনের প্রস্থান

বাবর। মা।

হামিদা। আব্বাজান!

বাবর। তিক্ত এবং অশিষ্ট হ'লেও তোমাকে একটা কথা না ব'লে পাচ্ছিনা মা। আশা করি, এর গুরুত্ব বুঝে তুমি তোমার এই প্রৌঢ় ছেলেকে ক্ষমা করবে।

হামিদা। বলুন, শাহান্‌শাহ ?

বাবর। হুমায়ুন যে ভাবে দিন দিন ভোগবিলাসে মেতে উঠেছে, তাতে কি সে আমার পুত্র হবার যোগ্যতা হারাচ্ছে না, মা ?

হামিদা। আব্বা !

বাবর। আমি বাবর। লৌহদেহ নিয়ে সমরখন্দ থেকে দুর্ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করে অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণুতার ভিতর দিয়ে এই ভারত মসনদ লাভ করেছি। তা বোধ হয় তুমি জান ?

হামিদা। জানি।

বাবর। প্রবল প্রতিপক্ষ আফগান-পাঠান এখনো ভারতের বহু স্থানে বিক্ষিপ্ত হয়ে বিদ্রোহের আগুনে ধূমায়িত হচ্ছে, তা বোধ হয় বোঝ ?

হামিদ। বুঝি জনাব।

বাবর। যে কোন অসতর্ক মুহূর্তে হয়তো তারা মুঘল সাম্রাজ্যে আঘাত হানতে পারে।

হামিদা। সত্য।

বাবর। তখন এই হুমায়ুনকেই ছুটতে হবে অসিহস্তে নিশীথে দিবসে উল্কার মত সমর প্রাঙ্গণে। কিন্তু আজ যদি সে এমনি করে বিলাসের পঙ্কে ডুবে যায়, তবে সে কি করবে ?

হামিদা। আমি কি করবো বলুন ?

বাবর। নিষ্ঠুর হলেও—অপ্রিয় হলেও, বলতে বাধ্য হচ্ছি তোমাকে হুমায়ুনের প্রতি নির্মম হতে হ'বে। বিলাসের আসক্তি থেকে ওকে মুক্তি দিতে হবে।

হামিদা। কিন্তু—

বাবর। জানি, তুমি নির্দোষ—ফুলের মতই পবিত্রা ; এবং হুমায়ুন বিলাসী হলেও সুরাসক্ত চরিত্রহীন নয়। তবুও বিলাসের ক্ষেত্র হতে হুমায়ুনের বিসর্জন চাই। মনে রেখো মা, তুমি স্ত্রী—স্বামীর মঙ্গলাকাঙ্খিনী, স্বামীকে সৎপথে চালিত করাই তোমার একমাত্র কর্তব্য।

[ প্রস্থান

হামিদা। তোমার কথা আমি বুঝেছি, শাহানশাহ্। স্ত্রৈণ বলে স্বামীর আমার যে অপবাদ রটেছে তুমি তারই ইঙ্গিত করেছ। কিন্তু খোদা জানেন, এতে আমার কোন হাত ছিল না।

হুমায়ুনের প্রবেশ

হুমায়ুন। পিতা কি বলে গেলেন বানু ?

হামিদা। সে কথা তোমার জানা নিষ্প্রয়োজন।

হুমায়ুন। বানু!

হামিদা। আমার প্রয়োজন আছে, হজরৎ। আমি আসি।

হুমায়ুন। ( ধরিল ) বানু!

হামিদা। আঃ। বিরক্ত করবেন না।

হুমায়ুন। বিরক্ত।

হামিদ। হ্যাঁ—হ্যাঁ—বিরক্ত। আপনি কি মনে করেন হজরৎ, দিনরাত এমনি মুখোমুখী বসে থাকা খুব প্রীতিপ্রদ ?

হুমায়ুন। বানু।

হামিদা। পথ ছাড়ুন শাহাজাদা। আমি এ সাম্রাজ্যের ভাবী সম্রাজ্ঞী, আমার অন্যান্য পৌরকর্তব্য রয়েছে।

হুমায়ুন। এমন আনন্দ মুখরিত উজ্জ্বল প্রভাত তুমি অন্ধকার করে দিতে চাও তুচ্ছ সাম্রাজ্ঞীর মর্যাদার লোভে ?

হামিদা। হ্যাঁ চাই। আমি শুধু স্বামীর স্ত্রী হতে চাইনা, আমি চাই সম্রাটের সম্রাজ্ঞী হতে।

[ প্রস্থান

হুমায়ুন। আশ্চর্য। আমার বানু এমন! কিন্তু কই এমন তো সে ছিল না! আনন্দ প্রতিমা হাস্যোজ্জ্বলা বানুর আজ একি ভাবান্তর? তবে কি পিতা? না—না, পিতার সমালোচনা করা পুত্রের শোভা পায় না। একি ঘুমে আমার দুচোখ ভেঙ্গে আসছে। সারারাত্রি গেছে অনিদ্রায় শুধু আনন্দ উৎসবে। না—না, বড় শ্রান্তি—একটু বিশ্রাম—একটু ঘুম।

একটী চাদর দিয়া দেহ ও মুখ ঢাকিয়া হুমায়ুন শয়ন করিল।
মৃদুলয়ে যন্ত্র সঙ্গীত চলিতেছে

ঘুম। বড় মধুর! কিন্তু আমার বানু—পিতা এমন হলো—আঃ—

ঘুমাইয়া পড়িল, প্রবেশ করিল মুঘল বেশী কুমারসিংহ

কুমার। একি হুমায়ুন নিদ্রিত! তাইতো কি করি?

অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া তরবারির দ্বারা চাদরখানা টানিয়া তুলিল। হুমায়ুন জাগ্রত হইয়া—শিয়রে কৃপাণ ছিল—তড়িৎ গতিতে ধারণ করিয়া কুমারসিংহকে আক্রমণ করিল। তরবারি দ্বারা তরবারি আটকাইয়া ধরিল, উভয়ের মাথা একত্র হইল। তরবারি ক্রস চিহ্নিত হইয়া উর্দ্ধে রহিল। কুমারসিংহের মুখ প্রতিহিংসায় ভীষণ, কিন্তু হুমায়ুনের মুখ হাস্যময়

হুমায়ুন। মুঘল?

কুমার। না রাজপুত—তোমার যম। হাঃ হাঃ হাঃ।

কৃত্রিম দাড়ি অপসারণ

হুমায়ুন। কুমার সিংহ!

কুমার। আত্মরক্ষা কর।

হুমায়ুন। চেষ্টা তো করছি।

উভয়ের প্রস্থান—প্রবেশ করিল হামিদাবানু ও বাবর]

হামিদা। পিতা!

বাবর। বাবর কথার অ  কি জান মা?

হামিদা। কি?

বাবর। সিংহ। সেই সিংহশিশু আমার হুমায়ুন। সুপ্ত ছিল—এমনই একটা প্রচণ্ড আঘাত ওর প্রয়োজন ছিল।

হামিদা। কিন্তু রাজপুতের হাতে যদি ওর কোন—

বাবর। অনিষ্ট হয়—না? হবে। আমার পুত্র যদি একজন রাজপুতের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে না পারে—তবে অমন ছেলের মৃত্যুই আমার কাম্য।

হামিদা। আব্বাজান!

বাবর। চিন্তিত হয়োনা, মা। হুমায়ুন আমার লৌহসন্তান! রাজপুতের অস্ত্রাঘাতে ও দেহ একটুও টলবে না।

উভয়ের প্রস্থান—যুদ্ধমান হুমায়ুন ও কুমারসিংহের পুনঃ প্রবেশ

হুমায়ুন। এখনও ক্ষান্ত হও, রাজপুত।

কুমার। ক্ষান্ত। তোমায় হত্যা না ক'রে?

হুমায়ুন। কিন্তু জান কি রাজপুত—আমার একটীমাত্র ইঙ্গিতে সহস্র তরবারি তোমার মাথার উপর ঝলসে উঠতে পারে।

কুমার। জানি।

হুমায়ুন। তবে?

কুমার। তবে আর কিছু নয়। হয় তুমি না হয় আমি, দুজনের

একজনকে ছুনিয়া থেকে বিদায় নিতেই হবে। একই আকাশে দুটো সূর্য কখনই উঠতে পারে না, মুঘল।

হুমায়ুন। বেশ। সৈনিক ডেকে তোমায় অসম্মান করতে আমি চাইনা, রাজপুত। প্রতিজ্ঞাপালনের সুযোগ তোমায় আমি দিলাম।

কুমার। তোমার এই অনুগ্রহের বিষ আমায় আরো ক্ষিপ্ত ক'রে তুলেছে। প্রতিশোধ—প্রতিশোধ চাই।

হুমায়ুন। প্রতিশোধ যদি চাও—তবে ঘুমন্ত আমায় হত্যা করলে না কেন?

কুমার। মুঘলের মত রাজপুত কখনো গুপ্তহত্যা করে না!

হুমায়ুন। মুঘলও গুপ্তহত্যায় অভ্যস্ত নয়, রাজপুত।

কুমার। বাকচাতুর্য থাক হুমায়ুন। আত্মরক্ষা কর।

অস্ত্র উত্তোলন, হঠাৎ রাখীবন্ধনের সমস্ত সরঞ্জামসহ কর্ণদেবী প্রবেশ করিয়া উভয়ের মাঝখানে দাঁড়াইল

কর্ণদেবী। ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও তোমরা।

হুমায়ুন। একি বহিন!

অস্ত্র নমিত করিল

কুমার। মহারাণী!

অস্ত্র নমিত করিল

কর্ণদেবী। আজ ঝুলনপূর্ণিমা। পবিত্র রাখী বন্ধনের শুভতম লগ্ন। তাই মেবার থেকে ছুটে এসেছি আমার ধর্ম ভাই হুমায়ুনের হাতে এই রাঙ্গারাখী বেঁধে দিতে। কিন্তু একি তোমাদের সর্বনাশা আচরণ!—হুমায়ুন।

হুমায়ুন। আমি অস্ত্র কোষবদ্ধ করছি, বোন!

কর্ণদেবী। কুমার সিংহ!

কুমার ! না দেবী। পিতৃহন্তা হুমায়ুনের রক্তদর্শন না করে অস্ত্র কোষবদ্ধ ক'রবার অধিকার আমার নেই।

কর্ণদেবী। হুমায়ুন তোমার পিতৃহন্তা—এ মিথ্যা সংবাদ তোমায় কে দিলে, কুমার।

কুমার। হুমায়ুনের চালিত সৈন্যবাহিনীর জনৈক সৈনিক পেছন থেকে গুলি ক'রে আমার পিতাকে হত্যা করেছে।

হুমায়ুন। তার জন্য কি আমি দায়ী ?

কুমার। নিশ্চয়।

কর্ণদেবী। না। যুদ্ধের সঙ্গে যুদ্ধনীতিরও পরিবর্তন হয়, কুমারসিংহ। সম্মুখ অসিযুদ্ধের দিন অতিবাহিত প্রায়। এখন এসেছে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের দিন। সুতরাং ও নিয়ে আর দুঃখ করে লাভ নেই, কুমারসিংহ।

হুমায়ুন। তবু আমারই চালিত সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে তুমি তোমার পিতাকে হারিয়েছ। এর জন্য আমি দুঃখিত কুমারসিংহ! আমায় তুমি ক্ষমা কর, বন্ধু।

কুমার। বন্ধু ! রাজপুত মুঘলের বন্ধু ! না—না, অসম্ভব—অসম্ভব। তোমাদের কোন কথা আমি শুনবো না। হত্যা—হত্যা।

অস্ত্র উত্তোলন

কর্ণদেবী। কুমার। মেবারের মহারাণী আমি। তোমায় অনুরোধ করছি হুমায়ুনকে তুমি ক্ষমা কর। যে তোমার মেবারকে তার পূর্ণ স্বাধীনতার সসম্মানে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে—সেই মহান বাবরশা'র পুত্রকে তুমি ভালবাস রাজপুত।

কুমার। হ'তে পারে—মহান বাবরশাহ্—পরিচয় পেয়েছি হুমায়ুনের উদার অন্তরের—কিন্তু মহারাণি, পিতার নামে যে শপথ ক'রেছি—কিছুতেই আমি তা' ভঙ্গ করতে পারি না। অস্ত্র ধর হুমায়ুন, আমি তোমায় হত্যা করবো।

কর্ণদেবী। অসম্ভব। বোনের সামনে ভাইকে কখনো হত্যা করা যায় না, রাজপুত। হুমায়ুনের বুকে আঘাত হানবার আগে আমার বুকেই অস্ত্রাঘাত কর, কুমার।

কুমার। মহারাণি।

হুমায়ুন। বোন।

কর্ণদেবী। আমি রাজপুতের মেয়ে। আত্মবলি দিতে আমি জানি।

কুমার। কিন্তু একটা মুসলমানের জন্য আপনি কেন জীবন দিতে চান, মহারাণি।

কর্ণদেবী। এখানে হিন্দু-মুসলমানের কোন প্রশ্ন নেই, কুমারসিংহ। এখানে রয়েছে শুধু একটা পরিচয় হুমায়ুন—কর্ণদেবী, বিশ্বতরুর এক বৃন্তে দুই ফুল—ভ্রাতা ও ভগ্নী।

কুমার। মহারাণি।

কর্ণদেবী। এই রাখীবন্ধনই হোক তার সত্যিকারের পরিচয়।

হুমায়ুনের হাতে রাখী বাঁধিয়া দিল। গীতকণ্ঠে বিক্রমজিৎ
ও পশ্চাতে বাবর শাহের প্রবেশ

বিক্রম। গীত

এ রাখীর মান রাখিস তোরা হিন্দু-মুসলমান।
ভায়ে ভায়ে প্রেম বিলায়ে গা' মিলনের গান॥
রাখীর রঙ্গে রাঙ্গুক ধরা,
হোক পরিচয় 'মানুষ মোরা'
জগৎ জুড়ে থাকুক জেগে আমরা একই মায়ের প্রাণ
ঝুলনরাতের পূর্ণিমায়
শুভ্র চাঁদের আলোক ধারায়,
মনের কালী সব ধুয়ে যাক্, হোক বিবাদের অবসান,

বিক্রম। মা।

কর্ণদেবী। বাবা।

বিক্রম। বাদশাজাদা আমার মামা—না?

কর্ণদেবী। হ্যাঁ বিক্রম।

বিক্রম। ( কুমারকে ) উনি আমার কে?

কর্ণদেবী। উনিও তোমার মামা।

বিক্রম। তোমরা দু'জনেই যখন আমার মামা—তখন তোমরা নিজেরা কি হ'লে—বলতো?

হুমায়ুন। কেন—ভাই।

বিক্রম। তাই যদি—তবে দূরে কেন? ভাই থাকবে ভাইয়ের বুকে। তাই না, মা?

কুমার। ভাই। হুমায়ুন আমার ভাই। হুঃ।

সক্রোধে গমনোদ্যত—বাধা দিল বাবর

বাবর। দাঁড়াও যুবক। আমি যদি তোমায় বন্দী করি?

কুমারসিংহ অন্যদিকে তাকাইয়া বিরক্তভাবে দাঁড়াইয়াছিল

বাবর। উত্তর দাও রাজপুত।

কুমার। আপনার সঙ্গে আমার কোন কথা নেই, বাবরশাহ।

বাবর। কিন্তু আমি যদি তোমায় বন্দী ক'রে হত্যার আদেশ দিই?

কুমার। তাহ'লে পুত্র আপনার রক্ষা পাবে আমার ক্রোধাগ্নি হ'তে।

বাবর। মৃত্যুভয়ে তুমি ভীত নও যুবক?

কুমার। ভয়ই যদি থাকবে—তাহ'লে আর স্বেচ্ছায় মরণের মুখে এগিয়ে আসি?

বাবর। হুঃ। কিন্তু কি করে তুমি হারেমে ঢুকলে?

কুমার। আমি বলবো না।

বাবর। ( উত্তেজিত ) যুবক।

কুমার। আমি মাথা দেব—তবু মুখ খুলবো না!

বাবর। হুঃ! হুমায়ুন। কি করতে চাও—এই আততায়ীকে নিয়ে?

হুমায়ুন। শত্রু হ'লেও আমার ভগ্নী কর্ণদেবী ওকে ভাই বলে স্বীকার করেছেন—তাই শাস্তি বা বন্ধন ওর প্রাপ্য নয়—ওর প্রাপ্য—মুক্তি।

বাবর। ওকে মুক্তি দিলে তোমার চরম ক্ষতি হ'তে পারে।

হুমায়ুন। সেই ক্ষতিকে প্রতিহত করবার মত ক্ষমতা আপনার পুত্র রাখে, পিতা। বিপদের আশংকায় মূষিক হত্যা ক'রে, হুমায়ুন হস্ত কলুষিত করতে পারে না।

বাবর। যাও, নওজোয়ান, তোমার উপর পীড়ন ক'রে আমি শক্তির প্রতিষ্ঠা করতে চাইনা। যদি তুমি তোমার ভুল বুঝতে না পার—যদি তুমি হুমায়ুনকে ভালবাসতে না পার, তবে যাও—শক্তিসংগ্রহ ক'রে প্রতিশোধ নেবার আয়োজন করগে।

[ প্রস্থান

হুমায়ুন। শোন কুমারসিংহ, আমার রক্তদর্শন করতে হলে তুমি একা পারবে না—পার যদি সসৈন্যে এগিয়ে এসো একা হুমায়ুনের বিরুদ্ধে।

[ প্রস্থান

কর্ণদেবী। এ কথাটাও মনে রেখ কুমারসিংহ—শত্রুকে মুঠোর ভেতর পেয়েও যে মুসলমান সসম্মানে তাকে ছেড়ে দেয়—সে মুসলমান শত্রু নয়—মিত্র, মানুষ নয়—দেবতা।

[ প্রস্থান

বিক্রম। আর যে রাজপুত এমন মহান মানবের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার না ক'রে তার বুকে আঘাত হানতে চায়—সে শুধু অমানুষ নয়—সে রাজপুত কুলের কলংক।

[ প্রস্থান

কুমার। মহত্ব! ঐ মহত্বের তীব্র দহনেই আমার অন্তরটা জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছে। কৃতজ্ঞতা! হ্যাঁ হ্যাঁ কৃতজ্ঞতাই তাদের আমি জানাতাম—যদি তারা আমায় হত্যা করতো।....কিন্তু যতক্ষণ আমি বেঁচে আছি—ততক্ষণ কৃতজ্ঞতা নয়—ভালবাসা নয়—শুধু প্রতিশোধ—প্রতিশোধ!

[ প্রস্থান

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য

বনমধ্যস্থ ভগ্ন অট্টালিকা

মামুদ ও শের খাঁর প্রবেশ

শের। বলুন শাহাজাদা, আমায় কেন গভীর বনের ভেতর এই ভগ্নপ্রাসাদে ডেকে পাঠিয়েছেন? বলুন, বেশীক্ষণ আর আমি অপেক্ষা করতে পারবো না।

মামুদ। কেন—বলুন তো?

শের। গুরুতর রাজকার্য রয়েছে।

মামুদ। রাজকার্য—না গোলামী?

শের। আপনার কথা ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না।

মামুদ। হায় শক্তিমান শের খাঁ। ইচ্ছা করে অবোধ সেজে নিজেকে পঙ্গু করে রাখায় কি লাভ বলতে পারেন?

শের। কি বলতে চান, প্রাঞ্জল ভাষায় বলুন।

মামুদ। মহামান্য শের খাঁ! ঘুমন্তকে জাগানো যায়—কিন্তু যে জেগে ঘুমায় তাকে জাগানো সম্ভব নয়।

শের। শাহাজাদা!

মামুদ। আশ্চর্য হচ্ছি এই ভেবে যে আফগান-পাঠান শক্তি একদিন সগৌরবে ভারত শাসন করতো, যার পদচুম্বন করে মুঘল নিজেকে ধন্য মনে করতো—কি করে সেই পাঠান হয়ে আপনি মহাশক্তিধর শের-খাঁ মুঘল বাবরের পায়ে কুর্ণিশ জানাচ্ছেন?

শের। এ কিন্তু রাজদ্রোহিতা।

মামুদ। রাজদ্রোহিতা! ওগো রাজভক্ত গোলাম বাহাদুর শের খাঁ. ইচ্ছা করলে আপনি আমাকে বন্দী করতে পাবেন—কোতলও করতে পারেন। কিন্তু একথা জেনে রাখবেন—মৌথ এসে আমাকে গ্রাস করবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আমি তারস্বরে ঘোষণা করে যাবো, শেরখাঁ পাঠানের কলংক—পিতার কুপুত্র—জাতির অভিশাপ।

শের। হুঃ! আশা করি, আপনার বক্তব্য শেষ হয়েছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে পারি কি সর্বহারা শাহাজাদা, কি শক্তি আছে আপনার মুঘলের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার?

মামুদ। শক্তি আছে আমার অন্তরে—শক্তি আছে প্রত্যেকটী পাঠানের অন্তরে—শক্তি আছে সমস্ত পাঠানের সংঘবদ্ধ ঐক্যতে।

শের। ছিন্ন ভিন্ন পাঠানশক্তি আর কি জাগবে, শাহাজাদা?

মামুদ। জাগবে—জাগবে—পাঠানসর্দার। সারা ভারত আমি ঘুরে বেড়িয়েছি—প্রত্যেকটী পাঠানের ভেতর দেখছি ধূমায়িত বিপ্লবের বহ্নি। মুঘল সাম্রাজ্য উৎখাতের জন্য একটা অদম্য স্পৃহা সমস্ত পাঠান জাতকে নিয়ত অংকুশাঘাত করছে। আপনি আসুন—আসুন আপনি শক্তিমান পুরুষ—গ্রহণ করুন আমাদের সর্বদলীয় নেতার ভার—চালিত করুন আমাদের সংগ্রামের পথে—ফিরিয়ে আনুন পাঠানের লুপ্ত গৌরব।

সোফিয়ার প্রবেশ

সোফিয়া। জাগো—জাগো পাঠান। দাসত্বের শৃঙ্খল পরে মোহ-সুপ্তিতে মগ্ন থেকে আর কতকাল মেষের মত অতিবাহিত করবে? ওঠো—জাগো—বিশ্বধ্বংসী দাবানলের মত জলে উঠে মুঘল সাম্রাজ্যকে জালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে, প্রতিষ্ঠা কর পাঠান সাম্রাজ্য।

শের। তুমি কে মা?

সোফিয়া। আমি! চমৎকার—চমৎকার খোদা তোমার অপূর্ব লীলা! পাঠান আজ আমাকে জিজ্ঞাসা করছে—আমি কে? আকাশ, বজ্রনাদে উত্তর দাও—আমি কে? প্রকৃতি, প্রলয়ংকর ঝটিকার সৃষ্টি করে উত্তর দাও—আমি কে? ওগো সর্বংসহা ধরিত্রী ভূমিকম্পের প্রবল আলোড়নে বিশ্বকে সচেতন করে উত্তর দাও—আমি কে? শুনবে—শুনবে পাঠান সরদার আমার পরিচয়? পারবে কি সে পরিচয়ের জ্বালা সহ্য করতে?

মামুদ। সোফিয়া!

সোফিয়া। তুমি থাম ইব্রাহিম লোদীর অপদার্থ পুত্র।

শের। কে এই উন্মাদিনী, শাহাজাদা?

সোফিয়া। উন্মাদিনী! হাঃ-হাঃ-হাঃ। পাঠান সরদার শের খাঁ, বাবরের উচ্ছিষ্টভোজী চুনার দুর্গাধিপতি, উদীয়মান গরীয়ান সূর্যকেই দেখে এসেছ—কিন্তু দেখেছ কি সেই প্রদীপ্ত ভাস্করকে তুচ্ছ হতে তুচ্ছতম রাহুর গ্রাসে ডুবে যেতে? দেখেছ কি পাণিপথের রক্তাক্ত আকাশে পাঠান গৌরব-সূর্য কি ভাবে চির অস্তাচলে ডুবে গেছে? দেখেছ কি সেই ভূমি লুণ্ঠিত পাঠান সম্রাট ইব্রাহিম লোদীর ছিন্নশির?

শের। (উত্তেজিত) কে—কে তুমি?

সোফিয়া। আমি! আমি সেই পাঠান সম্রাট ইব্রাহিম লোদীর হতভাগিনী কন্যা।

শের। শাহাজাদী!

সোফিয়া। চুপ! পাণিপথেই শাহাজাদীর মৃত্যু হয়েছে। আজ যা দেখছ—এ তার প্রেতাত্মা—প্রতিহিংসালোলুপা একটা রক্তপিপাসু রাক্ষসী। রক্ত—রক্ত চাই। আমার এই বুকে বড় তৃষ্ণা। মুঘলের রক্ত—মুঘলের রক্ত চাই পাঠান—সর্বগ্রাসী তৃষ্ণা নিবারণের জন্য বাবর-হুমায়ুনের রক্ত চাই। [ প্রস্থান

মামুদ। সোফিয়া! সোফিয়া! প্রতিহিংসার তাড়নায় ও উন্মাদ হয়ে গেছে।

শের। তার জন্য তো আমরাই দায়ী শাহাজাদা। পুরুষ যেখানে অন্যায়ের প্রতিবাদ না করে—নিশ্চেষ্ট হয়ে গৃহকোণে বসে থাকে—সেখানে নারীর পক্ষে উন্মাদ হওয়া তো আশ্চর্যের কথা নয়, শাহাজাদা।

মামুদ। নিশ্চেষ্ট আমরা নই দোস্ত। প্রতিশোধ নেবার জন্যই আমাদের এই আয়োজন। শুধু যদি আপনি আমাদের—

শের। তা হয় না ভাই। শের খাঁ কখনো নেমকহারামি করবে না। বাবরের আমি নিমক খেয়েছি—যতদিন বাবর ভারতের সিংহাসনে থাকবে—ততদিন তার বিরুদ্ধে কোন বিদ্রোহে আমি যোগ দিতে পারি না। বরং কোন বিদ্রোহের সংবাদ পেলে আমি তা কঠোর হস্তে দমন করবো।

মামুদ। শের খাঁ!

শের। বিদ্রোহের অপরাধে আপনাকেও বন্দী করতাম—শুধু দোস্ত বলে ডেকেছেন—পাঠান বলে সরল বিশ্বাসে মনের কথা খুলে বলেছেন—তাই বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে আপনাকে আমি চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিলাম। সতর্ক হোন। গমনোদ্যত

মামুদ। দাঁড়ান। আপনাকে যদি আমি বন্দী করি?

শের। কি সাধ্য? শের খাঁকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বন্দী করতে পারে—এমন সাধ্য পৃথিবীতে কারো নেই। [ প্রস্থান

মামুদ। তুমি! তুমিই পারবে শের খাঁ—পাঠানের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনতে। আজ হোক—কাল হোক—বিপ্লবের এই রঙ্গভূমিতে তোমাকে নেবে আসতেই হবে, শের খাঁ। সূর্য চিরদিন মেঘাবৃত থাকে না।

[ প্রস্থান

---

## তৃতীয় দৃশ্য

দিল্লীর রাজপথ

সোফিয়া ও গফুর খাঁনের প্রবেশ .

সোফিয়া। এইখানেই অপেক্ষা কর গফুর খাঁন। পাঠানের মহাশত্রু বাবরশাহ্ এই পথেই বেরুবেন—নগর পরিদর্শনে। আসবার লগ্নও সমাগত। খুব সাবধান—খুব সতর্ক থেকো। সুযোগ পেলেই ঐ লুক্কায়িত খঞ্জর বাবরশাহের বুকে আমূলে বিঁধিয়ে দিও। আমি রইলাম তোমার প্রহরায়।

গমনোদ্যত

গফুর। কিন্তু সোফিয়া—

সোফিয়া। ভয় কি পাঠান। মনে যদি বিন্দুমাত্র দুর্বলতা আসে—

তবে স্মরণ করো পাণিপথের যুদ্ধক্ষেত্রে ইব্রাহিম লোদীর রক্তমাখা কবন্ধের কথা। স্মরণ করো—তোমার মানসী প্রিয়া এই পিতৃহারা—পথের ভিখারিণী সোফিয়ার কথা।

[ প্রস্থান

গফুর। চলে গেলি পাষাণি! সোফিয়া তুমি কি মানবী না রাক্ষসী? না—না, তুমি সুন্দর—অতি সুন্দর।—গফুরের অন্ধকার জীবনে উজ্জ্বল দীপশিখা।—কে?

ছদ্মবেশী বাবরের প্রবেশ

বাবর। কে তুমি যুবক? দেখে মনে হ'চ্ছে দিল্লীতে তুমি সদ্যাগত। কি তোমার নাম—কোথায় তোমার বাস?

গফুর। বহু দূর দেশে বাস। নাম গফুর খাঁন।

বাবর। গফুর খাঁন! তুমি—

গফুর। পাঠান।

বাবর। পাঠান—দিল্লীতে?

গফুর। এসেছি ভাগ্যান্বেষণে। দরিদ্রের পুত্র আমি—একটু বিরাট লাভের আশায় ছুটে এসেছি—সুদূর এই রাজধানী দিল্লীতে।

বাবর। বাণিজ্য করতে?

গফুর। হ্যাঁ—তা একপ্রকার বাণিজ্য বৈকি! তবে কি জানেন—দিল্লীর পথঘাট আমার সম্পূর্ণ অজানা—। তার উপর শুনেছি মুঘল সম্রাটও নাকি পাঠানের উপর তেমন তুষ্ট নন—তাই ভয়ে ভয়ে এসেছি।

বাবর। মুঘল সম্রাট পাঠানের উপর তুষ্ট নন—কে বল্লে এ কথা?

গফুর। বলেনি অবশ্য কেউ। তবে জানেনই তো—পাঠানের হাত থেকে রাজ্যটা তিনি কেড়ে নিয়েছেন। পাঠানরা হয়তো ক্ষেপে আছে। —এমতাবস্থায় পাঠানবিদ্বেষ থাকা তার তো অশোভন নয়।

বাবর। সত্যি কথা বলতে কি খাঁসাহেব—পাঠানের হাত থেকে রাজ্যটা কেড়ে নেওয়া—বাবরশাহের বিশেষ উচিত হয়নি—কি বল?

গফুর। সে তো নিশ্চয়ই—না—না—মানে শক্তিমানেরই তো দুনিয়া। এতে আর দোষটা কি বলুন?

বাবর। তাই নাকি! তুমি তাহ'লে সম্রাটকে বেশ ভালবাস—না?

গফুর। নিশ্চয়। তাঁকে দেখবার জন্য আমার প্রাণটা ছট্ ফট্ করছে।

নেপথ্যে—"হাতী—হাতী—পাগলা হাতী। সামাল—সামাল।"

বাবর ও গফুর। পাগলা হাতী!

নেপথ্যে "এই সর—সর—পালা—পালা। হায়! হায়! সর্বনাশ হলো। বাচ্চাটা হাতীর সামনে পড়ে গেল।"

বাবর। তাইতো। বাচ্চাটা পথের মাঝে—ঝড়ের মত ছুটে আসছে পাগলা হাতী। ভয় নাই—ভয় নাই।

ছুটিয়া গেল

গফুর। সাহেব—যাবেন না—যাবেন না। ওবে সাক্ষাৎ মৃত্যু। ( নেপথ্যে আর্তনাদ ) ঐ যা! শিশুটার সঙ্গে লোকটাও মারা পড়লো। না—না—খুব বেঁচে গেছে। উঃ কি সাহস।

শিশুসন্তান ক্রোড়ে বাবর ও জনৈক মহিলার প্রবেশ

বাবর। ধর মা তোমার পুত্রকে। খোদাতালার ইচ্ছায় শিশু তোমার অক্ষতই আছে।

কোলে তুলিয়া দিল

মহিলা। তুমি দেবতা—তুমি দেবতা—

ক্রন্দন

বাবর। একি চোখে জল। না—না—কেঁদ না। ভয় কি? পুত্র তোমার কোন আঘাত পায়নি।

মহিলা। সে জন্ত আমি কাঁদিনি, বাবা। একটা কুকুর শেয়ালের বাচ্চা মলেই কি আর বাঁচলেই কি? কিন্তু আমি ভাবছি তোমার কথা! তোমার মত একটা মহাপ্রাণ সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখে—

বাবর। পুত্রকে অপরাধী করোনা, মা। আমি এমন আর কি করেছি। মানুষ হয়ে মানুষকে রক্ষা করাইতো মানুষের কর্তব্য।

মহিলা। কিন্তু এমন মানুষতো আর দুটী দেখলাম না, বাবা। হাজার হাজার লোক দাঁড়িয়ে দেখলো—কই কেউতো এগিয়ে এলোনা শিশুর জীবন রক্ষা করতে। এই যে একটি নওজোয়ান, সেও তো ছিল। কই—অমন করে মরণের মুখে সে তো এগিয়ে গেলোনা।

গফুর মাথা নত করিল

বাবর। সবার সাহস সমান নয় মা। তাই একের দৃষ্টান্তে অপরের প্রতি অবিচার করা ঠিক নয়। যাও—গৃহে যাও।

মহিলা। যাচ্ছি। কিন্তু যাবার আগে আশীর্বাদ করে যাচ্ছি, বাবরের পরিবর্তে তুমিই ভারতের সম্রাট হও!

[ প্রস্থান

বাবর। সবই তোমার ইচ্ছা খোদা!

গফুর। সত্যি! অপূর্ব আপনার মানব প্রীতি। আর একটু সময়ের ব্যতিক্রম হলে, আপনাকেই ঐ হাতীর পায়ের তলায় পিষ্ট হ'তে হতো।

হুমায়ুনের প্রবেশ

হুমায়ুন। এ আপনার দুঃসাহস পিতা।

বাবর। দুঃসাহস!

হুমায়ুন। নিশ্চয়! ভারতের সম্রাট আপনি—এ ভাবে—

গফুর। ভারত সম্রাট! কে ভারত সম্রাট?

হুমায়ুন। ( বাবরকে দেখাইয়া ) তোমার সম্মুখে।

গফুর। আপনি, আপনি সেই পাঠান শত্রু বাবরশাহ্।

বাবর। পাঠানের শত্রু কিনা জানি না—তবে আমিই বাবরশাহ্।

গফুর। আপনিই বাবরশাহ্। এত মহৎ—এত বিশ্বপ্রেমিক! ঃ খোদা! আমি কি করি! আমি কি করি!

হুমায়ুন। ওকি যুবক! অমন চঞ্চল হয়ে উঠলে যে?

গফুর। চঞ্চল! ( ম্লান হাসি জানেন শাহাজাদা, আমি কে?

হুমায়ুন। কে?

গফুর। পাঠান! গুপ্তঘাতক!

বাবর ও হুমায়ুন। গুপ্তঘাতক!

গফুর। হ্যাঁ গুপ্তঘাতক। এই দেখ—তীক্ষ্ণধার খঞ্জর। ( খঞ্জর বাহির করিয়া ) প্রতিজ্ঞা ছিল—এই খঞ্জরে বাবরশাহের জীবন হনন করা।

বাবর। পাঠান।

গফুর। তাই ছিলাম সুযোগের সন্ধানে।

হুমায়ুন। শয়তান।

বাবর। না হুমায়ুন—মানুষ। আমি যদি পাঠান হতাম, তবে, এমনি মনোবৃত্তি আমার হওয়াও স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু যুবক, এখন কি করবে? আমায় হত্যা করবে?

গফুর। না শাহনশাহ। অমন উদার মহান বুকে একটা ফুলের আঘাত করাও আমার দ্বারা আর চলবে না।

বাবর। যুবক।

গফুর। এই আমি খঞ্জর পরিত্যাগ করলাম, জনাব। যদৃচ্ছা শাস্তি দিয়ে আপনার রাজধর্ম রক্ষা করুন।

হুমায়ুন। শাস্তি দিন পিতা, ওকে আজীবন কারারুদ্ধ করে রাখুন।

বাবর। হ্যাঁ হ্যাঁ, আজীবন কারারুদ্ধ করেই রাখবো তোমায় পাঠান শত্রু। তবে সে লৌহ কারাগারে নয় আমার এই বক্ষ কারাগারে।

আলিঙ্গন

গফুর। সম্রাট—মহান সম্রাট।

হুমায়ুন। যাও যুবক, পাঠানের মাঝখানে ফিরে যাও, তাদিগে বুঝিয়ে বলো—মুঘল পাঠানের শত্রু নয়, সে সবার মিত্র। পানিপথের নির্মম হত্যার কথা তাদের ভুলে যেতে বলো। তাদের তুমি স্মরণ করিয়ে দিও, অত্যাচারী শাসকের হাত থেকে দেশমাতৃকার উদ্ধারের জন্য তারাই ডেকে এনেছিল, কর্মবীর এই বাবরশাহকে, তারাই করেছে সৃষ্টি ঐ পানিপথ, তারাই দিয়েছে বলি সম্রাট ইব্রাহিম লোদীকে।

বাবর। যদি ইচ্ছা কর, আজ থেকে তুমি আমার দেহরক্ষা হ'য়ে মুঘলের সঙ্গেই থাকতে পার।

গফুর। আমি ধন্য—আমি কৃতার্থ। আজ থেকে আমি বাবরশাহের অনুগত দাস।

সকলের প্রস্থান। ক্ষণপরে প্রবেশ করিল সোফিয়া

সোফিয়া। গলে গেলে—গলে গেলে গফুর খাঁন, মুঘলের মহত্বে তুমি এত শীঘ্র গলে গেলে। উঃ। আমার সমস্ত উদ্যম—সমস্ত প্রচেষ্টা এমনি করে ব্যর্থ করে দিলে—তুচ্ছ আদর্শের পূজায়। না—না, আমি তা হতে দেব না—আমি তা হতে দেব না। যেমন করে পারি—মায়াবী মুঘলের হাত থেকে তোমাকে আমি ছিনিয়ে আনবোই—আনবো।

গীতকণ্ঠে ফকিরের প্রবেশ

ফকির। গীত

ব্যর্থ হবে সাধনা তোমার
ঝরে যাবে আশা দল।
কাঁদিতে হইবে জীবন ভরে
সার হবে আঁখিজল॥
কালের গতি ফিরবে না হায়,
মিছে কেন ঘোর আশার নেশায়,
পরিণাম যার ব্যর্থতা শুধু
তারে চেয়ে কিবা ফল॥

[ প্রস্থান

সোফিয়া। কারো কথা আমি শুনব না, ফকির সাহেব। ঝঞ্ঝার মত ছুটে চলবো আমি আমার কর্তব্য সম্পাদনের নেশায়। ব্যর্থতা যদি আসে—তবু আমি কাঁদবোনা—আমার কর্মের জন্য অনুতাপ করবো না—আমার দুর্বার গতিকে আমি রুদ্ধ হ'তে দেব না।

[ প্রস্থান

---

## চতুর্থ দৃশ্য

### সতীসিংহের বাড়ী

রাবণের ভূমিকা আবৃত্তি করিতে করিতে প্রবেশ করিল সতীসিংহ

সতী। জীবনের প্রথম যেদিন
দেখিলাম জানকীরে তপস্বিনী বেশে
পঞ্চবটি বটে,—সেইদিনই হইল স্মরণ
লক্ষ্মীছাড়া হ'য়ে আছি লংকার প্রাসাদে।
বিজলী চমকে যেন পড়ে গেল মনে
কেবা আমি কোথা হ'তে এসেছি হেথায়।
বৈকুণ্ঠের নিত্যদাস—নিত্যলীলা রসে
প্রবঞ্চিত কেবা আমি রাক্ষস ধরাতে,
মুক্তি চাই—মুক্তি চাই আমি।
মুক্তি হেতু হরিলাম শ্রীরামের সীতা—
নহে রাণী রূপ লালসায়।
মুক্তি চাই—মুক্তি চাই—

বেশ করিল কল্যাণী

কল্যাণী। মুক্তি আর চাইতে হবে না। যে ভাবে সামনে শিম আর নাহারের মহড়া চলছে—তাতে চরম মুক্তি পেতে আর দেরী নাই, বুঝে ?

সতী। কি কহিছ, রাণী মন্দোদরী,

বাক্য তব পারিনা বুঝিতে।
সীতা যদি নারী হ'য়ে করে অনাহার,
আমি তো দুর্মদ রাবণ,
আমি কেন ভীত হবো ভয়ে ?

কল্যাণী। রাখ তোমার ঐ সব হ্যাংলোমো। আজ দু'দিন ঘরে উনুন জ্বলেনি। ক্ষুধার জ্বালায় দীপক আমার ছটফট করছে। সারাদিন বাছা আমার শুধু মুখের দিকে তাকিয়ে টপটপ করে চোখের জল ফেলছে। আর আমি কত সহ্য করি বলতো ?

সতী। সেকি !
কিছু কি দাওনি দীপকে
উদর পূরণ তরে সম্মুখে ধরিয়া ?

কল্যাণী। দিয়েছি বৈকি। জল—জল—আঁজলা ভরা পরিস্কার জল।

সতী। নিষ্ঠুর প্রকৃতি !
শিল্পচ্যুত করিতে সন্তানে
পেতেছিস্ মায়াঘেরা ফাঁদ ?
ভেবেছিস মনে—
আঁখিজল আর ক্ষুধার তাড়নে
শিল্পসাধনা মোর করি পরিত্যাগ
দাসখৎ লিখে দেব শ্রীচরণে তোর।
অসম্ভব। অসম্ভব রে সর্বগ্রাসী দরিদ্র রাক্ষসি !
বাণীর সেবক আমি নিষ্ঠাবান কর্মী
পরাজয়ের কলংক তিলক কভু পরি নাই।
আজো পড়িব না আমি, অটুট সংকল্প।

কল্যাণী। তোমার অটুট সংকল্প নিয়ে তুমি সুখে থাক, কিন্তু একথা

ঠিক জেনো রেখো যে, তোমার এই অভিনয় সাধনার পুরস্কার হবে, তোমার অনাহার, পত্নীর আত্মহত্যা, দীপকের অকাল মৃত্যু।

সতী। 　　তাই বলে বল কি সুন্দরি,
　　বাণীর সাধনা এই অভিনয় কলা
　　বিসর্জিয়া পূজা দিব লক্ষ্মীর পেচকে?
　　কভু নহে—কভু তাহা করিতে নারিব।
　　চন্দ্র-সদাগর সম একনিষ্ঠ আমি
　　পূজা নাহি দেব কভু লক্ষ্মীর পেচকে।

হরিসিংহের প্রবেশ

হরি। তেরে কেটে তাক্ ধিনা—শুনছ বউদি, কেমন চমৎকার বোলটি। ও! মিঞা আলী আতারকে কত সাধ্যি সাধনা ক'রে তবে বোলটি পেয়েছি। একি! তোমরা সব এমন গুমরো মুখে বসে আছ কেন বলতো? যাক্ বোলটা একটু তবলে উঠিয়েই নেই। দীপক, ওরে দীপক তবলবাঁয়াটা নিয়ে আয়তো দেখি।

কল্যাণী। কে আনবে? দীপক! ক্ষুধার জালায় শুধু জল খেয়ে বিছানায় পড়ে আছে, বুঝলে?

হরি। যঁ্যা! বল কি বউদি! তবে তো বড়ই মুস্কিলের কথা! দীপকটা না খেয়ে আছে। না—আমি নিজে গিয়েই নিয়ে আসছি।

গমনোদ্যত—এদিকে সতীসিংহ একমনে গুন গুন করিয়া পাঠ পড়িতেছে

কল্যাণী। দাঁড়াও। তবল নেই।

হরি। নেই?

কল্যাণী। না। কাল বিকেলে ওটা বিক্রী ক'রে—

হরি। কি তবল বিক্রী করেছ?

কল্যাণী। না। তবল কি কেউ কিনতে চায়। বিক্রী করতে পাঠিয়েছিলাম অবশ্য—কিন্তু বিক্রী হলো না।

হরি। ( সানন্দে ) যাক্—তবু রক্ষে বল।

কল্যাণী। রক্ষে আর হল কৈ? দীপক না খেয়ে নেতিয়ে পড়ছিল তাই উপায়ান্তর না দেখে তোমার দাদার নাটকের বইগুলো ওজন দরে বিক্রী করে—

সতী। কি নাটকের বই তুমি
করিয়াছ বিক্রী?

কল্যাণী। বিক্রী করে কিছু ক্ষুদ কিনে আনি।

সতী। কি সর্বনাশ!

মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল

হরি। খুব ভাল কাজ করেছ বউদি। ঐ সব বাজে কতগুলো আবর্জনা ঘরে না রেখে খুব সৎকাজ করেছ।

সতী সৎকাজ! কি বলিস ওরে অর্বাচীন।
ওরে ওযে নহে শুধু কাগজ আর কালি,
ওযে মোর জীবনের প্রতি বিন্দু রক্ত।
হায় রে রাক্ষসি! এত ক্ষুধা তোর!

হরি। থাম—থাম, আর বক্তিমে করতে হবে না। ( উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া ) এতো আর শ্রীশ্রীতবলা নয়—কতকগুলো বাজে কাগজ মাত্র। ওতে না আসে দু'টো পয়সা—না পাওয়া যায়—একটু সম্মান। দূর! দূর! যত সব রাবিশ।

সতী। স্তব্ধ হ'—স্তব্ধ হ'য়ে ঘৃণ্য বাক্যকর।
পুত্রশোকে বক্ষ মোর দীর্ণ হ'য়ে যায়
তুই হেথা কহিস কুবাক্য।

হানি শেল হৃদয় পঞ্জরে—
হাস তুমি দন্ত বিকশিয়া।
ধিক্—ধিক্ তোরে নিষ্ঠুর নিষাদ।
ওঃ মা। জননী—বাগ্দেবী মোর।

কপালে করাঘাত

হরি। বেশ করেছ বউদি। "গদি—ঘেনে ধা"—দাদাকে মানুষ করতে হলে তোমাকে এমনি শক্ত হতে হবে বুঝলে। যাক্ আমি খুব খুশী হয়েছি, বেচনি বলে।

কল্যাণী। বেচিনি বটে—তবে কাঠের পয়সা যখন জুটলো না, তখন—

হরি। তখন ?.

কল্যাণী। ঐ তবলাটাকে চ্যালা করে উনুনে আঁচ দিয়েছি।

হরি। বল কি বউদি। একেবারে ক্রিনতা—ক্রিনতা—ধা—চ্যালা করে আগুন। তুমি কি সর্বনেশে মেয়েমানুষ বলতো। অমন কাল চকচকে তবলাটাকে একেবারে কুড়োল মেরে দুফাঁক। হায়! হায়! এর চেয়ে আমার মাথায় কুড়োল মারলে না কেন, বউদি।

সতী। থাম—থাম। কি হেতু চেঁচাস ?
তবলা গিয়াছে আঁচে—গিয়াছে আপদ।
এবার হইতে দেখ—পাস কিনা
কোনরূপে মানুষ হইতে।

হরি। কি! তেরে কেটে তাক। তবলাকে তুমি আপদ বলছ, দাদা! সূক্ষ্ম শিল্পকলার মর্ম তুমি কি বুঝবে—বিটলে বহুরূপী কোথাকার।

কল্যাণী। যাক—যাক খুব হয়েছে। ঐ শোন তোমাদের শিল্পকলার কেমন উজ্জ্বল জয়ধ্বনি !

গীতকণ্ঠে দীপকের প্রবেশ

দীপক। গীত

আরতো সহে না, ক্ষুধার যাতনা
খেতে দাও—খেতে দাও।
কত আর বল কাঁদিব বিধাতা
কত দুঃখ দিতে চাও ॥
আঁখির পাতায় নামিছে আঁধার
দিবস রজনী সব একাকার।
এর চেয়ে ভাল ওগো ও মরণ
কোলে নাও—কোলে নাও ॥
কাঙালের ঠাকুর সকলেই কয়,
জীবের জনক তুমি দয়াময়,
বল গো আমারে তনয়ে কাঁদায়ে
কত সুখ তুমি পাও ?

দীপক। বউদি।

পড়িয়া গেল

কল্যাণী। দীপক। ওরে লক্ষ্মী আমার! কথা ক'—কথা ক'। একি দীপক যে অজ্ঞান হয়ে গেছে! দীপক! দীপক!

হরি। তাইতো ছেলেটা অজ্ঞান হ'য়ে গেল। ( হাওয়া করিতে লাগিল ) বলি ও আমার অভিনেতা দাদা, হা করে দেখছ কি ? যাওনা —জল নিয়ে এস না।

সতী। জল! যাচ্ছি।

[ প্রস্থান

কল্যাণী। দীপক! দীপক! লক্ষ্মী আমার।

হরি। আচ্ছা বউদি, একটা তবলার বোল সাধলে কেমন হয় বল

দেখি। ওস্তাদ বলেছেন—তবলার বোল শুনলে মরা মানুষেরও ঘুম নাকি ভেঙ্গে যায়—আর ওর মূর্চ্ছা ভাঙ্গবে না ?

কল্যাণী। ঠাকুরপো তোমরা মানুষ না পশু ?

জলসহ সতী সিংহের প্রবেশ

সতী। ধর দেবি—আনিয়াছি জল।

জল সিঞ্চন করিলে দীপকের মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল

দীপক। বউদি ! দাদা ?

সকলে। দীপক।

দীপক। আমার কি হ'য়েছিলো ?

কল্যাণী। ক্ষুধার জ্বালায় তুই হঠাৎ মূর্চ্ছা গিয়েছিলি।

দীপক। ক্ষুধা। হ্যাঁ—হ্যাঁ—ক্ষুধা। আমার ক্ষুধা—তোমার ক্ষুধা—দুনিয়ার গরীবের ক্ষুধা। বউদি, এ ক্ষুধার কি অবসান হবে না ? মানুষ কি পেট ভরে খেতে পারে না ? ( কল্যাণী কাঁদিতেছে) একি। তুমি কাঁদছ। না—না বউদি। আমারতো ক্ষুধা পায়নি। মুছে ফেল—চোখের জল মুছে ফেল, বউদি।

কল্যাণী। দেখ—দেখ, তোমরা শিল্পীরা। অতটুকুন ছেলে আজ তার বউদিকে সান্ত্বনা দিতে ক্ষুধা চেপে রেখে বলছে—ওর ক্ষুধা নেই। হায় হতভাগ্যের দল। এমন রত্ন হেলায় হারিয়ে মরীচিকার পেছনে ছুটে চলেছ ?

হরি। না—না—বউদি। দীপককে এভাবে মরতে দেওয়া হবে না। এই আমি চল্লাম। দেখি আমার ধিনতা—ধিনতা টাকা প্রসব করে কি না।

[ প্রস্থান

কল্যাণী। তুমি কিছু করবে না, শক্তিমান নট !

সতী : করিব না! বল কি প্রেয়সি?
হেরে যাবো চ্যালা কাঠ তবলার কাছে।
দেখে নিও নারী তুমি বিচার করিয়া
কেবা হারে কেবা জেতে
অর্থ উপার্জনে।

[ প্রস্থান

দীপক। বউদি।

কল্যাণী। দীপক।

দীপক। দাদাদের উপর তুমি অভিমান করোনা, বউদি। সংসার ধর্মে উদাসীন হলেও—ওরা কিন্তু সত্যিকারের শিল্পী।

কল্যাণী। তা আমি বুঝি রে দীপক। কিন্তু পোড়া পেট যে মানে না। আর দেখি—ভিক্ষে করে কিছু মেলে কিনা?

দীপক। তুমি ভিক্ষে করবে বউদি।

কল্যাণী। ওরে। এ দেশের শিল্পীদের এই যে গৌরব। এরা না খেয়ে গাছতলায়—হাসপাতালে পড়ে মরবে—এদের স্ত্রী-পরিবার দোরে দোরে ভিক্ষে করে বেড়াবে—তারপর একদিন এদের শ্মশানে গড়ে উঠবে স্মৃতির মণি মন্দির।

[ প্রস্থান

## পঞ্চম দৃশ্য

### আগ্রার প্রাসাদ

গফুর ও বাবরের প্রবেশ

বাবর। কি করি? কি করি গফুর? দেশ বিদেশের সমস্ত চিকিৎসকেরা বলে গেল 'আশা নেই'। সত্যই কি আশা নেই? সত্যই কি হুমায়ুন আমার বাঁচবে না?

গফুর। কে বল্লে বাঁচবে না; কয়েকজন চিকিৎসক হেকিম বল্লেই হ'লো। ভারতে এখনো বহু বিজ্ঞ চিকিৎসক আছে।

বাবর। আছে। যাও—যাও গফুর, তাদের নিয়ে এস। রাজ্য-ঐশ্বর্য যা চায়, আমি তাই দেব—শুধু আমার হুমায়ুনকে ওরা বাঁচিয়ে দিক।

গফুর। একজন বিশিষ্ট ভিষক এসেছেন শাহানশাহ্।

বাবর। এসেছেন? যাও যাও—নিয়ে এস।

[ গফুরের প্রস্থান

বাবর। খোদা! বাঁচিয়ে দাও, বাঁচিয়ে দাও আমার হুমায়ুনকে।

হামিদাবানুর প্রবেশ

হামিদা। আব্বা।

বাবর। তুমি আবার এলে কেন মা? যাও—যাও ঘুমিয়ে নেওগে।

হামিদা। ঘুম যে আমার আসে না, পিতা। শুয়েই ছিলাম, হঠাৎ শুনতে পেলাম—কে আমায় ডেকে বলছে—'ওরে হতভাগী, স্বামীকে

একলা ফেলে এসে তুই ঘুমুচ্ছিস্। যা—যা—স্বামীকে আগলে রাখ—সতীর মহাশক্তি দিয়ে মৌথকে হটিয়ে দে'। তাইতো আবার ছুটে এলাম।

বাবর। সাতরাত তুমি ঘুমোওনি মা। পাষাণ প্রতিমার মত স্বামীর মাথা কোলে রেখে দিনের পর দিন—রাতের পর রাত কাটিয়ে এসেছ! মুঘলের লক্ষ্মী তুমি,, এত কষ্ট ঐ কোমল দেহে সইবে কেন মা?

হামিদা। আপনিও তো আমারই মত অনাহারে অনিদ্রায় জেগে রয়েছেন।

বাবর। আমি! তুমিতো জান মা ,আমার এ দেহ লৌহ নির্মিত। কত রাত—কত দিন, হিমের ভিতর—মরুভূমির ভেতর—প্রস্তরময় পর্বতের ভেতর—অনাহারে অনিদ্রায় কেটে গিয়েছে । এ দেহ একটু টলেনি—একটু নুয়ে পড়েনি।

হামিদা। অভ্যাসের ফলে যে শক্তি আপনি আয়ত্ত করেছেন আব্বা, নারী সে শক্তি লাভ করেছে—জন্মের অধিকারে।

বাবর। মা।

হামিদা আমায় আপনি বাঁধা দেবেন না, পিতা। স্বামীর কাছ ছাড়া হ'য়ে আমি এক মুহূর্তও বাঁচতে পারবো না।

বাবর। কিন্তু—

হামিদা। কিন্তু নয় আব্বাজান। আমার স্থির বিশ্বাস যদি আমি মনে প্রাণে সতী হয়ে থাকি—যদি আমি সমস্ত জীবন প্রাণ মুলে খোদার এবাদত করে থাকি, তবে স্থির জেনো আব্বা, যমের এমন সাধ্য নেই যে আমার বুক থেকে আমার স্বামীকে ছিনিয়ে নেয়।

[ প্রস্থান

বাবর। তবে যাও, অমনি সরল বিশ্বাসে খোদাকে ডাকগে মা। দেখি যদি তোর পুণ্যে আমার হুমায়ুনকে আমি ফিরে পাই।

হিণ্ডালের প্রবেশ

হিণ্ডাল। তাই কেমন আছে আব্বা?

দিলদার বেগমের প্রবেশ

দিলদার। দূর হ’। দূর হ’ হতভাগা।

বাবর। বেগম।

দিলদার। তুমি জাননা, স্বামী, তোমার ঐ শয়তান পুত্রটি হুমায়ুনকে দেখতে আসেনি—এসেছে ওর মৃত্যুর কত দেরী তাই জানতে।

হিণ্ডাল। মা!

দিলদার। দূর হ’ দোজকের কীট।

বাবর। তুমি কি বলছ, বেগম। হিণ্ডাল যে তোমার পুত্র।

দিলদার। না-না, পুত্র নয়—কলংক। হিণ্ডাল-কামরানকে গর্ভে ধরেছি সে আমার চরম লজ্জার কথা।

হিণ্ডাল। ওঃ! সপত্নীপুত্রের জন্য দরদ যে উথলে পড়ছে।

দিলদার। না-না, হুমায়ুন আমার সপত্নী পুত্র নয়, হুমায়ুনই আমার সত্যিকারের পুত্র।

[ প্রস্থান

হিণ্ডাল। এই বুদ্ধি নিয়েই তুমি ভারত সম্রাটের মহিষী। অদ্ভুত!

[ প্রস্থান

বাবর। সত্যি কি হিণ্ডাল-কামরান হুমায়ুনের মৃত্যু কামনা করে। খোদা! এ অন্ধকারে আলো দেখাও। এ সংশয়ের অবসান কর। আমার হুমায়ুনকে রোগমুক্ত কর, প্রভু।

কর্ণদেবীর প্রবেশ, হাতের সাজিতে কিছু ফুল

কর্ণদেবী। হুমায়ুন রোগমুক্ত হবেন, শাহানশাহ্।

বাবর। কে? মা! মেবার থেকে দিল্লী!

কর্ণদেবী। ভাইয়ের বিপদে বোন না এসে কি থাকতে পারে বাবা! তাই যখন শুনলাম, ভাই আমার জীবন সংকট ব্যাধিতে আক্রান্ত, তখনই ছুটে গেলাম চিতোরেশ্বরীর মন্দিরে। বুক চিরে রক্ত দিয়ে মাকে ডাকলাম, পূজারিণী তুলে দিল ফুল—দেবতার নির্মাল্য—হুমায়ুনের ব্যাধিনাশক এই দেবীর আশীর্বাদ।

বাবর। হুমায়ুন! হুমায়ুন! ওরে দেখ, মেবার থেকে তোর হিন্দুবোন ছুটে এসেছে, তোকে বাঁচাবার মন্ত্র নিয়ে। যাও মা হুমায়ুনের ঐ কক্ষে। ফিরিয়ে আন আমার বাছাকে তোমার ভক্তি ও বিশ্বাসের আকর্ষণে।

কর্ণদেবী। আপনি হতাশ হবেন না, বাবা। আমার মন বলছে, হুমায়ুনের জীবন নষ্ট হতে পারে না. সে নিশ্চয়ই বেঁচে উঠবে।

বাবর। তোমার কথা সত্য হোক, মা। কিন্তু আমি ভাবছি হিন্দুনারী তুমি—স্বামীহন্তা মুসলমানের পুত্রের প্রতি তোমার এত স্নেহ কি করে সম্ভব হল।

কর্ণদেবী। এযে গৌতম বুদ্ধের দেশ পিতা। এখানকার আকাশে বাতাসে প্রতিটি অনু পরমাণুতে মিশে রয়েছে অহিংসা ও ভালবাসার মন্ত্র। এ দেশের মেয়েরাই একদিন ভালবাসার দ্বারা জয় করেছিলো মৃত্যুপতি যমরাজকে।

বাবর। মা।

কর্ণদেবী। আমরা হিন্দুর মেয়ে—রাজপুতের বউ। প্রয়োজন হলে যেমন হাসতে হাসতে চিতায় পুড়ে মরতে পারি, তেমনি ভালবাসার মর্যাদা রাখতে শত্রুকেও মায়ের মত কোলে তুলে নিতে পারি। [ প্রস্থান

বাবর। খোদা! আমার ডাক না শোন, ঐ হিন্দুমেয়ের আত্মবিশ্বাস তুমি রেখো, প্রভু। আমার হুমায়ুনকে তুমি রক্ষা করো।

কুমারসিংহের প্রবেশ

কুমার। কই—কোথায় হুমায়ুন?

বাবর। কুমার সিংহ।

কুমার। ভয় নাই দিল্লীশ্বর। রুগ্নব্যক্তির উপর রাজপুত কখনো প্রতিশোধ নেয় না।

বাবর। তবে?

কুমার। আমি এসেছি পরম শত্রুর রোগমুক্তির কামনা নিয়ে।

বাবর। তুমি।

কুমার। কেন, বিশ্বাস হলোনা বুঝি। বাবর শাহ্ আমি রাজপুত। মিথ্যাকথা বা খলতার আশ্রয় নিয়ে আমরা শত্রুতা সাধন করিনা।

বাবর। তুমি কি সত্যই আজ হুমায়ুনের কল্যাণ কামনা কর?

কুমার। করি। আমার মত হুমায়ুনের কল্যাণকামী আজ আর কেউ নেই, সম্রাট।

বাবর। কেউ নেই?

কুমার। না। যার যত কামনা—সে তার আত্মতৃপ্তির কামনা—দুর্বল ক্ষণভঙ্গুর। কিন্তু আমার কামনা প্রতিজ্ঞা পুরণের কামনা—বজ্রের মত কঠোর।

বাবর। কারণ?

কুমার। কারণ রাজপুতের প্রতিজ্ঞা জীবনের চেয়েও বড়। তাই আমার প্রতিজ্ঞা পুরণের জন্য হুমায়ুনের রোগমুক্তি অতি অবশ্য প্রয়োজনীয়। হুমায়ুন যদি না বেঁচে ওঠে তবে প্রতিশোধ লওয়া আমার হবেনা, পিতার বিদেহী আত্মার তর্পণ হবে না—পণভঙ্গের অপরাধে আমাকে অনন্ত নরক বাস করতে হবে। তাই আমি চাই—হুমায়ুন রোগমুক্ত হোক—হুমায়ুন সুস্থ হোক।

বাবর। গফুর।

গফুরের প্রবেশ

গফুর। জনাব।

বাবর। নিয়ে যাও রাজপুতকে হুমায়ুনের পার্শ্বে।

গফুর। জনাব। ওযে শাহাজাদার শত্রু। ওকে বিশ্বাস করা—

বাবর। মুঘলের ধর্ম। একদিন তুমি তুলে ধরেছিলে রক্তপিপাসু খঞ্জর—আর বিনিময়ে দিয়েছি অখণ্ড বিশ্বাস।

গফুর। জাঁহাপনা।

বাবর। যাও মহান শত্রু। হুমায়ুনকে রোগমুক্ত করে তোমার প্রতিজ্ঞা পুরণের পথ সুগম করে নাও।

[ কুমার সিংহ ও গফুরের প্রস্থান

চমৎকার। চমৎকার তোমার লীলা, খোদা। শত্রু-মিত্র হিন্দু মুসলমান সবাই আজ তোমার কাছে প্রার্থনা করছে—হুমায়ুনকে ফিরিয়ে দাও—হুমায়ুনকে ফিরিয়ে দাও।

গফুরের পুনঃ প্রবেশ

গফুর। খোদাকে ডাকুন শাহনশাহ্। খোদাতলার ইচ্ছাই সব।

বাবর। সত্য—সত্য গফুর। আর দ্বিধা করবো না—আর খোদার শক্তির উপর সংশয় রাখবো না—এবার শুধু প্রাণ ভরে খোদাকে ডেকে বলবো—'তুমি দিয়েছ—তুমিই তারে রাখ প্রভু'।

গীতকণ্ঠে ফকিরের প্রবেশ

ফকির। গীত

ও তোর ডাক শুনেছেন খোদাতালা ভাবিস্‌নে আর ভাই।
রমজানের ঐ চাঁদ উঠেছে ভয় নাই—ভয় নাই।

বাবর। ফকির সাহেব।

ফকির। 　　পূর্ব গীতাংশ

প্রাণ ভরে যে ড'কে তারে
দয়াল দয়া করেন তারে,
খোদার দয়া পেতে হলে নিষ্ঠা রাখা চাই।

বাবর। নিষ্ঠা আমি রাখবো ফকির সাহেব—নিষ্ঠা আমি রাখবো।

ফকির। 　　পূর্ব গীতাংশ

খোদা যে মোর পরম দাতা
ভালবাসার চির বাঁধা,
ভালবাসার জয় চিরকাল দেখতে সদা পাই।

বাবর। বলুন—বলুন ফকির সাহেব, ভালবাসা আমার জয়যুক্ত হবে ?

ফকির। হবে। তোমার যা শ্রেষ্ঠ রত্ন, খোদাকে তাই দান কর।
[ প্রঃ।ন

বাবর। শ্রেষ্ঠ রত্ন—শ্রেষ্ঠ রত্ন। শ্রেষ্ঠ রত্নই আমি খোদাকে অর্পণ করবো। কিন্তু কি সে শ্রেষ্ঠ রত্ন ? কোহিনুর ? ভারত-সিংহাসন ? বল—বল গফুর, কি শ্রেষ্ঠ রত্ন ?

গফুর। শ্রেষ্ঠ রত্ন—শ্রেষ্ঠ রত্ন—

বাবর। ধন-রত্ন—ঐশ্বর্য-মণিমুক্তা ? না—না—এ সবের কাঙাল তো খোদাতালা নন। তবে কি সে অমূল্য রত্ন ? চিন্তা কর—চিন্তা কর গফুর, মানুষের নিকট শ্রেষ্ঠ রত্ন কি ?

গফুর। বোধ হয় নিজের জীবন।

বাবর। ঠিক—ঠিক গফুর খাঁ। তুমি যথার্থই বলেছ। প্রাণাপেক্ষা

অন্ত কোন বস্তুই মানুষের শ্রেষ্ঠ বস্তু নয়। হুমায়ুনের মঙ্গলের জন্য আমি আত্মপ্রাণই বিসর্জন দেব।

গফুর। সম্রাট! সম্রাট!

বাবর। চুপ। কথা কয়োনা। বিসর্জনের লগ্ন সমাগত। আত্ম-সমাধির শুভ মুহূর্ত উদীয়মান—

(সমাধিস্থ ভঙ্গীতে) লাএ-লাহা এল্‌ল'ল্লাহ্‌

মুহাম্মদুর রসুলউল্যাহ।

ওগো সর্বশক্তিমান খোদাতালা, আমার জীবন কোরবাণী নিয়ে হুমায়ুনের জীবন ভিক্ষা দাও।

গফুর। সম্রাট! শাহানশাহ্‌!

বাবর। আশ্চর্য! আশ্চর্য গফুর। একটা দিব্যজ্যোতিতে যেন চারিদিক ছেয়ে গেল! কি যেন একটা মহান শক্তি আমার অন্তর হতে দূরে মিলিয়ে গেল! একি! একি গফুর! আমার শরীর কাঁপছে—দৃষ্টি আবছা হয়ে আসছে—হৃদয়ের স্পন্দন নিভে আসছে। আমায় ধর—ধর গফুর খাঁ।

টলিয়া পড়িতেছিল—গফুর ধরিয়া ফেলিল

কর্ণদেবীর প্রবেশ

কর্ণদেবী। আশ্চর্য। আশ্চর্য পিতা। হুমায়ুন চোখ মেলে চেয়েছে। হাসিতে তার রোগপাণ্ডুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আপনাকে সে ডাকছে, পিতা।

বাবর। তবে বুঝি নিষ্ফল হয়নি আমার আত্মবিসর্জন। খোদা, হরবান।

কুমারসিংহের প্রবেশ

কুমার। এর অর্থ কি সম্রাট?

গফুর। সর্বনাশ হলো রাজপুত। খোদাতালার উদ্দেশ্যে সম্রাট নিজের জীবনের বিনিময়ে শাহাজাদার জীবন প্রার্থনা করেছেন। তারই এই ফল। সম্রাট অসুস্থ—শাহাজাদা আরোগ্যের পথে। আসুন সম্রাট।

বাবর। চল—গফুর চল। আমায় হুমায়ুনের শয্যাপার্শে নিয়ে চল। তার মুখখানা দেখতে দেখতে আমি মরণ ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ি।

[ গফুরসহ বাবরের প্রস্থান

কর্ণদেবী। দেখ কুমার সিংহ, কত প্রেম এই লৌহ কঠিন বাবরশার বুকে।

[ প্রস্থান

কুমার। অদ্ভুত। অপূর্ব এই রোগমুক্তির কাহিনী! সম্রাট বাবরশাহ্, মুঘল সাম্রাজ্য হয়তো একদিন লুপ্ত হয়ে যাবে—কিন্তু বেঁচে থাকবে অক্ষয় হয়ে তোমার এই অপূর্ব পুত্রস্নেহ—অশ্রুতপূর্ব এই ভগবৎ ভক্তি। ওগো আমার মহাশত্রু মুসলমান, হিন্দু হয়েও তোমার প্রেমের মহীয়ান কীর্তির পাদমূলে হাজার হাজার প্রণাম জানাচ্ছি।

[ প্রস্থান

---

# তৃতীয় অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

### দিল্লী নগরীর উপকণ্ঠ ; হিণ্ডালের প্রমোদভবন

কয়েকজন রাজপুত নায়ক ও হিণ্ডাল উপবিষ্ট। নর্ত্তকীরা নাচগান করিতেছে।

নর্ত্তকীগণ। **গীত**

প্রাণের অতিথি এস ফুলের বাসরে
লুটে নাও যত মধু আছে অন্তরে।
যত কিছু কথা জানে
সুরা আর সুর তানে
স্বর্গ আসিবে নেমে ধূলার ধরণী 'পরে।
মৃণাল বাহুর বন্ধনে
সুধা মাখা চুম্বনে,
প্রাণে প্রাণ মিশে যাক রতিসুখ সায়রে।

গীতান্তে কুমারসিংহের প্রবেশ। নর্ত্তকীদের দেখিয়া বিরক্তভাবে প্রস্থানোদ্যত হইল

হিণ্ডাল। কুমার সিংহ।

কুমার। কি ?

হিণ্ডাল। ফিরে চল্লে যে দোস্ত ?

কুমার। এ সব নোংরামী আমার সহ্য হয় না।

হিণ্ডাল। নোংরামী ?

কুমার। নিশ্চয়ই। ভারতসম্রাট বাবরশাহ্ পুত্রের জীবন রক্ষা

করতে গিয়ে এই সেদিন জীবন বিসর্জন দিলেন। আজো তার শোকে সারা ভারত দুঃখে মুহ্যমান। ঠিক এমনই সময়ে রাজধানীর উপকণ্ঠে তারই সুযোগ্য পুত্রদের দ্বারা অনুষ্ঠিত এই কুৎসিত নৃত্যগীত এতদূর নির্মম ও জঘন্য যে, ভাষায় তার প্রতিবাদ করার চেয়ে সেই পশু সভা পরিত্যাগ করাই মানুষের কর্তব্য।

হিণ্ডাল। বসো বসো দোস্ত। তোমার তুষ্টির জন্য নর্তকীদের আমি বিদায় দিচ্ছি।

[ ইঙ্গিত করিল, নর্তকীরা চলিয়া গেল

কিন্তু দোস্ত বাবরশাহ্ তোমার শত্রু—তোমাদের হিন্দুস্থানের শত্রু। তার মৃত্যুতে তোমার তো আনন্দিত হওয়াই উচিত।

কুমার। হয়তো উচিত কিন্তু পেরে উঠছি কৈ। বারবার কি যেন একটা শক্তি এসে তার স্মৃতির পাদমূলে, আমার মাথাটা নুইয়ে দিচ্ছে।

হিণ্ডাল। তবে কি বুঝবো—তুমি হুমায়ুনের বন্ধু?

কুমার। না, শত্রু। তবু তার এই দুঃসময়ে আমি ব্যথিত—দুঃখিত।

হিণ্ডাল। তবে কি তুমি পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার সংকল্প পরিত্যাগ করেছ?

কুমার। সংকল্প পরিত্যাগ করবার উপায় কোথায়? হুমায়ুনের রক্ত আমার চাই-ই।

হিণ্ডাল। তবে এস দোস্ত, আজ আমরা নূতন চুক্তিতে আবদ্ধ হই।

কুমার। চুক্তি?

হিণ্ডাল। হ্যাঁ! তারই জন্য আজকের এই মহতী সভার আয়োজন।

কুমার। শাহাজাদা।

হিণ্ডাল। আমি ও কামরান উভয়েই বাবরশাহের পুত্র। হুমায়ুন্‌ই যে পিতৃসিংহাসনে বসবে তার কি অর্থ? আমরা কি মসনদের অযোগ্য?

রাজপুত নায়ক। নিশ্চয়ই নয়। আপনাদের মধ্যে যে হোক একজন দিল্লীর মসনদে বসুন। আমরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচি।

হিণ্ডাল। অবশ্য দিল্লীর মসনদে আমার কোন অভিলাষ নেই। আমি চাই বৈমাত্র ভ্রাতা হুমায়ুনের উচ্ছেদ সাধন এবং সেখানে আমার আদরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কামরানের উপবেশন।

রাজপুত নায়ক। আমরা শাহাজাদা হিণ্ডালকে রাজ্যপ্রাপ্তি ব্যাপারে সর্বপ্রকার সাহায্য করবো। বিনিময়ে অর্ধেক ভারত হিন্দুর—অর্ধেক থাকবে মুসলমানের।

হিণ্ডাল। আশা করি আমার হিন্দুভাইদের এতে কোন প্রকার আপত্তি নেই।

রাজপুত নায়ক। এ অতি ন্যায় সঙ্গত প্রস্তাব। শাহাজাদা সত্যই মহাপ্রাণ।

হিণ্ডাল। আশা করি হুমায়ুনের পরম শত্রু আমার দোস্ত শক্তিমান কুমার সিংহের সাহায্য আমরা নিশ্চয়ই পাবো?

কুমার। অসম্ভব।

সকলে। অসম্ভব!

কুমার। হ্যাঁ অসম্ভব। আপনাদের এই বিদ্রোহে আমি যোগ দিতে পারবো না।

রাজপুত নায়ক। সেকি! হিন্দুরাজত্ব স্থাপনের এমন সুযোগ তুমি হেলায় হারাতে চাও?

কুমার। যদি পারেন নিজেদের শক্তিতেই হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করুন, তবু স্বার্থসিদ্ধির জন্য ঘরশত্রুর সাহায্য গ্রহণ করবেন না।

হিণ্ডাল। কুমার সিংহ।

কুমার। মাপ করবেন শাহাজাদা। আপনাদের সাহায্য করতে

পারবো না বলে, আমি সত্যই দুঃখিত। কিন্তু উপায় কি বলুন—ঘরশত্রুর সাহায্য আমার নীতি বিরুদ্ধ।

হিণ্ডাল। তবে কি তুমি পিতৃহত্যার প্রতিশোধ চাও না ?

কুমার। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ চাই কিনা আজ তা ঠিক বলতে পারি না, তবে পণরক্ষা আমাকে করতেই হবে।

হিণ্ডাল। কি করে ?

কুমার। যে প্রকারেই হোক হুমায়ুনের রক্ত আমার চাই।

হিণ্ডাল। তবে এমন সুযোগের কেন অপব্যবহার করছ ?

কুমার। সুযোগের অপব্যবহার নয়, এ হ'চ্ছে সত্যের পূজা।

সকলে। সত্যের পূজা ?

কুমার। সত্যের পূজা। আমি মনে-প্রাণে জানি—হুমায়ুন আমার শত্রু হলেও সেই ভারতের একমাত্র সুশাসক, মাত্র কয়েক বৎসরের ভিতর অশান্তিপূর্ণ ভারতে যে শান্তি বাবরশাহ্ স্বীয় শক্তিতে ভালবাসায় ফিরিয়ে এনেছেন—তা অব্যাহত রাখতে পারে হিন্দু নয়—রাজপুত নয়—অন্য কোন মুঘল নয়—উদার মহাপ্রাণ শক্তিমান হুমায়ুন।

হিণ্ডাল। আমরা কি তবে অযোগ্য ?

কুমার। শুধু অযোগ্য নও, হুমায়ুনের পাশে এক একটা অপদার্থ।

হিণ্ডাল। রাজপুত !

কুমার। লজ্জা করেনা তোমাদের—নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিরুদ্ধে এই ভাবে অস্ত্র শানাতে ? ঘৃণা হয় না—মুঘলের চিরশত্রু রাজপুতের সাহায্য গ্রহণ করতে ?

হিণ্ডাল। কুমার সিংহ !

কুমার। যাও—যাও বেইমান, ঘরশত্রু বিভীষণ। তোমাদের মত শৃগালের রক্তচক্ষুকে কুমার সিংহ একটা তৃণের মত মনে করে।

গমনোদ্যত

হিঙাল। দাঁড়াও :

কুমার। কেন ?

হিঙাল। তুমি কি মনে করেছ—তুমি আমাদের সাহায্য না করলে, আমরা দিল্লীর মস্‌নদ অধিকার করতে পারবো না ?

কুমার। পারবে না।

রাজপুতনায়ক। কে রক্ষা করবে তোমার হুমায়ুনকে মিলিত হিন্দু-মুসলমানের রোষাগ্নি হ'তে ?

কুমার। রক্ষা করবে ভগবান—রক্ষা করবে হুমায়ুনের আত্মশক্তি—আর রক্ষা করবে—আমার এই সবল বাহু।

হিঙাল। সহস্র চেষ্টাতেও হুমায়ুনকে বাঁচাতে পারবেনা দোস্ত। আমি তাকে হত্যা করবো।

কুমার। সামাল। ও চেষ্টা জীবনেও ক'র না। তাহ'লে আগে আমি তোমাকেই হত্যা করবো।

হিঙাল। কুমার সিংহ।

কুমার। হুমায়ুনের রক্ত দর্শন করবো আমি। আর তারই জন্য প্রয়োজন হ'বে তৃতীয় শক্তির আঘাত থেকে হুমায়ুনকে সর্বপ্রকারে রক্ষা করা।

হিঙাল। আমি তোমায় বন্দী করে রাখবো।

কুমার। আমাকে বন্দী করবার ক্ষমতা তোমার আছে নাকি ? হাঃ হাঃ হাঃ।

গমনোদ্যত

হিঙাল। বন্দী করতে না পারি বধ করব।

কুমার। রাজপুতের জীবন নাশ অত সহজসাধ্য নয়, মুঘল কলঙ্ক।

হিঙাল। তবে রে স্পর্ধিত রাজপুত, জাহান্নামে যা।

তরবারি দ্বারা আঘাত করিল। কিন্তু কুমার সিংহ এমন জোরে স্বীয়
তরবারি দ্বারা প্রতিঘাত করিল যে হিঙালের অস্ত্র ভূমিতে
লুটাইয়া পড়িল

কুমার। হাঃ হাঃ হাঃ! এই শক্তি নিয়ে হুমায়ুনের বিরুদ্ধে অভিযান করতে চাও! আশ্চর্য। তোমরা জান না মূর্খ, হুমায়ুনের বাহুতে কত শক্তি।

গমনোদ্যত, কিন্তু হিঙাল হঠাৎ তাহার পতিত তরবারি তুলিয়া লইতে
উদ্যত হইলে কুমার সিংহ পা দিয়া তরবারি চাপিয়া ধরিল

কুমার। হাঃ হাঃ হাঃ।

[ তরবারিখানা তুলিয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে প্রস্থান

গীতকণ্ঠে চারণের প্রবেশ

চারণ।　　　　গীত

হুঁসিয়ার কাণ্ডারী।
সামনে যে তোর উত্তাল সাগর ভীমা ভয়ংকরী।
ভুল করে তুই ভুলের পথে
নাও চালালি আজ
ঝড় উঠেছে নীল আকাশে
পড়বে মাথায় বাজ,
এখনও সময় আছে—সামাল সামাল তরি।

হিঙাল। নির্ভয় চারণ। ঝড়ের বুকে নৌকা চালাবার ক্ষমতা আমার আছে।

চারণ।　　　　পূর্ব গীতাংশ

ঐ চেয়ে দেখ সাগর বুকে
উঠলো প্রলয় ঢেউ

বিপদকালে সব পালাবে
থাকবেনা তোর কেউ,
ঝড়ের বুকে মাতঙ্গ জাগে
সঙ্গে মহামারী।

[ প্রস্থান

হিণ্ডাল। ঝড়ের মরণ হুংকার হিণ্ডালের কামান গর্জনে স্তব্ধ নিথর হ'য়ে যাবে। আক্রমণ—আক্রমণ—চলুন রাজপুত বন্ধুগণ, আমরা এই মুহূর্তে হুমায়ুনকে আক্রমণ করি।

[ সকলের প্রস্থান

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য

মুঘল প্রাসাদ

হুমায়ুন ও দিলদারের প্রবেশ

দিলদার। না-না হুমায়ুন, কামরান-হিণ্ডালকে তুমি বিশ্বাস কোরো না! আমার স্থির বিশ্বাস তারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে।

হুমায়ুন। অসম্ভব মা। কামরান-হিণ্ডাল লোক চক্ষে আমার বৈমাত্র ভ্রাতা হলেও আমার কাছে যে ওরা প্রাণাধিক। আমার বিরুদ্ধে ওরা অস্ত্র তুলে ধরতে পারে না।

দিলদার। এই মিথ্যা বিশ্বাসই তোমার চরম ক্ষতির কারণ হবে, হুমায়ুন।

হুমায়ুন। হোক—তবু তুচ্ছ মসনদের জন্য কষ্ট কল্পিত অভিযোগ শুনে তাদের প্রতি অবিচার করতে আমি পারি না।

কুমারসিংহের প্রবেশ

কুমার। অভিযোগ কল্পিত নয়, সম্রাট! শাহাজাদা হিণ্ডাল সত্যই তোমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আয়োজন করছে।

হুমায়ুন। এ আবার তোমার কি নূতন শত্রুতা, রাজপুত! প্রতিশোধ নেবার জন্ত এ আবার তোমার কি নীচ মনোবৃত্তি কুমার সিংহ?

কুমার। হুমায়ুন!

হুমায়ুন। ছিঃ ছিঃ রাজপুত। শক্তির সংগ্রামে পরাজিত হ'য়ে আজ ভ্রাতৃবিরোধের সুযোগ নিতে চাও। তুমি এত নীচ, রাজপুত!

কুমার। সাবধান মুঘল! সংযত হয়ে কথা বলো। আমি নীচ! নীচই যদি হতাম, তাহলে ঘুমন্ত হুমায়ুন—রুগ্ন হুমায়ুন বহুপূর্বেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিত:

দিলদার। বল রাজপুত, কোথায় সেই দুর্বৃত্ত হিণ্ডাল? কোন শক্তিতে শক্তিমান হ'য়ে হুমায়ুনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চায়?

কুমার। দিল্লীর উপকণ্ঠে রাজপুত শক্তির সাহায্যে কামরান হিণ্ডাল বিদ্রোহের আয়োজন করছে, বেগমসাহেবা।

কুর্ণিশ

হুমায়ুন। রাজপুত শক্তির সাহায্যে?

কুমার। হ্যাঁ। অর্ধভারত হিন্দুর এই চুক্তিতে। আমাকেও সাহায্য করতে বলেছিল, কিন্তু আমি সম্মত হইনি।

হুমায়ুন। কেন হিন্দুরাজ্য স্থাপনের এমন সুযোগ তুমি হেলায় হারালে রাজপুত! তুমি কি মূর্খ?

কুমার। হ্যাঁ মূর্খ। ঘরশত্রুর সহযোগিতা করে পণ্ডিত হওয়ার চেয়ে তার বিরোধিতা করে মূর্খ সাজা অনেক গৌরবের।

বাহিরে তুর্যনাদ

হুমায়ুন। একি। এ কিসের তূর্যনাদ।

গফুর খাঁর প্রবেশ

গফুর। শত্রুর। শাহাজাদা হিণ্ডাল-কামরান।

হুমায়ুন। চমৎকার! চমৎকার খোদা তোমার সৃষ্টি মাহাত্ম্য! তুচ্ছ স্বার্থের জন্ত ভাই আজ ভাইয়ের বুকে অস্ত্র তুলে ধরেছে, লোভ আজ স্নেহ ভালবাসাকে গ্রাস করতে মুখ ব্যাদান করেছে। বাঃ বাঃ। কি সুন্দর! কি সুন্দর!

গফুর। আসুন সম্রাট, দুর্গের কামান থেকে আমরা অগ্নিবর্ষণ সুরু করি।

হুমায়ুন। গফুর খাঁন!

দিলদার। এখনো চিন্তা—এখনো স্নেহ মমতা। হুমায়ুন জাগো—জাগো হুমায়ুন। বিদ্রোহীদের চরম শাস্তি দিয়ে পিতার সুনাম রক্ষা কর।

কুমার। আমার আজ্ঞা দাও, সম্রাট, শত্রুদের আমি চরম শিক্ষা দিয়ে আসি।

হুমায়ুন। তুমি আমায় সাহায্য করবে?

কুমার। প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্ত তোমার জীবন রক্ষা আমার সবচেয়ে প্রয়োজন। বিশ্বাস কর সম্রাট, তুমি আমি দুজনে যখন মুখোমুখি দাঁড়াবো, তখন আমরা শত্রু, কিন্তু তৃতীয় শক্তি যখন তোমাকে আক্রমণ করবে—তখন আমি তোমার পরম মিত্র।

দিলদার। যাও রাজপুত, সম্রাট আদেশ দিতে সঙ্কুচিত হলেও সম্রাট-জননী আমি, আদেশ দিচ্ছি,—ছিন্নমুণ্ড ছিন্নমুণ্ড—ঐ কামরান-হিণ্ডালের ছিন্নমুণ্ড নিয়ে এসো।

হুমায়ুন। তা হয় না, মা। তুচ্ছ সিংহাসনের জন্ত ওদের বিরুদ্ধে

আমি অস্ত্র তুলে ধরতে পারি না। যাও, গফুর খাঁ। সন্ধির পতাকা উত্তোলন কর। যে কোন সর্তে আমি সন্ধি করবো, তবু ভ্রাতৃমেধ যজ্ঞে মেতে উঠতে পারবো না।

গফুর। এই কি বীরের ধর্ম?

হুমায়ুন। এই ভায়ের ধর্ম—মানুষের ধর্ম।

কুমার। হুমায়ুন। তুমি এত মহ—

চুপ করিয়া গেল

হুমায়ুন। কি? কি বল্লে তুমি?

কুমার। কিছু না।

গফুর। তবে আমি চাই সন্ধির পতাকা—

দিলদার। না, সন্ধি হবে না! হুমায়ুন, তোমাকে আমি এমন করে ক্লীব হতে দেবনা। আমার আদেশ—তুমি যুদ্ধ কর।

হুমায়ুন। না মা। আমি বরং সিংহাসনটাই ত্যাগ করবো, তবু ভাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো না।

দিলদার। হুমায়ুন! ভাই আর দাঁত—উভয়েই সমান. আদরের। কিন্তু দাঁত যখন নড়ে যায়—তখন তাকে উপড়ে না ফেল্লে আর শান্তি মেলে না।

হুমায়ুন। মা!

দিলদার। ভাইও যতদিন ভাই, ততদিন পরম স্নেহের—কিন্তু ভাই যখন শত্রু হয় তখন সে হয় কাল ভুজঙ্গ। হত্যাই তখন তার যোগ্য পুরস্কার। যাও গফুর খাঁন—কুমার সিংহ, শয়তান দুটোকে হত্যা করে তাদের উত্তপ্ত রক্ত নিয়ে এস।

হুমায়ুন। মা!

দিলদার। চুপ। এ মায়ের আদেশ।

হুমায়ুন। মায়ের আদেশ!

দিলদার। হ্যাঁ, মায়ের আদেশ।

হুমায়ুন। কিন্তু মা, হিণ্ডাল-কামরান যে তোমারই গর্ভজাত পুত্র?

দিলদার। সেই কলংক আমি মুছে ফেলবো হিণ্ডাল-কামরানের রক্তে। যাও, আদেশ পালন কর। হিণ্ডাল-কামরানের ছিন্নমুণ্ড নিয়ে এস।

[ প্রস্থান

হুমায়ুন। না ভাই সব। ওদের শুধু বন্দী করে নিয়ে এস। বিচার করে ওদের আমি দণ্ড দেব।

[ কুমারসিংহ ও হুমায়ুনের প্রস্থান

গফুর। হুমায়ুন, তুমি এমন উদার এমন ভ্রাতৃপ্রেমিক। খোদা! তোমার কাছে আমি শুধু এই কামনাই করছি তুমি পাঠানের সর্বস্ব কেড়ে নাও, শুধু এই সৌভ্রাতৃ প্রেমটুকু ওদের বুকে উজ্জীবিত করে তোল।

গমনোদ্যত, বাঁদীর বেশে সোফিয়ার প্রবেশ

সোফিয়া। পাঠানের মঙ্গল চিন্তা এখনো তুমি কর, গফুর খাঁন?

গফুর। কে? সোফিয়া?

সোফিয়া। জী—জনাব—সোফিয়া।

গফুর। তুমি এখানে?

সোফিয়া। হারেমে বাঁদীর কাজ নিয়েছি—তোমাকে অন্তত দিনান্তে একটিবার দেখবো বলে। বুঝলে মিঞা?

গফুর। সোফিয়া, তুমি আমায় ক্ষমা কর।

সোফিয়া। হাঃ হাঃ হাঃ! সেকি! মনুষ্যত্বের সেবক পাঠান কুল-তিলক! তোমার মত বিরাট পদস্থ ব্যক্তিকে ক্ষমা করবে—এই দীনহীন পাঠানের মেয়ে? তুমি বলছ কি মিঞা?

গফুর। তোমার শ্লেষ মর্মান্তিক হলেও আমি নিরুপায়, শাহাজাদি।

সোফিয়া। শাহাজাদি! হাঃ হাঃ হাঃ! (গম্ভীরভাবে) গফুর খাঁন, তুমি অনেক নীচে নেমে গেছ। এখনো সময় আছে—এখনো চেষ্টা করলে আবার উঠ্‌তে পারবে। আবার পাঠানের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনতে পারবে।

গফুর। আর তা হয় না, সোফিয়া। বাবর-হুমায়ুনের মহত্ত্বে প্রতিশোধকামী পাঠান গফুর খাঁনের মৃত্যু হয়েছে—এখন যা দেখছ এ স্বাধীন গফুর খাঁন নয়, এ মুঘলের ভৃত্য—কর্তব্যের দাস—গফুর খাঁন।

সোফিয়া। গফুর খাঁন মুঘলের ভৃত্য—একথা বলতে তোমার লজ্জা হলো না, পাঠান। ছিঃ ছিঃ। এই কি তোমার প্রভুহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ—এই কি তোমার প্রতিজ্ঞা পালন?

গফুর। তুমি আমায় উত্তেজিত কোরো না, শাহাজাদি! মহত্ত্বের কাছে আমি আত্মবিক্রীত। পাঠানের পবিত্র সংগ্রামে যোগ দেবার অধিকার আমার নেই।

সোফিয়া। তা হবে না, গফুর খাঁন। তোমাকে আবার আমার পাশে এসে দাঁড়াতে হবে—আবার তোমাকে মুঘলের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে ধরতে হবে।

গফুর। আমি পারবো না, সোফিয়া।

সোফিয়া। ভেবে দেখ, আমার কাছে তুমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ভেবে দেখ পণভঙ্গের অপরাধে অনন্ত দোজাক বাস।

গফুর। দোজাকেই আমি বাস করবো—তবু মুঘলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবো না।

নেপথ্যে রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল

ঐ—ঐ পূর্ণ উদ্যমে যুদ্ধ চলছে। কর্তব্যের ত্রুটী হচ্ছে। আমি যাই, সোফিয়া।

সোফিয়া। ( কোমল কণ্ঠে ) গফুর খাঁন! প্রিয়তম।

গফুর। সোফিয়া—শাহাজাদি।

সোফিয়া। তুমি কি মানুষ না পাষাণ?

গফুর। পাষাণ—পাষাণ। সোফিয়া আমি পাষাণ। গোলামীর কঠিন পেষণে মানুষ গফুর—আজ পাষাণ গফুর।

সোফিয়া। তুমি কি আমায় একটুও ভালবাস না?

গফুর। যদি বুক চিরে দেখাবার হতো তবে দেখতে শাহাজাদি, কার প্রাণারাম চিত্র—এই হৃদয়ের পরতে পরতে অংকিত রয়েছে।

সোফিয়া। পাষাণ! তুমি বীরপুরুষ—কর্ত্তব্যের নেশায় মেতে থাকতে পারবে, কিন্তু সর্বহারা আমি নারী, তোমায় ছেড়ে কি নিয়ে থাকব, গফুর?

গফুর। অমন করে চোখের জল ফেলে আমায় তুমি পাগল করে দিও না, সোফিয়া।

সোফিয়া। গফুর—প্রিয়তম! ধর আমার হাত। চল আমরা পালিয়ে যাই। আমি আর তুমি দু'জনে নিরালা নিভৃতে বসে নূতন স্বর্গ সৃষ্টি করবো।

গফুর। নূতন স্বর্গ—তুমি আর আমি! হ্যাঁ—হ্যাঁ তাই চল—তাই চল সোফিয়া। গোলামীর কারা থেকে তুমি আর আমি অনেক দূরে পালিয়ে যাই।

সোফিয়া। এসো।

উভয়ে গমনোদ্যত—নেপথ্যে শোনা গেল হুমায়ুনের কণ্ঠ—"গফুর—গফুর খাঁন"

গফুর। হলোনা—হলোনা সোফিয়া। তোমার প্রেমের স্বর্গে যাওয়া আমার হলো না। ঐ বিপদাপন্ন প্রভু আমায় ডাকছে। বিদায়—বিদায়।

সোফিয়া। গফুর !

গফুর। ভুলে যাও—ভুলে যাও সোফিয়া। মনে করো আমি তোমার জীবনে একটা দুঃস্বপ্ন মাত্র।

সোফিয়া। না—না, তা হয় না। ভুলতেই যদি হয় তবে বিশ্বাস-ঘাতক পাঠানকে তার পণভঙ্গের শাস্তি দিয়েই ভুলবো। পণভঙ্গের কি শাস্তি তা জান, গফুর খাঁন ?

গফুর। জানি—মৃত্যু।

সোফিয়া। ( পিস্তল বাহির করিয়া ) তবে সেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও, মূর্খ।

গফুর। তাই হবে সোফিয়া। মৃত্যুদণ্ডই আমি মাথা পেতে নিলাম—কিন্তু আজ নয় আগে, বিপন্মুক্ত করে আসি আমার প্রভুপুত্রকে, তারপর—　　[ প্রস্থান

সোফিয়া। চলে গেল—চলে গেল। আমার এমন অপূর্ব প্রেমের অভিনয়—এমন কৃত্রিম চোখের জল সব ব্যর্থ করে দিয়ে চলে গেল—উন্নত মস্তকে—কর্তব্যের আহ্বানে। মৃত্যু—মৃত্যুই তোমার যোগ্য দণ্ড গফুর খাঁন। কিন্তু কই—গুলি তো করতে পারলাম না ? সোফিয়া—তবে কি তোমার বুকেও প্রেম—( মুখ চাপিয়া ধরিল ) না—না—এ আমি কি বলছি—! হত্যা—হত্যা।

গমনোদ্যত, প্রবেশ করিল হামিদাবানু

হামিদা। কাকে হত্যা করবি, বাঁদি ?

সোফিয়া। বেগমসাহেবা ! ( সেলাম করিল ) শত্রুকে হত্যা করবো, বেগমসাহেবা।

হামিদা। তোরতো দেখছি খুব সাহস। কিন্তু, জানিস্ কি বাঁদী—যারা প্রাসাদ আক্রমণ করেছে, তারা শত্রু নয়—মিত্র।

সোফিয়া। মিত্র! ( চাপা হাসি )

নেপথ্যে ভয়ানক কোলাহল—কামান গর্জন

হামিদা। উঃ। কি ভীষণ যুদ্ধ চলছে। কামানের গর্জনে প্রাসাদ শুদ্ধ কেঁপে উঠছে। খোদা, এ যুদ্ধের অবসান কর, প্রভু!

সোফিয়া। দেখুন বেগমসাহেবা, কেমন রক্তরাগে রঞ্জিত হ'য়ে দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়ে সূর্য অস্ত যাচ্ছে!

হামিদা। সুন্দর! নিম্নে বীভৎস হত্যালীলা—উপরে কেমন আলোর বর্ণ বৈচিত্র।

সোফিয়া! কিন্তু সূর্য অস্ত যাওয়ার পর তার এই বর্ণ বৈচিত্রের কথা কেউ কিন্তু মনে রাখেনা, বেগমসাহেবা।

হামিদা। তা সত্যি!

সোফিয়া। একদিন আমি—আপনি—সম্রাট—সবাইকে এমনি করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে। কিন্তু তারপর ভবিষ্যতে আজকের আমাদের কথা কেউকি মনে রাখবে, বেগমসাহেবা?

হামিদা। হয়তো কেউ না।

সোফিয়া। এই গৌরবময় মুঘলসাম্রাজ্যও একদিন এমনি করে ডুবে যেতে পারে।

হামিদা। চুপ! চুপ! হতভাগী! ও কুগান গাইতে নেই। যা বেরিয়ে যা!

সোফিয়া। যো হুকুম, বেগমসাহেবা।

[ কুর্ণিশান্তে প্রস্থান

হামিদা। কি সর্বনাশা কথা বলে গেল, ঐ বাঁদী। খোদা, তুমি মুঘলকে রক্ষা করো—রক্ষা করো প্রভু। কিন্তু বাঁদীর কথা একেবারে নিরর্থক নয়! সত্যই তো আজকের এই মধুর বেলা অবসানের মত

আমাদেরও একদিন অবসান হয়ে যাবে। চলতে হবে সেদিন, এক অজানা অচেনা পথে। কেউ সাথী নেই—কেউ পাশে নেই—শুধু একা।

হামিদা। গীত

অবসান হলো এমন মধুর বেলা।
এমন অতীতে কে রাখিবে মনে,
জানি নাহি রব কাহারো স্মরণে,
সুন্দর ভুবনে সকলেই ভাঙ্গে খেলা।
সব ছেড়ে যেতে হবে একেলা॥
তবু উজল করিয়া আমার ভুবন
শেষ আলো রেখা আনুক মরণ
মুছে যাই
ক্ষতি নাই
তবু আলোকের গান গাই,
রঙীন কুসুম করিয়া চয়ন,
অঞ্জলে গাথি মালা।
ওগো সুন্দর। ওগো রূপাতীত,
আমার ভুবন কর আলা॥

ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল রণক্লান্ত হুমায়ুন

হুমায়ুন। চমৎকার। চমৎকার বেগম।
"মুছে যাই ক্ষতি নাই
তবু আলোকের গান গাই।" চমৎকার।

হামিদা। হজরৎ।

হুমায়ুন। সত্যি বেগম। দুনিয়ার বুক থেকে মুছে যখন একদিন যেতেই হবে—তখন যে কটা দিন আছি—আলোকের গান—জীবনের গান—এই নিয়েই কাটিয়ে দেওয়া ভাল—না বেগম?

নেপথ্যে তূর্যনাদ

হামিদা। একি ! কিসের এ তূর্যনাদ ?

হুমায়ুন। যুদ্ধ অবসানের চিহ্ন। ওগো মুঘলের রাজলক্ষ্মী, আজ অতি সহজেই জয়লক্ষ্মী তোমার গলায় বিজয়মাল্য পরিয়ে দিয়েছে।

চিবুক ধরিয়া আদর করিল

হামিদা। শাহাজাদারা ?

হুমায়ুন। হিণ্ডাল বন্দী—কামরান পলায়িত।

হামিদা। বন্দী ! আপনি তাদের নিয়ে কি করবেন ?

হুমায়ুন। মায়ের ইচ্ছা হত্যা করা।

হামিদা। না—না, এমন কাজ আপনি করবেন না। আমার অনুরোধ—আমার ভিক্ষা—ওদের আপনি ক্ষমা করুন, ভালবাসুন।

হুমায়ুন। সে কি বানু ! তারা তোমার স্বামীর বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে ধরেছে। তারা যে শত্রু।

হামিদা। না গো না—তারা আমাদের শত্রু নয়—তারা যে আপনার ভাই। তুচ্ছ রাজ্যের জন্য ভাইয়ের মনে ব্যথা দেবেন না, হজরৎ।

হুমায়ুন। তাহ'লে তুমি কি বলতে চাও রাজ্যটা তাদের বিলিয়ে দিই?

হামিদা। তাও ভাল ! তবু ভাইয়ের ভালবাসা আপনি হারাবেন না।

হুমায়ুন। বেশ, তোমাকে সুখী করতে না হয় ফকিরিই নেব।

হামিদা। আপনি রাগ করলেন, হজরৎ।

চোখে জল

হুমায়ুন। না বানু। ( মুখটি তুলিয়া ধরিয়া ) বাঃ ! বাঃ ! আয়ত ডাগর চোখে—অশ্রুর মুক্তা বিন্দু। ওগো আমার কোমলপ্রাণা কপোতি—তোমার মত নারী যদি পৃথিবীর ঘরে ঘরে থাকে, তবে এই পৃথিবীতেই একদিন বেহেস্ত নেমে আসবে। এস—

[ উভয়ের প্রস্থান

বন্দী হিণ্ডাল ও খড়্গ হস্তে দিলদার বেগমের প্রবেশ

দিলদার। চলে আয় হতভাগা, আজ এইখানেই তোর শয়তানীর শেষ ক'বে দেব।

হিণ্ডাল। মা।

দিলদার। চুপ! কে তোর মা? আমি তোর মা নই—আমি হুমায়ুনের মা—তোব মৌধ।

হিণ্ডাল। তুমি বুঝতে পারছ না মা, সপত্নীপুত্র কোনদিন আপনার হয় না।

দিলদার। আপনার হয় বুঝি, তোর মত অপদার্থ, ভ্রাতৃদ্রোহী সন্তান—না? কোন কথা, আমি শুনবো না। মৃত্যুই তোর যোগ্যতম শাস্তি।

খড়্গ উত্তোলন

হিণ্ডাল। মা—মা, ক্ষমা কর—ক্ষমা কর।

দিলদার। না—না, মায়ের বুকে ক্ষমা নাই - ক্ষমা নাই।

খড়্গাঘাতে উদ্যত—হুমায়ুন আসিয়া উভয়ের মধ্যস্থলে দাঁড়াইল

হুমায়ুন। মায়ের বুকে ক্ষমা না থাকলেও ভাইয়ের বুকে ভালবাসা আছে ও থাকবে। আয়ত ভাই, আমার বুকে।

হিণ্ডাল। দাদা!

হিণ্ডালকে আলিঙ্গন

দিলদার। কালসাপকে নিয়ে খেলা কোরো না হুমায়ুন, ও বড় ভয়ানক।

হামিদাবানুর প্রবেশ

হামিদা। ভালবাসায় সাপও বশ মানে মা, আর এতো মানুষ! এসতো ভাই, আমি নিজের হাতে তোমার শৃঙ্খল খুলে দিই।

শৃঙ্খল মোচন

হিণ্ডাল। ভাবি! ভাবি! আমায় তুমি ক্ষমা কর।

হামিদা। ক্ষমা কি ভাই। তুমি তো আমার ক্ষমার পাত্র নও—তুমি যে পরম স্নেহের—একান্ত আপনার।

দিলদার। তোমার মহত্বের মর্যাদা ঐ পশু বুঝবে না, হুমায়ুন।

হুমায়ুন। পশু নয় মা—ও আমার ভাই—মহামতি বাবরশাহের পুত্র। ওর মনে যদি পশুত্ব জেগেও থাকে—তবে তার জন্য দায়ীতো আমি। পৃথিবীতে আমি আগে এসেছি। তাই পিতৃস্নেহ আমিই বেশী ভোগ করেছি। গর্ভধারিণী মাকে হারিয়ে তো'ার মাতৃস্নেহ আমি দু'হাত ভরে লুটে নিয়েছি। সিংহাসনটাও যদি আমি নিই, তাহ'লে কি ওর দুঃখ করবার কারণ হবে না, মা?

দিলদার। হুমায়ুন।

হিণ্ডাল। দাদা।

হুমায়ুন। নাও ভাই এই ভারত মসনদ - গ্রহণ কর এই মুঘল সাম্রাজ্যের দায়িত্বভার—তবু বঞ্চিত করো না তোমার ভ্রাতৃস্নেহ হ'তে।

হিণ্ডাল। দাদা।

পায়ে পড়িতে উদ্যত, হুমায়ুন তাহাকে জড়াইয়া ধরিল

হুমায়ুন। ভাই!

দিলদার। তুমি ক্ষমা করলেও—এই পশুকে আমি ক্ষমা করবো না।

হামিদা। কিন্তু মা ওযে আপনার পুত্র।

দিলদার। পুত্র! যুগ যুগ আমি যেন বন্ধ্যা হয়ে জন্মাই, তবু অমন কুপুত্রের মাতা আমায় যেন খোদা কখন না করেন। সরে দাঁড়াও হুমায়ুন ওকে আমি নিশ্চয়ই হত্যা করবো।

হুমায়ুন। আমার অনুরোধ।

দিলদার। কারো অনুরোধ আমি শুনবো না। হত্যা—হত্যা—

হুমায়ুন। (খড়্গ কাড়িয়া লইয়া) সাবধান মা। আমি সম্রাট।

প্রয়োজন হলে আমি তোমায় বন্দী করে রাখবো, তবু পুত্রহত্যার পাপ তোমায় করতে দেব না। এস ভাই।

[ হিণ্ডাল ও হুমায়ুনের প্রস্থান

দিলদার। মহান হুমায়ুন। তুমি ভালবাসলেও হিণ্ডাল তোমায় ভালবাসতে পারবে না।

হামিদা। আপনার দোয়াতে পুত্র আপনার ভালবাসার যুদ্ধে নিশ্চয়ই জয়লাভ করবে।

[ উভয়ের প্রস্থান

---

## তৃতীয় দৃশ্য

### গুর্জর প্রাসাদ

নর্তকীরা নাচগান করিতেছিল। সিংহাসনে উপবিষ্ট সুলতান বাহাদুরশাহ। পাশে চাটুকার কুষ্মাণ্ড। মদ্যপান চলিতেছে

নর্ত্তকীগণ। গীত

আজি এই ফুরফুরে হাওয়ায়
ডাকছে তোমায় ফুল বঁধুয়া চোখের ইসারায়॥
কামনার রাঙ্গা আশার কলি
ফুল হয়ে ফুটিল,
দখিন হাওয়ার পরশ পেয়ে
নিদ্ তার ছুটিল,

রঙের আলো ছড়িয়ে দিয়ে
ডাকছে "ভ্রমর আয়" ॥
আয় আয় ছুটিয়া নিয়ে যা লুটিয়া
যৌবন মধুরস আকণ্ঠ পুরিয়া
এস এস মধুকর,
এস মোর প্রিয়বর
মধুর লগন বয়ে যায় ॥

কুষ্মাণ্ড। তোফা! তোফা! জাঁহাপনার রাজ্যে আসমানের হুরীর বাচ্চার ছড়াছড়ি। কি ছুরৎ—কি সুর—কি নাচ। হুজুর! আমার মাথা দিয়ে নাচতে ইচ্ছে হচ্ছে।

বাহাদুর। সেকি কুষ্মাণ্ড। মাথা দিয়ে হাটবে কেন?

কুষ্মাণ্ড। আনন্দে—হুজুর আনন্দে। উঃ! কি উৎকট বীভৎস—মহামারী আনন্দ। আমি মরবো—হুজুর মরবো।

"মরিব-মরিব হুজুর নিশ্চয় মরিব,
আমার এই হুরীর বাচ্চা কারে দিয়ে যাবো॥"

বাহাদুর। আরে থাম থাম! একেবারে মরাকান্না সুরু করে দিলে যে। ওসব রেখে—আর একটু ঢালো—বুঝলে?

কুষ্মাণ্ড। জী হুজুর! একটু কি—একেবারে ঘড়ায় ঘড়ায়—পিপায় পিপায়।

ওযে সুরা নয়—সুরা নয়
সুধা মাখা মধু রস।'—

ধরুন হুজুর।

বাহাদুর শাহের গান—তৎপর কুষ্মাণ্ডের গান

কুষ্মাণ্ড। (নর্ত্তকীদের) বলি ও আগুনের ফুলকির দল, আড় চোখে দেখছ কি? চাই নাকি প্রসাদ?

বাহাদুর। ওদেরও চলে নাকি ?

কুষ্মাণ্ড। চলে মানে—বলি চলে মানে কি ? ওরা যে সুরাতরঙ্গে চলমান জাহাজ। ছিটেফোঁটা ওদের নস্যি—বুঝলেন নস্যি।

রুমিখাঁর প্রবেশ

রুমিখাঁ। জাঁহাপনা।

বাহাদুর। কি সংবাদ, রুমি ?

রুমিখাঁ। এই সব নর্তকীদের যেতে বলুন, সুলতান।

বাহাদুর। যাও সুন্দরীরা—বিশ্রাম করগে।

[ নর্তকীদের প্রস্থান

তারপর !

কুষ্মাণ্ড। তারপর—"অক্রুর চড়ায়ে রথে হরে নিল মথুরাতে
আঁধার করিয়া মোর পুরী।"

রুমিখাঁ। চুপ।

কুষ্মাণ্ড। চুপ ! বল্লেই হলো ! এমন মধুর রস—

বাহাদুর। রস যখন মধুর—তখন অল্প বিতরণই ভাল। তাতে আশা থাকে। বুঝলে ? যাও !

কুষ্মাণ্ড। বেশ। যাও !
"যাও যাও বৃন্দে মথুরা নগরে
যেথা পাও ধরে আন প্রাণের নাগরে !" হরিবোল।

[ প্রস্থান

বাহাদুর। বল রুমিখাঁ।

রুমিখাঁ। পাঠান সর্দার শেরখাঁ মুঘলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। চুনার দুর্গে এখন সে স্বাধীন নবাব।

বাহাদুর। তারপর ?

রুমিখাঁ। তাকে শাস্তি দিতে হুমায়ুন সদলবলে চুনার যাত্রা করছে।

বাহাদুর। অতএব ?

রুমিখাঁ। আমার শক্তিমান গোলন্দাজ বাহিনী নিয়ে—

বাহাদুর। দিগ্বিজয়ে বহির্গত হওয়া। না ?

রুমিখাঁ। প্রথমে মালব—তারপর—

বাহাদুর। চিত্তোর। হাঃ হাঃ হাঃ! চমৎকার তোমার কল্পনা
রুমিখাঁ। কিন্তু শেষ রক্ষা হবে তো ?

রুমিখাঁ। আমার শক্তিতে কি আপনার আস্থা নেই, হুজুর ?

বাহাদুর। নিশ্চয় আছে। চল—আসন্ন অভিযানের জন্ত তৈরী হইগে। কিন্তু খোদা জানেন—পিপীলিকার পালক কেন হয়।

[ উভয়ের প্রস্থান

---

## চতুর্থ দৃশ্য

### জাহ্নবা তীরস্থ মুঘল শিবির

সময়—প্রভাত

প্রবেশ করিল গ[illegible]র, হুমায়ুন ও হিণ্ডাল

হুমায়ুন। চুনার দুর্গে থেকে শের খাঁ যে এত সহজে সন্ধি প্রার্থনা করবে আমি তা ভাবিনি হিণ্ডাল। অবশ্য যুদ্ধ করলে পরাজয় তার ছিল অবশ্যম্ভাবী। তবু বীর সে—

হিণ্ডাল। মুঘলের বীরত্বের কাছে পাঠান। ফুঃ। একটি বিরাট

জলোচ্ছ্বাসের সামনে—বালির বাঁধ মাত্র। ও কি! গফুর খাঁন। পাঠানের নিন্দা শুনে চোখ দুটো জ্বলে উঠলো নাকি?

গফুর। পাঠানের চোখ কোথায় যে জ্বলে উঠবে। হ্যাঁ—একদিন ছিল যেদিন জাতির সামান্য অপমানে নুয়ে পড়া মেরুদণ্ড সোজা হয়ে যেতো—ঝাপসা চোখেও অগ্ন্যুদ্গিরণ হতো। কিন্তু আজ আর কিছু নেই। সব কিছু কৃতজ্ঞতা—মহত্বের ফাঁসী কাঠে আত্মহত্যা করেছে।

হুমায়ুন। তুমি কি মুঘলের স্নেহ বন্ধন থেকে মুক্তি চাও, গফুর খাঁন?

গফুর। এ জীবনে মুঘলের বন্ধন ছিন্ন করা আর সম্ভব নয়, সম্রাট।

হুমায়ুন। তবে যাও বীর, মুঘলের জয়োৎসবের আয়োজন করগে।

[ গফুরের প্রস্থান

হিণ্ডাল। শের খাঁ প্রেরিত নজরবন্দী প্রতিভূর প্রতি কি হুকুম, সম্রাট?

হুমায়ুন। নিয়ে এস তাকে।

হিণ্ডাল। কে আছ? প্রতিভূ মামুদ খাঁন।

হুমায়ুন। আশ্চর্য হিণ্ডাল, এত সহজে যুদ্ধ জয় হবে তা' কল্পনাও করিনি। দীর্ঘদিন অতীত হয়ে গেল—শের খাঁর পক্ষ থেকে কোনরূপ বিদ্রোহের সাড়াও পাওয়া যাচ্ছে না। তবে কি বিপ্লব অঙ্কুরেই ধ্বংস হয়ে গেল?

মামুদ খাঁর প্রবেশ

মামুদ। না মুঘল। পাঠানের বিপ্লব লোকচক্ষুর অন্তরালে অঙ্কুর থেকে শাখা পল্লবে গজিয়ে উঠেছে।

হিণ্ডাল। অসম্ভব!

মামুদ। সময় হলেই তার পরিচয় পাবে, শাহাজাদা।

হিণ্ডাল। সম্মান রেখে কথা বলো, বন্দি।

মামুদ। সম্মান! কে কার সম্মান রাখবে? পথের ভিখারীকে সম্মান দেখাবে ইব্রাহিম লোদীর পুত্র!

হুমায়ুন। কে?

মামুদ। নামটা শুনে চমকে উঠলে যেন, দিল্লীশ্বর। আমিই সেই পাঠান সম্রাট ইব্রাহিম লোদীর পুত্র—মামুদ খাঁন।

হুমায়ুন। তুমি—তুমি সেই পাঠান সম্রাটের পুত্র।

হিণ্ডাল। হত্যা কর, দাদা—হত্যা কর।

মামুদ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, হত্যা কর—হত্যা কর, পিতৃঘাতী শত্রু হুমায়ুন তোমার এই পাঠান শত্রুকে। নইলে আমার হাতে তোমার নিস্তার নেই। সুযোগ পেলেই আমি তোমাকে চরম আঘাত করবো।

হুমায়ুন। প্রতিহিংসা অন্ধ পাঠান যুবক, দয়া করে স্মরণ রেখো—তোমার জীবন এখন আমার হাতে।

মামুদ। জীবন তোমার হাতে কিন্তু মন আমার বশে। পাঠানের মন শত্রুর ভয়ে কখনো ভীত হয় না, মুঘল।

হিণ্ডাল। সম্রাটের মর্যাদা রেখে কথা বলতে যদি না পার—তবে তোমার জিহ্বা আমি ছেদন করবো, পাঠান।

মামুদ। জিহ্বা আমার ছেদন করতে পার—কিন্তু মনের ভাষা তুমি রুদ্ধ করতে পার না। আমার এই মনের ভাষা নির্বাক চিৎকার করে বলবে—হুমায়ুন আমার পিতৃহন্তার পুত্র। হুমায়ুনকে সিংহাসন থেকে টেনে নামিয়ে পথের ভিখারী করে দেওয়াই আমার একমাত্র কর্তব্য।

হিণ্ডাল। উদ্ধত পাঠান। মৃত্যুই তোর ঔদ্ধত্যের শাস্তি।

তরবারি উত্তোলন—বাধা দিল হুমায়ুন

হুমায়ুন। না—হিণ্ডাল, মুক্তিই এই পাঠানবীরের পুরস্কার।

মামুদ ও হিণ্ডাল। মুক্তি!

হুমায়ুন। হ্যাঁ পাঠানবীর। আমি তোমাকে সসম্মানে মুক্তি দিলাম। সেই সঙ্গে মুক্তি দিলাম—শের খাঁকে মুঘল পুনরাক্রমণের বন্ধন থেকে।

হিণ্ডাল। ঃ

হুমায়ুন। যাও বীর। পার যদি পাঠান শক্তি একত্রিত করে প্রতিশোধ নিতে এস। আমি অপেক্ষা ক । তোমাদের জন্য—সশস্ত্র হয়ে প্রকাশ্য যুদ্ধক্ষেত্রে।

মামুদ। তুমি মহান হলেও ইব্রাহিম লোদীর পুত্রের এমন কোন ক্ষমতা নেই, যে সে তোমাকে ক্ষমা করতে পারে। [ প্রস্থান

হিণ্ডাল। এ তুমি কি করলে, দাদা?

হুমায়ুন। এ হুমায়ুনের খেলা।

হিণ্ডাল। কিন্তু এ যে মরণের খেলা।

হুমায়ুন। মরণের খেলাতেই আমার আনন্দ, হিণ্ডাল।

হিণ্ডাল। কিন্তু—

হুমায়ুন। যাও ভাই, আমি এখন বিশ্রাম করবো। [ হিণ্ডালের প্রস্থান বিশ্রাম। কিন্তু হুমায়ুনের জীবনে কি বিশ্রামের অবসর আসবে, খোদা। কে জানে—ভাগ্যস্রোত আমাকে কোথায়, কত দূরে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে?

হামিদাবানুর প্রবেশ

হামিদা। মুঘলের এই শৈথিল্য মুঘলকে চরম লাঞ্ছনার পথেই নিয়ে যাবে, হজরৎ।

হুমায়ুন। তুমি বলছ কি বেগম?

হামিদা। ঠিকই বলছি, জনাব। মহত্বের উপর নির্ভর করে শত্রুর ধ্বংস সাধনে বিরত থেকে অলস বিলাসে যারা সময় ক্ষেপন করে, ভবিষ্যতের কঠিন বিধানে লাঞ্ছনা তাদের অবশ্যম্ভাবী।

হুমায়ুন। বেগম, বীর বলে হয়তো হুমায়ুনের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায়

থাকবে না ; কিন্তু হুমায়ুনকে পিশাচ বলে কেউ কোনদিন অপবাদ দিতে পারবে না—এই আমার পরম সান্ত্বনা।

হামিদা। কিন্তু হজরৎ—

হুমায়ুন। এ আলোচনা এখন থাক, বেগম। এমন সুন্দর প্রভাতকে বিতর্কের তিক্ততায় ভরে না তুলে, তোমার মধুর কণ্ঠের কলকাকলীতে অভ্যর্থনা কর, বানু।

হামিদা। এই সময় শিবিরে ?

হুমায়ুন। সমর শিবিরকে প্রমোদ ভবন করে তোলবার জন্তই তো হামিদাবানু এসেছেন যুদ্ধক্ষেত্রে। কর্মক্লান্ত হুমায়ুনকে সুরের ঝরণা ধারায় অবগাহন করিয়ে শান্তির প্রলেপ দেবার জন্তই যে আমার বানুর প্রয়োজন।

হামিদা। হুঃ। কবির ভাষায় বলা যায়—

"পুরুষ আসিল মরু ক্ষুধা লয়ে
নারী জোগাইল সুধা"—না হজরৎ ?

উত্তরে হাসিয়া উঠিল

হামিদা। **গীত**

ফুল হয়ে ফুটিও গো প্রেমের যমুনা নীরে।
প্রণয়ে আমার লভিয়া জনম
ভেসে চল ধীরে ধীরে।
তোমার মনের ক্ষুধা
লভি মোর প্রেম সুধা
বিকশিত হও শতদলে
নব জীবনের অংকুরে।
প্রখর কিরণে ম্লান হবে যবে
স্নেহধারা মোর মলয় বহাবে
আনিবে সাঁঝারে স্নিগ্ধ রজনী
সিক্ত করাতে শিশিরে।

অকস্মাৎ বাহিরে রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল

হুমায়ুন। কি হলো? কি হলো?

গফুর। (নেপথ্যে) শত্রু! শত্রু! সামাল!

হামিদা। হজরৎ, শত্রু।

হুমায়ুন। শত্রু! তবে কি পাঠান?

[ ছুটিয়া প্রস্থান

হামিদা। পাঠান! খোদা! মুঘলকে কি দুটো দিনও শান্তিতে থাকতে দেবেনা, প্রভু? কি অপরাধ করেছে এই হতভাগ্য দিল্লীশ্বর—যার জন্য পদে পদে এই বিপদের মরণ ঝঞ্ঝা?

হিণ্ডালের প্রবেশ

হিণ্ডাল। চলে এস ভাবীসাহেবা। শত্রু অতর্কিতে আক্রমণ করে শিবির দখল করেছে। বিশৃঙ্খল মুঘলসৈন্যরা যে যেদিকে পারে ছুটে পালাচ্ছে।

হামিদা। সম্রাট কোথায়?

হিণ্ডাল। গঙ্গার ধারে।

হামিদা। তাহলে যাও ভাই, যদি পার সম্রাটকে বাঁচাবার চেষ্টা করগে।

হিণ্ডাল। তুমি?

হামিদা। দু'জনকে বাঁচাতে তুমি পারবে না। তার চেয়ে তোমার ভাইকেই রক্ষা কর—ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে।

হিণ্ডাল। কিন্তু তোমাকে রেখে।

হামিদা। যাও, হুকুম তামিল কর। আমার নিজের শক্তিতেই আমি আত্মরক্ষা করবো।

নেপথ্যে হুমায়ুন—খান খানান—গফুর—হিণ্ডাল

হিণ্ডাল। এখনো সময় আছে, এখনো চলে এস ভাবী।

হামিদা। আমি যাবো না।

হিণ্ডাল। তোমাকে না নিয়েও আমি যাবো না।

হামিদা। হিণ্ডাল, তোমার দুষ্ট অভিপ্রায় আমি বুঝতে পেরেছি।

হিণ্ডাল। দুষ্ট অভিপ্রায়?

হামিদা। হ্যাঁ, দুষ্ট অভিপ্রায়। বৈমাত্র ভ্রাতার প্রতি বিদ্বেষ আজো তুমি ভুলতে পারনি…তাই তুমি চাও—

হিণ্ডাল। কি চাই?

হামিদা। সম্রাটের মৃত্যু।

হিণ্ডাল। ভাবী!

হামিদা। আর সেই সঙ্গে চাও এই হামিদাবানুকে।

হিণ্ডাল। ভাবী! ওঃ। এমন কথা তুমি উচ্চারণ করতে পারলে! মায়ের মত চিরদিন যাকে মর্য্যাদা দিয়ে এসেছি, তাঁর মুখে আজ এই হীন কটূক্তি! আমি—আমি তোমায় হত্যা—

নেপথ্যে হুমায়ুন—হিণ্ডাল—হিণ্ডাল

হিণ্ডাল। ঐ—ঐ দাদা ডাকছে, আমি চল্লাম ভাবী। কিন্তু যদি খোদা সত্য হোন… যদি চন্দ্র সূর্য সত্য হয়, তবে আমার প্রতি তোমার এই দুর্ব্যবহারের জন্য একদিন চোখের জলে তোমায় প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

[প্রস্থান

হামিদা। খোদা! কেন যে ওকে আমি এ আঘাত দিলাম, তা' ভেবে তুমি আমায় ক্ষমা করো। আমার স্বামীকে আমার জীবনের বিনিময়েও রক্ষা করো প্রভু! এখন যাই—আত্মরক্ষার উপায় দেখি গে।

গমনোদ্যত, প্রবেশ করিল সোফিয়া

সোফিয়া। দাঁড়াও বেগমসাহেবা।

হামিদা। দাঁড়াও! একটা বাঁদীর মুখে এমন হীন সম্বোধন! বেতমিজ,মুঘল সম্রাজ্ঞীকে অযোগ্য সম্ভাষণের কি শাস্তি তা জানিস, বাঁদী?

সোফিয়া। (হাস্য) কি শাস্তি তুমি দেবে, হামিদাবানু?

হামিদা। কি! বাঁদীর মুখে আমার নামোচ্চারণ! চাব্‌কে পিঠের ছাল তুলে দেব—জানিস্?

সোফিয়া। ও বাবা! তাই নাকি! (সব্যঙ্গে) কসুর মাপ কিজিয়ে,—বেগম সাহেবা।

হামিদা। কি বিদ্রূপ! এই কে আছিস?

সোফিয়া। (হামিদার মুখের কাছে মুখ নিয়া) কেউ নেই ভূতপূর্ব বেগম!

হামিদা। বাঁদী!

সোফিয়া। এক আমি আছি—তোমার সেবার জন্য!

বাঁশীতে ফুঁ দিল—প্রবেশ করিল কাসেম খাঁ।

হামিদা। কে? কে তুমি?

সোফিয়া। আমি? •বাঁদী। হাঃ-হাঃ-হাঃ। কাসেম খাঁ।

কাসেম। হুকুম করুন শাহাজাদি।

হামিদা। শাহাজাদী!

সোফিয়া। জী হুজুরাইন।

হামিদা। তুমি কি—

সোফিয়া। ইব্রাহিম লোদীর অযোগ্যা কন্যা। বড় দুঃখ হচ্ছে, না? মুঠোর ভেতর পেয়েও শত্রু কন্যার কেশস্পর্শ করতে পাচ্ছনা! কি করবে বল—সবই ভাগ্যচক্র।

হামিদা। ভাগ্যচক্র নয় শয়তানী। এ মুঘলের মহত্বের প্রতিদান।

সোফিয়া। ঐ একই কথা। ভাগ্যচক্রের কঠোর বিধানে আজ তুমি বাঁদী—আমি শাহাজাদী।

হামিদা। চাকা আবার ঘুরবে, পিশাচী।

সোফিয়া। তার পূর্বে মুঘলের মেরুদণ্ড আমি ভেঙে দেব, হামিদাবানু। পিতৃহত্যার আমি চরম প্রতিশোধ নেব।

কাসেম। হুকুম করুন শাহাজাদি!

সোফিয়া। কাসেম খাঁ। পুরস্কার স্বরূপ এই সুন্দরীকে আমি তোমায় উপঢৌকন দিলাম। যাও, নিয়ে যাও এই নারীকে, তোমার বিলাসশয্যায় অঙ্কশায়িনী করতে।

কাসেম। এসো সুন্দরি।

হামিদা। খোদা! রক্ষা কর। রক্ষা কর।

সোফিয়া। রক্ষা! হাঃ হাঃ হাঃ!

হামিদা। তুমি না নারী? নারী হয়ে নারীর মর্যাদা এমনি করে লুণ্ঠন করতে তোমার বুকে কি এতটুকু লাগছে না?

সোফিয়া। না—লাগছে না। কারণ নারী সোফিয়ার বহুদিন পূর্বে মৃত্যু হয়েছে—পাণিপথের রক্তাক্ত প্রান্তরে। আজ যা দেখছ—এ সর্বনাশা—প্রতিহিংসা অন্ধ এক শয়তানীর মূর্তি। এখানে স্নেহ নেই—দয়া নেই—প্রেম নেই—আছে শুধু প্রতিশোধের বীভৎস উচ্ছ্বাস।

হামিদা। না—না, সোফিয়া। প্রতিহিংসায় তুমি আজ ক্ষিপ্ত হলেও আমি তোমায় বলছি—এমন একদিন আসবে, যেদিন তোমার ব্যর্থ নারীত্বের রূপ দেখে তুমি আতঙ্কে শিউরে উঠবে।

সোফিয়া। অসম্ভব।

হামিদা। অসম্ভব নয় সোফিয়া। সেদিন আর্তহাহাকারে গগন বিদীর্ণ করবে কিন্তু সান্ত্বনার এক ফোঁটা জলও তোমার চোখের জলে ঝরে পড়বে না।

সোফিয়া। তাই নাকি! হাঃ হাঃ হাঃ! যাও কাসেম খাঁ, আদিষ্ট কার্য সম্পাদন কর। স্বেচ্ছায় না যায়, চুলের মুঠি ধরে নিয়ে যাও।

কাসেম। এস সুন্দরী।

ধরিতে অগ্রসর

হামিদা। ওঃ! একটা নগণ্য শৃগাল আজ মুঘল সিংহীকে সম্ভাষণ করছে! মুঘল, তুমি কি মরেছ? বজ্র তুমি কি নিথর হয়েছ? খোদা তুমি কি মৃত?

সোফিয়া। হাঃ হাঃ হাঃ! প্রতিশোধ! প্রতিশোধ!

[ প্রস্থান

কাসেম। এস হুরী, আমার এই কলিজায় এস।

ধরিতে চেষ্টা, হামিদাবানু ছুটাছুটি করিতে লাগিল

হামিদা। কে আছ, রক্ষা কর—রক্ষা কর।

কাসেম। কেউ নেই।

গফুর খাঁর প্রবেশ

গফুর। আলবৎ আছে। শয়তান।

আক্রমণ

কাসেম। কে? গফুর খাঁন। বিশ্বাসঘাতক পাঠান, মৃত্যুই তোর যোগ্য শাস্তি।

আক্রমণ, কিন্তু গফুরের অস্ত্রাঘাতে কাসেমের অস্ত্র ভূলুণ্ঠিত হইল

কাসেম। কে আছ, বাঁচাও—বাঁচাও।

পিস্তল হস্তে সোফিয়ার পুনঃ প্রবেশ

সোফিয়া। ভয় নাই, কাসেম খাঁ।

গফুর। সোফিয়া! তুমি!

সোফিয়া। জী। পাঠানের শত্রু গফুর খাঁন—তুমি পদে পদে আমার আয়োজন পণ্ড করে এসেছ। আজ আবার এসেছ—সিংহীর মুখ থেকে তার শিকার কেড়ে নিতে। বেইমান পাঠান, জান, এর মূল্য কি দিতে হবে ?

গফুর। চরম মূল্য দিয়েও আমি আমার প্রভু-পত্নীর মর্যাদা রক্ষা করব। আসুন বেগম সাহেবা।

সোফিয়া। খবরদার গফুর খাঁন। যদি প্রাণের মায়া থাকে তবে এই মুহূর্তে এ স্থান ত্যাগ কর।

গফুর। প্রাণের মায়া যে পাঠানের নেই—তা বোধ হয় তুমি জান, শাহাজাদি। আসুন, বেগম সাহেবা।

সোফিয়া। আমার আদেশ তুমি মানবে না ?

গফুর। না।

সোফিয়া। না !

গফুর। না।

সোফিয়া। না !

গফুর। না তো।

সোফিয়া। তবে জাহান্নামে যাও।

গুলি করিল, গফুর আহত হইয়া পড়িয়া গেল। সহসা পেছন হইতে আসিয়া মামুদ সোফিয়ার হাত ধরিয়া ফেলিল

মামুদ। সাবধান শয়তানি।

পিস্তল কাড়িয়া লইল

সোফিয়া। দাদা !

মামুদ। চুপ। তোর মত একটা কলংকিনী নারীর আমি কেউ নই। পিশাচী—রাক্ষসী, আজ তোকে হত্যা করে মনের জ্বালা নিবারণ করবো।

হত্যা করিতে উদ্যত—শের খাঁ আসিয়া বাধা দিল

শের। নারী হত্যা করোনা, শাহাজাদা। ওকে এখান থেকে দূর করে দাও।

মামুদ সোফিয়ার অস্ত্রটা কাড়িয়া পদাঘাত করিয়া ফেলিয়া দিল

মামুদ। যা শয়তানি—দূর হয়ে যা।

সোফিয়া। বারে নিয়তি। চমৎকার! চমৎকার! হাঃ হাঃ হাঃ। কি গফুর খাঁন, সোফিয়ার প্রেম বড় মধুর—না?

হাস্য

গফুর। আমার পাপভরের শাস্তি আমি নিয়েছি। কিন্তু দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার আগে আমার অনুরোধ এই হিংসা ভরা পথ থেকে তুমি ফিরে এস—ফিরে এস।

[ টলিতে টলিতে প্রস্থান

সোফিয়া। ফিরে আসবো! হাঃ হাঃ হাঃ!

শের। কি বলবো তোমায় শাহাজাদি! তুমি যদি নারী না হ'তে তবে তোমার পুরস্কার হতো এই তরবারির একটা প্রচণ্ড আঘাত। যাও.—জীবনে আর কোনদিন মনুষ্য সমাজে মুখ দেখিও না।

সোফিয়া। এই কি আমার পুরস্কার।

শের। অপরাধের অনুপাতে পুরস্কারই বলতে পার। যাও—যাও—বিরক্ত করোনা।

সোফিয়া। সুন্দর! সুন্দর! সোফিয়া—তোর কৃতকর্মের পুরস্কার লাথি—অপমান—বিতাড়ন! হাঃ হাঃ হাঃ! কিন্তু একি! আমার চোখে জল আসে কেন? এ কিসের দুর্বলতা? একি লাঞ্ছনার? না—না—তাতো নয়! তবে কি গফুর খাঁনকে আমার অজান্তে আমি ভালবেসে—না—না. এ আমি কি বল্‌ছি! আমি যে নিজের কাছে

ওকে খুন করেছি। তবে কেন এই ব্যাকুলতা? কেন এই ক্রন্দনের বন্যা? কে—কে দেবে এর উত্তর? কে আছ—উত্তর দাও—উত্তর দাও।

সোফিয়ার প্রস্থান। কাসেম পলায়নে উদ্যত

মামুদ। কোথায় যাচ্ছ পাঠান?

কাসেম। আজ্ঞে—না—হ্যাঁ—তা।

শের। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাক্। তারপর বেগম সাহেবা, আমার নিকট তুমি কিরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা কর।

হামিদা। পর-নারীর প্রতি প্রকৃত পুরুষের ব্যবহার।

শের। অসম্ভব। তুমি আমার শত্রু-পত্নী। তোমাকে আমি ইচ্ছামত ব্যবহার করবো।

হামিদা। শের খাঁ! তুমি এত নীচ।

শের। নীচ। হাঃ হাঃ হাঃ। নারী-রত্ন তুমি। তোমার মর্যাদা যদি মুঘল না রাখতে পারে—তবে আমিই তাকে মর্যাদা দিয়ে পাঠানের গৃহে প্রতিষ্ঠা করবো।

হামিদা। (সভয়ে) শের খাঁ!

মামুদ। পাঠান সরদার।

শের। চুপ। দাঁড়িয়ে দেখ—পাঠানের প্রতিহিংসা কি তীব্র। এস বেগম সাহেবা।

হামিদা। না—না—আমি যাবো না—আমি যাবো না।

শের। না যেয়ে কি উপায় আছে, বেগমসাহেবা? শের খাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে এমন শক্তি কারো নেই। এস।

মামুদ। শের খাঁ।

শের। শের খাঁ নয়—সম্রাট। এস বেগমসাহেবা।

হামিদা। পাঠান সর্দার। আজ আমি অসহায় শক্তিহীনা। তোমাকে বাধা দেবার ক্ষমতা আমার নেই। কিন্তু একথা ঠিক জেনে রেখো—নারীর চোখের জলে যদি লালসার তৃপ্তি করতে এগিয়ে যাও—তবে সর্বহারা রিক্তা নিঃস্বা এই নারীর মর্মভেদী দীর্ঘশ্বাসে তোমার বক্ষপঞ্জর পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

শের। বেগম সাহেবা!

হামিদা। সতী নারীর অভিশাপে তোমার সুখ-কল্পিত পাঠান সাম্রাজ্য ভেঙ্গে চুরমার হয়ে মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যাবে। পারবে—পারবে পাঠান—সেই ব্যথার দুঃখ সইতে পারবে? যদি পার, তবে এগিয়ে এস—গ্রহণ কর মুঘলরমণী এই হামিদাবানুর মৃত্যু বিবর্ণ দেহ।

বক্ষে ছুরিকাঘাতে উদ্যত

শের। শান্ত হও—শান্ত হও, মা।

সকলে। মা!

শের। হ্যাঁ মা! মুঘল লক্ষ্মী হুমায়ুন পত্নী আমার মা, আমি তার পুত্র।

কাসেম। সর্দার।

শের। চুপ দোজকের কীট। মামুদ খাঁ মায়ের পায়ে আমি অঞ্জলি দেব। নিয়ে এস—ঐ শয়তানের ছিন্নশির।

কাসেম। ( আর্তনাদ ) সর্দার।

মামুদ। আয় শয়তান।

হামিদা। না—না, ওকে তুমি ক্ষমা কর, পাঠান বীর।

[ কাসেমকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান।

শের। তা হয় না, মা। শের খাঁর কাছে নারী উৎপীড়কের কোন ক্ষমা নেই। ( নেপথ্যে আর্তনাদ ) ঐ পাপীর শাস্তি বিধান হয়ে গেল।

হামিদা। পাঠান বীর! আজ ভাগ্য বিড়ম্বিত মুঘলবেগমের এমন কোন শক্তি নেই যা দিয়ে তোমার মহত্বের সে অর্চনা করতে পারে। তবু আমি মাতৃত্বের গৌরবে তোমাকে আশীর্বাদ করছি বীর—ভারত সাম্রাজ্য একদিন তোমারই পদানত হবে। যতদিন শের খাঁ থাকবে—ততদিন পাঠান সাম্রাজ্যও অটুট থাকবে।

শের। চল মা। পুত্রের আতিথ্য গ্রহণ করবে।

[ উভয়ের প্রস্থান

---

## পঞ্চম দৃশ্য

### মেবার দরবার

বিক্রমজিৎ, কর্ণদেবী ও কয়েকজন রাজপুতনায়কের প্রবেশ

কর্ণদেবী। মেবারের মহামান্য সর্দারগণ, আজ আমি অবসর নিতে চাই। কুমার বিক্রমজিতকে সিংহাসনে বসিয়ে আপনাদের অনুগ্রহের উপর নির্ভর ক'রে আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই। আশা করি—আপনাদের আশীর্বাদ ও সহানুভূতি পেয়ে বিক্রমজিৎ ধন্য হবে।

রাজপুতনায়ক। আমরা জীবন দিয়েও মহারাণার সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখবো।

কর্ণদেবী। আমি ধন্য কৃতার্থ। এইবার গত রজনীর শ্রেষ্ঠ অভিনেতাকে আমি যোগ্য সম্মানে ভূষিত করবো। কে আছে—সতী সিংহ।

বিক্রম। সত্যি মা, চমৎকার অভিনয় করেছেন এই সতী সিংহ।

সতীসিংহের প্রবেশ ও নমস্কার

সতী।　　দেবি!
　　স্মরণ কি হেতু দাসে
　　করুন অনুজ্ঞা।

কর্ণদেবী। নটশ্রেষ্ঠ সতী সিংহ, তোমার অভিনয় নৈপুণ্যে আমরা বিমুগ্ধ—চমৎকৃত! বল, মেবারের মহারাণীর কাছে তুমি কি চাও? যা চাইবে, আমি তোমায় তাই দেব।

আনন্দে হতবাক, সতীসিংহের চোখে জল

সতী।　　মহারাণী, কি চাহিব আমি!
　　অভিনয় সফল আমার—
　　সফল সাধনা—
　　এই মোর যোগ্য পুরস্কার।

কর্ণদেবী। মহান শিল্পী। ধনরত্ন-ঐশ্বর্য দিয়ে তোমাকে আমি অসম্মান করতে চাই না। তোমার শিল্প-সাধনার যোগ্য পুরস্কার ( খোঁপা হইতে একটি গোলাপ লইয়া ) চিতোরেশ্বরীর পুষ্প নির্মাল্য এই রক্ত গোলাপ। ( গোলাপ দান ) মায়ের ইচ্ছায় তুমি কীর্তিমান হও।

সতী।　　কল্যাণী! কল্যাণী! দেখে যাও—
　　দেখে যাও—স্বামী তব কি অমূল্য
　　রত্ন লভি আজ—পৃথিবীর
　　শ্রেষ্ঠতম ধনে ভাগ্যবান।

[ সানন্দে প্রস্থান

কর্ণদেবী। কি সহজ—কি সরল এই শিল্পীর দল। কত অল্পে তুষ্ট এই ভাবুক জাতি। পৃথিবীতে এরাই বুঝি—আশুতোষ।

অরুণ সিংহের প্রবেশ

অরুণ। সর্বনাশ মহারাণি। গুর্জ্জর-সুলতান মালব জয় করে চিতোরের প্রান্তে এসে শিবির স্থাপন করেছে।

কর্ণদেবী। কি বাহাদুর শাহ চিতোর আক্রমণ করতে আসছে। এত দুঃসাহস সেই স্পর্ধিত সুলতানের।

অরুণ। দূত সংবাদ দিল, কাল ভোরেই নাকি তারা আক্রমণ সুরু করবে।

কর্ণদেবী। তাদের পূর্বে আমরাই ওদের আক্রমণ করবো। দেখিয়ে দেব, মহারাণা সংগ্রামসিংহ না থাকলেও রাজপুত আজো রাজপুত।

রুমিখাঁর প্রবেশ

রুমি। অভিবাদন মহারাণি।

কর্ণদেবী। কে তুমি?

রুমি। মহামান্য গুর্জরাধিপতির দূত।

কর্ণদেবী। কি চাও?

রুমি। মহারাণীর উপর সুলতানের আদেশ—

সকলে। আদেশ?

রুমি। আদেশ।

কর্ণদেবী। সাবধান দূত, পুনর্বার ও কথা উচ্চারণ করলে দূতের মর্যাদা আমি রাখতে পারবো না।

বিক্রম। তোমার প্রভুকে গিয়ে বলো—মেবারের মহারাণীর আদেশ—

রুমি। আদেশ?

বিক্রম। আদেশ—এই মুহূর্তে চিতোরের প্রান্ত থেকে শিবির অপসারণ করে দূরে চলে যাক। নইলে—

রুমি। নইলে?

কর্ণদেবী। জীবন দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

রুমি। আপনি স্বেচ্ছায় আগুনে হাত বাড়াচ্ছেন।

কর্ণদেবী। রাজপুতেরা চিরদিন আগুন নিয়েই খেলা করে। শোননি রাজপুত মেয়েদের জহরব্রত—অগ্নুৎসবের কথা? যাও। দূত তুমি—তোমাকে কি আর বলবো—তোমার প্রভুকে বলো—মেবারের মহারাণী বিধবা হলেও সে মুঘল সম্রাটের ভগ্নী—বীরশ্রেষ্ঠ সংগ্রামসিংহের পত্নী। যাও।

রুমি। আমাদের সঙ্গে সন্ধি করলেই ভাল করতেন।

কর্ণদেবী। না—না, সন্ধি নয় দূত—আমি চাই যুদ্ধ। সম্মুখ সমরে অস্ত্রে অস্ত্রে সন্ধির সর্ত নির্ধারণ হবে। যাও।

[ রুমি খাঁর প্রস্থান

কর্ণদেবী। মাননীয় সর্দারগণ। আবার কালবৈশাখীর কালো মেঘ মেবারের ভাগ্যাকাশে উদয় হয়েছে। একটা প্রলয় ঝটিকাপাতে হয়তো মেবারের বুকে মরণের হাহাকার জেগে উঠবে। তবু আমরা মাথা নত করবো না—হার স্বীকার করবো না—সন্ধির কথা চিন্তা করবো না।

সর্দারগণ। নিশ্চয়। নিশ্চয়। যুদ্ধ—যুদ্ধই আমরা চাই।

কর্ণদেবী। আমাদের এ স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান সহায় হবেন, সর্বশক্তিমান ভগবান।

গীতকণ্ঠে দীপকের প্রবেশ

দীপক। গীত

নাই—নাই ভগবান।
বুক ফেটে সে গিয়াছে মরিয়া গরীবের খুন
করি পান॥
দয়াল বলিয়া যে ছিল ভুবনে
মিলায়েছে সে নিশার স্বপনে,
পাষাণ হয়েছে বধির দেবতা দয়া-মায়া অবসান॥
দেবতা—সেজেছে ধনীর গোলাম
গরীবের কেহ নয়,
ধনীরে তুষিতে গরীবের খুন
তিলে তিলে শুষে লয়,
সমদর্শিতা হারায়ে দেবতা
সাজিয়াছে শয়তান॥

গীতান্তে দীপক 'মা মা' বলিয়া পড়িয়া গেল

কর্ণদেবী। কে—কে তুমি বালক?

দীপক। আমি, ( হাঁপাইতেছে ) আমি দীপক।

বিক্রম। দীপক?

দীপক। হ্যাঁ ভাই দীপক। অন্ধকার দীপক।

কর্ণদেবী। তুমি কি চাও, বালক?

দীপক। খাদ্য।

সকলে। খাদ্য?

দীপক। হ্যাঁ আজ চারদিন কিছু খাইনি, দেবি।

কর্ণদেবী। অরুণ সিংহ, এই বালকটির জন্য খাদ্য নিয়ে এস।

[ অরুণের প্রস্থান

সর্দারগণ, আমার দেশে এমন অভাব তাতো আমি জানতাম না।

কুমার সিংহের প্রবেশ

কুমার। কি করে জানবেন, মহারাণি! কর্মচারীরা যেখানে আত্মসুখে মগ্ন—সেখানে প্রজাদের সুখদুঃখের কথা রাজা বা রাণীর তো জানবার কথা নয়।

কর্ণদেবী। এত অনাচার—এত ঔদাসীন্য রাজকার্যে। যদি যুদ্ধক্ষেত্র হতে জয়লাভ করে ফিরে আসতে পারি—তবে এই অনাহারের যোগ্য কারণ অনুসন্ধান করে, আমি তার প্রতিবিধান করবো, কুমার সিংহ।

কুমার। মহারাণি।

কর্ণদেবী। দেশের এই দুর্দিনে—আশা করি তোমার সবল বাহু আমাকে আপ্রাণ সাহায্য করবে।

কুমার। সকলের আগে আমি মরণ সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়বো, মহারাণি।

[ সর্দারগণ ও কুমার সিংহের প্রস্থান

অরুণসিংহের জল ও খাদ্য লইয়া প্রবেশ

কর্ণদেবী। ধর বাবা এই খাদ্য। ইচ্ছামত তুমি আমার সামনে বসে আহার কর।

দীপক। আহার করবো। আঃ! আঃ! মা মহারাণি, আজ চারদিন কিছু খাইনি—খাই—খাই মহারাণি?

কর্ণদেবী। খাও বাবা।

দীপক। হ্যাঁ হ্যাঁ খাবো। কত ক্ষুধা—কি তার জ্বালা।

খাবার তুলিয়া মুখে দিতে উদ্যত

কিন্তু, বৌদি। সেও তো চারদিন উপোসী।

দাঁড়াইল

বিক্রম। উঠ্‌লে কেন ভাই ?

কর্ণদেবী। কি হলো ? বসো—খাও।

দীপক। না। ঘরে আমার বউদিও চারদিন—হয়তো তারো বেশী না খেয়ে রয়েছে। আমি যাই। তাকে না খাইয়ে আমি কি করে খাই ?

কর্ণদেবী। ও খাদ্য তুমি একাই খেয়ে নাও। তোমার বউদির জন্ম আরো দেওয়া হবে।

দীপক। না—না—তাতে যে দেরী হয়ে যাবে। হয়তো ক্ষুধার জ্বালায় বউদি আমার মরেই যাবে। আমি যাই, আমি যাই !

কর্ণদেবী। বালক !

দীপক। মহারাণি, মাকে জ্ঞান হয়ে দেখিনি—ঐ বউদিই আমার মা—আমার সব—আমার শান্তি।

[ খাবারসহ প্রস্থান

কর্ণদেবী। বিধাতার রাজ্যে এক অপার্থিব সৃষ্টি। দুঃখে ক্লিষ্ট—কিন্তু হৃদয়-গৌরবে ধ্রুবতারার মতই উজ্জ্বল।

[ প্রস্থান

বিক্রম। সুদিন যদি পাই তবে দরিদ্রের দুঃখ আমি নিশ্চয় দূর করবো, মা।

[ প্রস্থান

———

## ষষ্ঠ দৃশ্য

### যমুনা তীরে আগ্রার সন্নিকটে গফুরের কবর ভূমি

### সময়—শেষরাত্রি

সাজি ভরা ফুল লইয়া সোফিয়ার প্রবেশ

সোফিয়া। চমৎকার প্রকৃতির প্রতিশোধ। শাহাজাদী সোফিয়ার অপূর্ব পরিণতি। সতীসাধ্বী মুঘল সম্রাজ্ঞীর মর্মছেড়া অভিশাপ বর্ণে বর্ণে ফলে গেছে। আমার নিক্ষিপ্ত গুলি আমারই মর্মভেদ করে চলে গেছে। গফুর খাঁন! প্রিয়তম! আগে আমি বুঝতে পারিনি—আমার এই শুষ্ক বুকে তোমার জন্য ভালবাসার কি গোপন উৎস লুকিয়ে আছে।.... জাগো—জাগো—ওগো আমার জীবন সর্ব্বস্ব—একবার শুধু একবার আমায় বলে যাও—আমায় তুমি ক্ষমা করেছ।

কবরের উপর লুটাইয়া পড়িল। মৃদু লয়ে যন্ত্রসঙ্গীত চলিতেছে। ধীরে ধীরে উঠিয়া ফুল দিয়া কবর সাজাইতে লাগিল

জাগো—জাগো—ওগো হৃদয় দেবতা। রাত্রি শেষ হয়ে যায়—চাঁদ ডুবে যাবার লগ্নও ঘনিয়ে এসেছে। কথা কও—কথা কও।

সোফিয়া পুনরায় কবরের উপর লুটাইয়া পড়িল। গীতকণ্ঠে প্রবেশ করিল জনৈক উদাসী

উদাসী। **গীত**

কথা কও—কথা কও
কত আর ঘুমাও প্রিয়—কথা কও কথা কও।
আমার এই আকুল ডাকে নীরব হয়ে কেন রও।

আমি জাগি তব পাশে
চাঁদ জাগে নীলাকাশে
চকোরী কাঁদিয়া কয় বুকে লও বুকে লও ॥
চাঁদ ডুবে যায়
জগৎ ঘুমায়
শেফালী ঝরিল হায়,
সযতনে গাঁথা ফুলডোর মোর
হেলায় শুকায়ে যায়,
তমসার বুকে জাগে আলো শিশু
কত আর ঘুমে রও ॥

গীতান্তে প্রস্থান। রজনী প্রভাত হইল। দেখা গেল, সোফিয়া কবরের উপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। পাখী ডাকিতে লাগিল। ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল ছিন্নবাস হুমায়ুন ও ভিস্তিওয়ালা নিজাম

হুমায়ুন। সূর্য উঠছে। ঠিক যেমন উঠেছিল কাল প্রভাতে। সব ঠিক আছে। কিন্তু আমি—আমি কি হয়েছি? ছিলাম সহস্র সঙ্গী বেষ্টিত বিলাসের রঙ্গমঞ্চে—আর আজ সঙ্গীহীন পথের পথিক! ওগো বন্ধু! উত্তাল তরঙ্গময় গঙ্গাগর্ভে শের খাঁর আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়ে যখন ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম—তখন ভাবিনি—দুনিয়ায় এমন মানুষ কেউ থাকতে পারে—যে আর্তের জীবন রক্ষার জন্য এগিয়ে আসে। বল বন্ধু—কি চাও তুমি?

নিজাম। আরে এ পাগলটা কি বলেরে! ওরে—ও বড় মানুষের বেটা, তোর কি আছে যে, তুই আমায় তা দিবি?

হুমায়ুন। সত্য—এখন আমার কি আছে! কি তোমায় দেব! তবে হ্যাঁ যদি, তুমি আগ্রার দরবারে যাও—তবে তোমাকে আশাতীত ঐশ্বর্য দিতে পারি।

নিজাম। আরে, এ বেটা পাগল, না মাতাল।

হুমায়ুন। পাগল! মাতাল! ঠিক, ঠিক বলেছ বন্ধু। শোন—তোমার নাম কি?

নিজাম। ভিস্তিওয়ালা নিজাম।

হুমায়ুন। এই আংটীটি নাও নিজাম। আগ্রায় যেয়ো—আংটি দেখালেই দ্বারী তোমাকে আমার কাছে পৌঁছে দেবে বুঝলে?

আংটি দান

নিজাম। ওরে বাঃ বাঃ! আরে এ থেকে যে আলো বেরোচ্ছে। বলি ও দেবতা—না অপদেবতা—বলি তোমার মতলবখানা কি? তুমি কে বলতো!

হুমায়ুন। আমি কে? কি উত্তর তোমায় দেব বন্ধু; আজ সারা জগতে আমার বোধ হয় একটী মাত্র পরিচয়—আমি—আমি কি? কিছু না—কিছু না। সংসার সাগরে ভাসমান একখণ্ড তৃণ মাত্র।

নিজাম। আরে তবুতো মানুষের একটা পরিচয় থাকে, তোর কি তাও নেই?

হুমায়ুন। ছিল, হয়তো আছে। কিন্তু সে পরিচয় কি করে এই মুখে উচ্চারণ করি বলত? আমি—আমি—

সোফিয়া চেতনা লাভ করিয়াছে

সোফিয়া। তুমি মহান হুমায়ুন।

হুমায়ুন। কে! কে কথা কইলে?

সোফিয়া। আমি।

হুমায়ুন। তুমি?

সোফিয়া। হ্যাঁ দিল্লীশ্বর—বাঁদী সোফিয়া।

নিজাম। দিল্লীশ্বর! ও বাঃ বাঃ। সেলাম—সেলাম—সেলাম।

[ দৌড়িয়া প্রস্থান

হুমায়ুন। তুমি এখানে?

সোফিয়া। এই আমার স্থান শাহানশাহ্‌।

হুমায়ুন। এ কার কবর? কেন এত ফুল?

সোফিয়া। গফুর খাঁনের—আমার প্রিয়তম শত্রুর।

হুমায়ুন। গফুর মৃত।

সোফিয়া। মৃত নয় নিহত।

হুমায়ুন। কে তাকে হত্যা করলে?

সোফিয়া। কে? ( উত্তেজিত ) তুমি—তুমি তাকে হত্যা করেছ।

হুমায়ুন। আমি?

সোফিয়া। হ্যা তুমি। অস্ত্র দিয়ে নয়—মহত্বে।

হুমায়ুন। সোফিয়া! তুমি বলছ কি?

সোফিয়া। ঠিকই বলছি। তোমার মহত্বে মুগ্ধ হয়েই ও পাঠানের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল—পণ ভঙ্গ করেছিল—আমার বুকভরা ভালবাসাও অগ্রাহ্য করেছিল। তাইতো ইব্রাহিম লোদীর কন্যা সোফিয়ার হস্তে লাভ করলো, সে চরম দণ্ড।

হুমায়ুন। ইব্রাহিম লোদীর কন্যা তুমি—ছিন্নবাস—রুক্ষকেশা—কবরবাসিনী।

সোফিয়া। এ তোমাদেরই অত্যাচারের নিদর্শন। আমি প্রতিশোধ নেব—প্রতিশোধ নেব। পিতৃহত্যার—প্রিয়তম হত্যার নির্মম প্রতিশোধ নেব।

হুমায়ুন। সোফিয়া।

সোফিয়া। তোমাকে আমি গলা টিপে হত্যা করবো, ঘাতক। ( অগ্রসর ) না—না, গফুর যে তোমায় বড় ভালবাসতো। তুমি যে বড়

দয়াল—বড় মহৎ। তোমার উপর প্রতিশোধ নিয়ে—প্রিয়তমের স্মৃতিকে অপমান করতে আমি পারিনা, সম্রাট।

হুমায়ুন। শাহাজাদি।

সোফিয়া। আমায় দণ্ড দিন সম্রাট। আপনার বিরুদ্ধে বহু ষড়যন্ত্র আমি করেছি। আপনার জীবননাশেরও বহু চেষ্টা আমি করেছি। গফুর খাঁনকেও আমিই হত্যা করেছি।

হুমায়ুন। তুমি করনি, শাহাজাদি। এ আমার ভাগ্যের বিধান। চল দুঃখিনী মা আমার—এই মুঘল পুত্রের গৃহে—ঠিক মায়ের মত সম্মানে।

সোফিয়া। না—না। এই তীর্থ থেকে আমায় ছিনিয়ে নেবেন না। আমি আপনার দুটি পায়ে পড়ি—এত দয়া যখন করেছেন, তখন শেষ কটা দিন এই কবরগাহেই আমাকে থাকতে দিন।

হুমায়ুন। বেশ। তোমার আকাঙ্ক্ষা আমি অপূর্ণ রাখবো না। থাক তুমি, তোমার প্রিয়তমের কবরগাহে—মুঘলের রাজকোষ থেকে তোমার সর্ববিধ ব্যয়ভার বাহিত হবে। এখন বলতো সোফিয়া—আমার বেগম কোথায়?

সোফিয়া। পাঠানের কারাগারে।

[ প্রস্থান

হুমায়ুন। কি! মুঘল লক্ষ্মী আজ পাঠানের বন্দী। এত দুঃসাহস তাদের! না—না, আর মহত্বের পূজা নয়—এবার থেকে শুধু হত্যা। যেখানে যত পাঠান পাবো—সবাইকে আমি এই তীক্ষ্ণধার খঞ্জর দিয়ে হত্যা করবো।

খঞ্জর বাহির করিয়া

হত্যা—হত্যা—

ছুটিয়া গমনোদ্যত—প্রবেশ করিল হামিদাবানু—হুমায়ুনের সহিত ধাক্কা লাগিয়া হামিদাবানু পড়িয়া গেল। ক্রোধান্ধ হুমায়ুন তাহাকেই আঘাতে উদ্যত

হুমায়ুন। হত্যা।

হামিদা। হজরৎ।

হুমায়ুন। বানু।

খঞ্জর পড়িয়া গেল

হামিদা। হজরৎ।

বুকে লুটাইয়া পড়িল

হুমায়ুন। কেমন করে তুমি মুক্তি পেলে বানু?

হামিদা। শের খাঁর মহত্ত্বে—শের খাঁর উদারতায়।

মামুদ খাঁর প্রবেশ

মামুদ। অভিবাদন দিল্লীশ্বর।

হুমায়ুন। তুমি কি আমাকে বন্দী করতে এসেছ, মামুদ?

মামুদ। না। এসেছি আপনার বেগমকে আপনার কাছে পৌঁছে দিতে।

হুমায়ুন। পাঠান।

মামুদ। আশ্চর্য হবার কিছু নাই, মুঘল—পাঠান চিরদিনই নারীর সম্মানদাতা—মহত্ত্বের সেবক—দুনিয়ার খেদমতকারী। শের খাঁর নেতৃত্বে সে আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।

হুমায়ুন। শের খাঁ এত মহৎ—এত উদার! শত্রুপত্নীকে হাতে পেয়েও সে সসম্মানে ফিরিয়ে দিয়েছে।

মামুদ। হ্যাঁ সম্রাট। এইবার চলুন আপনাকে প্রাসাদে পৌঁছে দিয়ে আসি।

হুমায়ুন। তোমার সাহসতো কম নয়—পাঠান! মুঘল রাজধানীতে তুমি স্বেচ্ছায় প্রবেশ করতে চাও?

মামুদ। চাই। কারণ পাঠান চিরদিনই দুঃসাহসী।

হিণ্ডালের প্রবেশ

হিণ্ডাল। কই কোথায় পাঠান। এই যে শয়তান—

অস্ত্র উত্তোলন

হামিদা। সাবধান। অস্ত্র নমিত করে নতজানু হয়ে পাঠানের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা কর।

হিণ্ডাল। ভাবি!

হামিদা। হুকুম তামিল কর।

হিণ্ডাল অভিবাদন করিল

জা'ন—কে এই পাঠান?

হিণ্ডাল। জানি, মুঘলের চিরশত্রু—ইব্রাহিম লোদীর পুত্র।

হামিদা। তার চেয়েও বড় পরিচয় ও তোমাদের বেগমের দেহরক্ষী।

হিণ্ডাল। দেহরক্ষী!

হামিদা। শুধু দেহরক্ষী নয়—বেগমের নারীত্বের রক্ষক। ঐ পাঠানের দয়াতেই তোমরা ফিরে পেয়েছ তোমাদের অকলঙ্কিত বেগমকে। যাও মহান পাঠান বীর! তোমাদের নেতা শের খাঁ—আমার পুত্র শের খাঁকে আমার আশীর্বাদ জানিয়ে বলো এই মহত্বের ঋণ, মুঘল চিরদিন মনে রাখবে।

মামুদ। সেলাম।　　　　[ প্রস্থান

হুমায়ুন। বেগম!

হামিদা। চলুন হজরৎ, প্রাসাদে গিয়ে শুনাব—কত মহৎ—কত উদার এই পাঠান বীর শের খাঁ।　　　　[ সকলের প্রস্থান

———

# চতুর্থ অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

বাহাদুর শাহের শিবির

বাহাদুর শাহ ও কুষ্মাণ্ডের প্রবেশ

বাহাদুর। কুষ্মাণ্ড।

কুষ্মাণ্ড। হুজুর।

বাহাদুর। কেমন লাগছে ?

কুষ্মাণ্ড। তেতো—তেতো। একেবারে নিম তেতো।

বাহাদুর। কেন ? ভাল লাগছে না বুঝি ?

কুষ্মাণ্ড। সেকি ! ভাল লাগবেনা আবার !

( সুরে ) কৃষ্ণ কালো—নিম কালো

নিম তেতো ভালবাসি।

বাহাদুর। দাঁড়াও—দাঁড়াও। বলি, এ পদরচনা কার ?

কুষ্মাণ্ড। আজ্ঞে কার আবার—

"অমূল্য এ পদাবলী অমৃত সমান।

কুষ্মাণ্ড দাস কহে শুনে পাপীবান।"

বাহাদুর। সত্যি কুষ্মাণ্ড। এবার দেশে গিয়ে তোমাকে আমি 'কপিভূষণ' উপাধি দিয়ে ধন্য করবো। বুঝলে ?

কুষ্মাণ্ড। আজ্ঞে সে তো নিশ্চয়। আপনাদের মত কপিবরের ভূষণ বলেই তো আমি অকাল কুষ্মাণ্ড। আপনাদের মত মহাবীরদের জন্যই আমার সৃষ্টি।

'তনু মন দেহ করি সমর্পণ
আজি হ'তে তোমায় হনু প্রাণধন।
ওগো কুমাণ্ডিয়া মতি
না জানি পিরীতি
গোধন চড়াতে যাই।' হেট—হেট।

রুমি খাঁর প্রবেশ

রুমি। অভিবাদন সুলতান।

কুমাণ্ড। ( স্বগত ) অসহ্য এই রুমি বেটা।

[ প্রস্থান

বাহাদুর। কি সংবাদ রুমি খাঁ? মহারাণীকে আমার আদেশ জানিয়েছিলে?

রুমি। আদেশ জানানো সম্ভব হয়নি। বরং চিতোরের রাণীই আপনাকে আদেশ করেছেন।

বাহাদুর। কি! চিতোরের রাণী আমায় আদেশ করে! এতদূর স্পর্ধা! রুমি খাঁ, সাজাও তোমার বাহিনী—ঝাঁপিয়ে পড় মেবারের বুকে—কামানের মুখে ছাই করে উড়িয়ে দাও ঐ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মেবার রাজ্যকে।

নেপথ্যে তূর্যনাদ

রুমি। তূর্যধ্বনি। কার এ তূর্যধ্বনি?

কুমাণ্ডের পুনঃ প্রবেশ

কুমাণ্ড। শ্রীকৃষ্ণের।

বাহাদুর। শ্রীকৃষ্ণের?

কুমাণ্ড। আজ্ঞে হ্যাঁ।

'বাজলো শ্যামের মোহন বাঁশী
কুঞ্জ বন মাঝে।'

রুমি। রহস্য রাখ অর্বাচীন। বল কার এ তূর্যধ্বনি?

কুষ্মাণ্ড। কার আবার—তোমার যমের—রাজপুতের।

রুমি ও বাহাদুর। রাজপুতের!

কুষ্মাণ্ড। জী!

বাহাদুর। রুমি খাঁ। আর বিলম্ব নয় সৈনিক। আমাদের দীর্ঘসূত্রতার সুযোগ নিয়ে রাজপুত এসেছে আমাদের আক্রমণ করতে। তাদের এমনি শিক্ষা দিতে হবে, যেন জীবনেও তারা তা ভুলতে না পারে।

রুমি। আমার পাঁচশত কামান একসঙ্গে অগ্নিবর্ষণ সুরু ক'রে এই স্পর্ধার যোগ্য উত্তর দেবে, সুলতান। আসুন—সিংহের মত লাফিয়ে পড়ে রাজপুতের রণপিপাসা চিরতরে অবসান করে দিই।

[ উভয়ের প্রস্থান

কুষ্মাণ্ড। ইস্! রুমি বেটার তেজ দেখ না। ভাত দেবার ভাতার নয়—কিল মারার গোঁসাই। হে মা ভংকালী—রুমি বেটার দফারফা করো, মা। আমি জোড়া ফড়িং দিয়ে পূজো দেব।

[ প্রস্থান

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য

### আগ্রার দরবার

সিংহাসনে হুমায়ুন। বন্দি-বন্দিনীগণ স্তব গান করিতেছে

### গীত

বন্দি বন্দিনীগণ।

জয় দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বর।
জয় মুঘল তিলক—দুর্বল নির্ভর।
জয় শরণাগত শরণ
জয় দুর্গতি নিবারণ,
জয় বিশ্ব পালক—অরাতু-শাসক
জয় জয় ভারত ঈশ্বর।
গঙ্গা যমুনা সিন্ধু মিলিয়া
কণ্ঠে পরাল মালা,
হিমাচল দিল তুষার কিরীট
বক্ষে সাগর মেখলা,
ভারতের তুমি ভাগ্যবিধাতা কীর্তি অবিনশ্বর॥

বন্দি-বন্দিনীদের প্রস্থান। অঙ্গুরী হস্তে হিণ্ডালের প্রবেশ

হিণ্ডাল। দাদা! একটি গরীব লোক তোমার নামাঙ্কিত এই আংটি দিয়ে বললে—সে তোমার দর্শন প্রার্থী।

আংটি প্রদান

হুমায়ুন। নিজাম! কই কোথায় সে? ডাক—ডাক ভাই নিজামকে এইখানে ডাক।

হিণ্ডাল। নিজাম!…কে এই নিজাম, দাদা?

হুমায়ুন। পার্থিব জগতে তুচ্ছ ভিস্তিওয়ালা—কিন্তু চিন্ময় জগতে বেহেস্তের আলো।

নিজামের প্রবেশ, ভয়ে বিস্ময়ে সে সঙ্কুচিত। বোকার মত চারিদিক দেখিতে দেখিতে আসিতেছে

নিজাম। ওরে বাবা! এ কোথায় এলাম রে! এ যে দেখ্‌ছি তাজ্জব ব্যাপার! একেবারে চোখ ঝলসানো কাণ্ড কারখানা।

হুমায়ুন। এস—এস দোস্ত। ভয় কি।

নিজাম। হ্যাঁ—না—তা—

সভয়ে কুর্ণিশ করিতে গেল। কিন্তু অভ্যস্ত না থাকায় সে কুর্ণিশ একটা হাস্যকর ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। হিণ্ডাল হাসিয়া উঠিল। নিজাম ভয়ে পলায়নে উদ্যত—হুমায়ুন যাইয়া ধরিল

হুমায়ুন। ওকি পালাচ্ছ কেন? এস—এস।

নিজাম। সম্রাট।

হুমায়ুন। সম্রাট নই—তোমার দোস্ত। (বসাইল) বল ভাই—কি তুমি চাও? তোমার ইচ্ছা আমি অপূর্ণ রাখবো না।

নিজাম। কি চাইবো? আমায় ছেড়ে দিন হুজুর। আমি যাই।

হিণ্ডাল। সে কি মূর্খ, এমন সুযোগ তুমি হেলায় হারাতে চাও?

হুমায়ুন। ছিঃ হিণ্ডাল। আমি যাকে দোস্ত বলেছি, তাকে মূর্খ বলা উচিত হয়নি। বল ভাই—দ্বিধা করো না—বল কি চাও?

নিজাম। তুমি—আপনি—দিল্লীর রাজা, ইচ্ছা করলে এই গরীবকে অনেক কিছু দিতে পারেন, কিন্তু কি আমি চাই? এযে বিষম সমস্যা।

হুমায়ুন। যা তোমার অভিরুচি।

নিজাম। ( স্বগত ) বাড়ীতে মাগীটা বলেছিলো রাজ্য চাইতে। তাই চাই। রাজ্য নিলে সব পাওয়া যাবে। তাই চাই।

হুমায়ুন। কি ভাবছ? বল।

নিজাম। জনাব! আমাকে অর্ধদিনের জন্য রাজ্যটা দিন।

হিণ্ডাল। শয়তান।

তরবারিতে হাত দিল

হুমায়ুন। শান্ত হও ভাই। নিজাম, তুমি আমার কাছে রাজ্য চাও? বেশ করে ভেবে বল—কি তোমার চাওয়া উচিত।

হিণ্ডাল। এই কাণ্ডজ্ঞানহীন অর্বাচীনকে চরম শাস্তি দেওয়াই উচিত।

নিজাম। হুজুর।

হুমায়ুন। হ্যাঁ হ্যাঁ, শাস্তিই দেব! এমন লোককে শাস্তি দেওয়াই উচিত। যে একদিন আমাকে—না থাক্। শোন হিণ্ডাল এই লোকটার শাস্তি ( মুকুট পড়াইয়া দিল ) এই দিল্লীর আধিপত্য।

হিণ্ডাল। সম্রাট!

হুমায়ুন। বস ভাই নিজাম—এই রত্নসিংহাসনে বস।

বসাইয়া দিল

একটা নগণ্য লোককে দিল্লীর মসনদে বসানোতে হিণ্ডাল নিশ্চয়ই খুব আশ্চর্য হয়েছ—না? কিন্তু জান, কি এর পরিচয়?

হিণ্ডাল। ওতো একটা শয়তান।

হুমায়ুন। না ভাই ও আমার জীবনদাতা। বক্সারের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে যখন আমি প্রাণের ভয়ে গঙ্গার উত্তাল তরঙ্গ গর্ভে ঝাঁপিয়ে পড়ি, তখন মৃত্যুমুখ এই হতভাগ্যকে রক্ষা করতে আর কেউ এগিয়ে আসেনি—এসেছিল তুচ্ছ এই ভিস্তিওয়ালা।

হিণ্ডাল। ভিস্তিওয়ালা!

হুমায়ুন। ভিস্তিওয়ালা হলেও সে আমার জীবনরক্ষক। তাকে অদেয় আমার কিছু নাই। কিন্তু নিজাম, তুমি বড় ভুল করেছ।

নিজাম। ভুল।

হুমায়ুন। হ্যাঁ ভুল। অর্ধদিনের জন্য মসনদ না চেয়ে যদি চিরজন্মের মত চাইতে তবু আমি তোমাকে তা দিতাম। •

হিণ্ডাল। দিতে?

হুমায়ুন। দিতাম। কারণ হুমায়ুন আর যাই হোক কৃতঘ্ন নয়—পণ ভঙ্গে অভ্যস্ত নয়।

নিজাম। সম্রাট—মহান সম্রাট।

হুমায়ুন। শোন হিণ্ডাল। অর্ধদিনের জন্য এই নূতন রাজার আদেশানুযায়ী রাজকার্য পরিচালিত হবে, এই আমি সবার কাছে চাই।

[ প্রস্থান

হিণ্ডাল। মুঘল সাম্রাজ্য হয়তো একদিন লুপ্ত হয়ে যাবে, কিন্তু মহান ভাই হুমায়ুন তোমার এই কীর্তি থাকবে চির অক্ষয় অমর হয়ে।

নিজাম। এই শোন। একটু ফুর্তিটুকুর্তির ব্যবস্থা। এই ধর গিয়ে কতকগুলো টুকটুকে গোলগাল সুন্দরী মেয়েমানুষ আর কিছু নাচগান বুঝলে?

হিণ্ডাল। জী জাঁহাপনা।

গমনোদ্যত

নিজাম। আর একটা কথা শুনে যাও। বাইরের ঘরে আমার মশকটা আছে। ওর চামড়া কেটে গোল করে•নিয়ে এস। আমি সেগুলোকে মোহর বলে চালাবো।

হিণ্ডাল। ঠিক আছে জনাব।

[ প্রস্থান

নিজাম। যাক। একটু জুৎ হয়ে বসা যাক।

মসনদের উপর পা তুলিয়া বসিল। নর্ত্তকীরা আসিয়া গান ধরিল

নর্ত্তকীগণ। গীত

ও আমাদের নূতন রাজা।
তোমার অমন চেহারা দেখে মনটা হলো তাজা॥
এলে তুমি বলদ চেপে
যেন হিঁদুর শিবঠাকুর
আমরা তোমার সতী সবাই
রঙীন প্রেমে ভরপুর ;
মৌতাতে তোমার সাজিয়ে দেব
কল্কে ভরা গাঁজা॥

নিজাম। ও হোঃ হোঃ! তোমরা আমার কলজেয় উঠে নাচগো—কলজেয় উঠে নাচো।

নর্ত্তকী। বক্‌সিস জাঁহাপনা।

নিজাম। হবে হবে, সব হবে। লাখ রূপেয়া দেউঙ্গি। তোমলোকক৷ সব কোতল করেঙ্গি।

নর্ত্তকীগণ। সেলাম।

[ প্রস্থান

নিজাম। আহা হা! চলে গেল যে। ওরে কে আছিস্ ধর—ধর।

জনৈক নাগরিক ও হিণ্ডালের প্রবেশ

নাগরিক। হুজুর, আমাদের বড় বিপদ।

নিজাম। চুপ রও বেয়াদপ। খানা—খানা লে আও। কাবাব-কোপ্তা-কালিয়া-কোর্মা-ক্ষীর-দুধ মাখন, দূর ছাই—সব কি আমি জানি—তোমাদের নবাবী খানা সব এক ধারসে লে আও। হাম বিলকুল খাউঙ্গি।

নাগরিক। হুজুর! আমাদের আরজি আগে শুনুন। আমাদের বড় বিপদ।

নিজাম। চিল্লাও মৎ। হাম বাদশা' হু। বিপদ তো হাম কেয়া করেঙ্গা। যাও—চলা যাও।

নাগরিক। হুজুর যদি আমাদের নিবেদন না শোনেন—তবে আমরা কোথায় যাবো জনাব।

হিণ্ডাল। আমারও একটা আরজি আছে, সম্রাট।

নিজাম। চট্‌পট্‌ বোলাও।

হিণ্ডাল। শের খাঁ বাংলা-বিহার অধিকার করে দিল্লী আক্রমণে আসছে। হুকুম করুন, শাহানশাহ্‌।

নিজাম। ( রাগিয়া ) এ সব চালাকি—সব চালাকি। আমাকে ফাঁসিয়ে দেবার মতলব। নেহি হোগা। বাদশাহের কাজ ও সব নয়—তার কাজ শুধু নাচ গান আর খানাপিনা। যাও।

হিণ্ডাল। না জাঁহাপনা! বাদশার দায়িত্ব বড় কঠিন। রাজ্যের শুভাশুভ তাকেই যে দেখতে হয়।

নিজাম। মৎ চেঁচাও। ডাক—ডাক তোমাদের বাদশাহকে।

হুমায়ুনের প্রবেশ

হুমায়ুন। আদেশ করুন, জাঁহাপনা।

নিজাম। হুজুর। জনাব! মালেক! আমায় আপনি ক্ষমা করুন।

পদধারণ

হুমায়ুন। কি হলো? কি হেলো?

উঠাইল

নিজাম। আমি নিজের বুদ্ধিতে কিছু করিনি, জনাব। বাড়ীতে

মাগিটা শিখিয়ে দিয়েছিল—তাই রাজ্যটা আমি চেয়ে ছিলাম। আমার কসুর মাপ করুন, জনাব।

হুমায়ুন। তুমি তো কিছু অন্যায় করনি, ভাই।

নিজাম। অন্যায় করিনি। আমি ভেবেছিলাম রাজার কাজ শুধু স্ফুর্তি করা। কিন্তু এখন দেখলাম—রাজার বড় দায়িত্ব। প্রজাদের মঙ্গলই যাদের একমাত্র কর্তব্য—তাদের অমূল্য সময় নষ্ট করে আমি খুবই অন্যায় করেছি, সম্রাট।

হুমায়ুন। না নিজাম। রাজা হলেও রাজার কর্তব্য আমরা পালন করি কৈ? যাক্। নিশ্চিন্ত মনে তুমি পাশের ঘরে গিয়ে বিশ্রাম কর, ভাই। আজ হ'তে তোমার সর্বদায়িত্ব আমার।

নিজাম। মহান বাদশার জয় হোক।

[ প্রস্থান

হিণ্ডাল। সম্রাট! দূত এই মাত্র সংবাদ দিল—শের খাঁ বাংলা বিহার অধিকার করে দিল্লী আক্রমণে এগিয়ে আসছে।

হুমায়ুন। ওঃ খোদা! একটু বিশ্রামেরও অবসর তুমি দিলে না, প্রভু।... যাও ভাই—খানখানানকে বাহিনী প্রস্তুত করতে বল।

হিণ্ডাল আমরা কি এখানে বসেই শের খাঁর অপেক্ষা করবো, দাদা?

হুমায়ুন। না ভাই। শের খাঁকে আমরা মধ্য পথে বাধা দেব। এবার হবে শেষ যুদ্ধ। হয় হুমায়ুন না হয় শের খাঁ—দুজনের একজন যাবে আর একজন থাকবে।

[ উভয়ের প্রস্থান

———

## তৃতীয় দৃশ্য

### মেবার প্রাসাদ

রাণী কর্ণদেবী, অরুণ সিংহ ও অন্যান্য সর্দারদের প্রবেশ

কর্ণদেবী। না—না, সন্ধি আমি করবো না। যতদিন মেবারে একজন লোকও থাকবে—ততদিন কিছুতেই আমরা অধীনতা স্বীকার করবো না।

অরুণ। কিন্তু মহারাণি, দুর্দ্ধর্ষ গোলন্দাজ রুমি খাঁর কামানের অগ্নিবর্ষণে সোনার মেবার যে শ্মশান হয়ে গেল।

কর্ণদেবী। সেই শ্মশানেই আমরা জীবনের প্রতিষ্ঠা করবো, অরুণ সিংহ।

অরুণ। কিন্তু—

কর্ণদেবী। আজ যদি তুচ্ছ প্রাণের ভয়ে আপনারা স্বাধীনতা বিসর্জন দেন—তবে অদূর ভবিষ্যতে আপনাদের পুত্রকন্যারা আপনাদের মত কাপুরুষের সন্তান বলে ঘৃণায় আত্মহত্যা করতে চাইবে না? কতকগুলি গোলাম জন্ম দেওয়ার অপরাধে তারা কি আপনাদের অভিসম্পাত করবে না?

অরুণ। জীবনের ভয় আমরা করি না, মহারাণি, কিন্তু অনর্থক জীবন দিতে আমরা সম্মত নই।

কর্ণদেবী। প্রয়োজন হলে আমি একাই যুদ্ধ করবো। জাতির এই দুর্দিনে যদি আর কেউ আমাকে সাহায্য নাও করে—

গীতকণ্ঠে বিক্রমজিতের প্রবেশ

বিক্রমজিৎ।　　গীত

তবে আমিই দিব জীবন বলি দেশের বেদীমূলে।
শহীদ হয়ে রইবো বেঁচে মরণ নদীর কূলে॥

কর্ণদেবী। বিক্রম! বাপ আমার!

বিক্রমজিৎ।　　পূর্ব গীতাংশ

সবাই যদি যায় চলে মা
মায়ের পূজা ফেলে,
বুকের খুনে পূজবো আমি
একা মায়ের ছেলে,
রটবে সারা বিশ্বময়,
এ রাজপুত নিঃস্ব নয়,
অতীত দিনের শৌর্য গর্ব
যায়নি সকল ভুলে।

কর্ণদেবী। পারবি—পারবি বিক্রম—এই স্বাধীনতা সংগ্রামে জীবন বলি দিতে পারবি, বাবা?

বিক্রম। কেন পারবো না মা। আমি যে পুণ্যশ্লোক শীলাদিত্য বাপ্পারাওয়ের বংশধর। আমার পিতা যে বীরশ্রেষ্ঠ মহারাণা সঙ্গ। আমি যে তোমার মত তেজস্বিনী নারীর ছেলে, মা।

কর্ণদেবী। তবে চল বিক্রম। স্বাধীনতার বেদীমূলে আমি মা, তোকে নিজের হাতে বলি দিয়ে তোর উত্তপ্ত রুধিরে হাতদুটি রঞ্জিত করে মরণ সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়িগে।

গমনোদ্যত

মেবার সর্দার। মা মহারাণী!

কর্ণদেবী। যাও—যাও শান্তিকামী মেষের দল। শান্ত গৃহনীড়ে রমণীর অঞ্চলাশ্রয়ে জীবনরক্ষা করগে। আজ হ'তে আমি মনে করবো বাপ্পারাওয়ের বংশধর পৃথিবীর বুক থেকে নির্বংশ হয়ে গেছে। রাজপুত ব'লে কোন জাত পৃথিবীতে নাই—কোনদিন ছিলও না।

কুমার সিংহের প্রবেশ

কুমার। এই মিথ্যা অপবাদ মাথা পেতে নিতে রাজপুত কখনও রাজী নয়, মহারাণি। আপনার বাক্য প্রত্যাহার করুন।

কর্ণদেবী। কিন্তু তার আগে প্রমাণ কর কুমার সিং, তুমি রাজপুত।

কুমার। কি প্রমাণ আপনি চান মহারাণি?

কর্ণদেবী। প্রমাণ! প্রমাণ চাই রুমির্খার পরাজয়। পারবে তুমি কুমার সিংহ?

কুমার। কথা যখন দিয়েছি—তখন জীবন দিয়েও চেষ্টা করবো।

গমনোদ্যত

অরুণ। দাঁড়াও কুমার সিংহ।

কুমার। কেন?

অরুণ। স্বেচ্ছায় মরণ অভিসারে এগিয়ে যেও না।

কুমার। কি করবো বল। মেবারের সর্দারেরা যেখানে গোলন্দাজ রুমির্খার গোলার ভয়ে অন্দরে বসে নারীদের জহরব্রত দেখবার সাধু সঙ্কল্প করেছে, সেখানে রাজপুতবীরের মরণ অভিসারে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আর উপায় কি বল?

[ প্রস্থান

কর্ণদেবী। আয় বাবা! দুর্গের সমস্ত রাজপুত নারীদের ডেকে জহরব্রতের আয়োজন করে যাই। যখন দেখবে রক্ষার আর উপায় নেই

—তখন চিরাচরিত প্রথামত তারা ঝাঁপ দিয়ে পড়বে ঐ আগুনের বুকে—বিলিয়ে দেবে তাদের অমূল্য জীবন জহর ব্রতের ক্ষুধিত মুখগহ্বরে।

গমনোদ্যত

অরুণ। শান্ত হোন—শান্ত হন মহারাণি। জহর ব্রতের বীভৎসতা আর দয়া করে চিতোরে অনুষ্ঠিত করবেন না।

কর্ণদেবী। আর তা হয় না অরুণ সিংহ। দেখতে পাচ্ছ না ক্ষুধিত চিতোরেশ্বরীর কংকালসার মূর্তি চিতোরের ভাগ্যাকাশে ভেসে উঠেছে? শুনতে পাচ্ছ না, তার মর্মভেদী নিদারুণ কণ্ঠস্বর—ম্যাঁয় ভুখা হু—ম্যাঁয় ভুখা হু—ম্যাঁয় ভুখা হু!—

সহসা আবির্ভূত হইল এক কংকালসার কালিকা মূর্তি—কণ্ঠে তার ম্যাঁয় ভুখা হু' ধ্বনি

সকলে। একি! কে? কে?

গীতকণ্ঠে চারণের প্রবেশ

চারণ।　　গীত

ও যে ক্ষুধিত মেবার জননী।
কণ্ঠে উহার উঠিছে রণিয়' ম্যাঁয় ভুখা হু' ধ্বনি॥
ওর বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা
গ্রাসিছে সুষমা সুধা,
উগারিছে যত বিষের জ্বালা—সংহারী রমণী॥

সকলে। চারণ!

চারণ।　　পূর্ব গীতাংশ

রক্তলোলুপা-করালবদনা
চাহিছে রক্ত—রক্ত দেনা
রক্তের ধারে তোল রে জ্বালায়ে
প্রলয় ঝঞ্ঝা অশনি॥

[ কালিকা মূর্তির অন্তর্ধান। চারণের প্রস্থান

অরুণ। শান্ত হ' মা চিতোরেশ্বরী, শান্ত হ'। বুকের রক্ত দিয়েও আমরা তোর বিশ্বগ্রাসী তৃষ্ণা নিবারণ করবো, তবু রক্ষা কর মা এই সোনার মেবারকে।

কর্ণদেবী। রক্ষা যদি পেতে চাও—তবে ছুটে যাও অরুণ সিংহ দ্রুতগামী অশ্বপৃষ্ঠে আমার রাখী-ভাই হুমায়ুনের কাছে, আমার এই দুর্ভাগ্যের বার্তা নিয়ে। তাকে আমার লিপি দিয়ে আমার অনুরোধ—না—না, ভগ্নীর দাবী জানিয়ে বলবে, তার রাখীবোন কর্ণদেবী মেবারের চরম দুর্ভাগ্য কয় তার রাখী-ভাইয়ের সাহায্য প্রার্থী।

[ প্রস্থান

সকলে। জয় মহারাণী কর্ণদেবীর জয়।
জয় রাখী ভাই হুমায়ুনের জয়।

[ সকলের প্রস্থান

———

## চতুর্থ দৃশ্য

### সতী সিংহের বাটী

প্রবেশ করিল খাবারের পাত্র হস্তে দীপক। ক্ষুধাতৃষ্ণায় সে প্রায় মরণোন্মুখ

দীপক। বউদি! বউদি। তাইতো বউদি কোথায় গেল?

হাঁপাইতে লাগিল। একটী করুণ সুর বাজিয়া উঠিল

ভগবান, আর তো পারি না। আজ চারদিন উপবাসী। বড় ক্ষুধা। এত খাবার আমার হাতে তাও খাইনি। বউদিকে না খাইয়ে আমি তো

খেতে পারি না।....একি! সব যে অন্ধকার হয়ে আসছে—পৃথিবীটা কাঁপছে—একি ভূমিকম্প! ওঃ! মাগো!

পড়িয়া গেল, প্রবেশ করিল কল্যাণী, আঁচলে কিছু খুদ

কল্যাণী। ভগবান, ভিক্ষের ঝুলিই যখন তুলে দিলে তখন দেখো দীপকের জীবন যেন রক্ষা করতে পারি।

দীপক। মা গো—বউদি।

কল্যাণী। কে? দীপক!

আঁচল হইতে খুদ পড়িয়া গেল, সে যাইয়া দীপকের মাথা কোলে তুলিয়া লইল

দীপক—ওরে দীপক।

দীপক। বউদি। দেখ কত খাবার। আমি নিজে না খেয়ে একসঙ্গে খাবো বলে নিয়ে এসেছি। আমার সময় হয়ে এসেছে—আমি তো খেতে পারলাম না—তুমি কিন্তু পেট ভরে খেও। আঃ!

কল্যাণী। (ক্রন্দন) দীপক! ওরে এ তুই কি বলছিস্?

দীপক। জানি আমার জন্য তোমার খুব দুঃখ হবে। কিন্তু কি করব বল—উঃ! বউদি, এত অন্ধকার কেন?

কল্যাণী। কই—অন্ধকার কোথায়? এইতো চমৎকার আলো রয়েছে।

দীপক। আমি যাই, বউদি! একটা অনুরোধ, দাদাদের তুমি ভালবেসো। ওরা কিন্তু সত্যই রত্ন। আজ কেউ ওদের চিনলে না, কিন্তু একদিন আসবে যেদিন ওদের জন্য সারা পৃথিবী কাঁদবে। আঃ!

কল্যাণী। দীপক! ভাই আমার।

দীপক। আমার জন্য তোমার মন খুব খারাপ লাগবে, তা আমি জানি। তুমি এক কাজ করো—একটা ঠোঙায় ভরে কিছু খাবার আমার

নাম করে নদীর জলে ভাসিয়ে দিও। আমি যেখানেই থাকি—ও খাবার নিশ্চয় পাবো। ব-উ-দি—আঃ বি দা-য়।

মৃত্যু

কল্যাণী। দীপক! দীপক!...নেই—নেই—সব শেষ! ওঃ ভগবান!

লুটাইয়া পড়িল। ক্ষণপরে চেতনালাভ করিয়া দীপককে কোলে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মাথার কাপড় পড়িয়া গিয়াছে। চুলগুলি আলুলায়িত —উদাস দৃষ্টি—দুই চক্ষে জলধারা—ঠোঁট দুটী অব্যক্ত ব্যথায় কাঁপিতেছে। ধীরে ধীরে সে প্রস্থান করিল।

ক্ষণপরে সতীসিংহের প্রবেশ

সতী। না! ক্রমে যেন গতি মোর হইছে মন্থর।
কত না আনন্দভরে কত না পুলকে
ছুটেছিনু গৃহপানে দেখাতে কল্যাণীরে
যোগ্যতার পূর্ণ নিদর্শন। কিন্তু হায়!
যতই গৃহের কাছে আসিতেছি আমি
তত যেন ভয় ভীতি গ্রাসিছে আনন্দ!
গিয়েছিনু অন্নাভাব মিটাবার লাগি
অর্থোপার্জন হেতু। কিন্তু চরম সুযোগে
সে মহেন্দ্র লগনে—হারায়ে চেতনা হায়
কি করিনু আমি? আসিনু লইয়া
শুধু পুষ্পের অঞ্জলি। নাঃ!
আমা হ'তে কোন কার্য হবে না ধরায়।

প্রবেশ করিল হরিসিংহ

হরি। যা বাবা! দিয়েছি মেরে। এত বড় সম্মান কার ভাগ্যে

ঘটে। কিন্তু 'ক্রেনেতা ক্রেনেতা ধা'—বউদি কি বলবেন? এই যে দাদা! কখন এলে?

সতী। ক্ষণপূর্বে।

হরি। তা বেশ। 'গাদ্দি ঘেনে ধা' রাস্তায় শুনে এলাম তোমার অভিনয়ের জয়জয়কার। স্বয়ং মেবারের মহারাণী নাকি অভিনয়ে তুষ্ট হ'য়ে তোমাকে পুরস্কৃত করেছেন। বেশ! বেশ। খুব সুন্দর! সত্যি তুমি একজন শিল্পী।

সতী।　　আরে দূর! কেবা শিল্পী? আমি?
　　　　না—না, ওরে অনুজ, শিল্পী বটে তুই।
　　　　শুনিলাম অম্বর নৃপতি শুনি তোর
　　　　তবলা সঙ্গত, ভারতের শ্রেষ্ঠতম
　　　　গুণীদের একজন বলি দিয়েছে সম্মান।
　　　　যোগ্য পুরস্কারে তোরে করেছে ভূষিত,
　　　　সত্য। ধন্য আমি তোর মত অনুজের
　　　　জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলে।

হরি। সে কি দাদা! তুমি যা অভিনয় করেছ—শুনলাম—তাতে নাকি রাজপুতনার মুখ উজ্জ্বল হয়ে গেছে! কতদিন না বুঝে তোমার অভিনয়কে অমর্যাদা করেছি। ছোট ভাই বলে তুমি আমায় ক্ষমা কর।

সতী।　　ক্ষমা। ক্ষমা কিরে গুণবান ভাই।
　　　　আমিও করিয়াছি বিদ্রূপ তোরে—
　　　　না বুঝিয়া তবলার গুণ। এতদিনে
　　　　অবসান বিতর্কের যদি—আয়,
　　　　আয় ওরে প্রাণের অনুজ—
　　　　বক্ষে আয় মোর।

হরি। দাদা!

সতী। ভাই!

আলিঙ্গন

হরি। কিন্তু দাদা! রাজসভা থেকে কি আনলে তাতো দেখালে না। নিশ্চয় অনেক সোনা-দানা বউদিকে দিয়েছ?

সতী। হরি!

হরি। একি! তোমার চোখ মুখ এমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল, কেন?

সতী। ওরে, হরি। অপদার্থ! অপদার্থ আমি।
স্বেচ্ছাদত্ত অনুগ্রহ দু'পায়ে দলিয়া—
আনিয়াছি তুচ্ছ এক রক্ত গোলাপ
অঞ্জলি ভরিয়া। সত্যি বড়ই অকেজো।
আমি—বড় অপদার্থ।

হরি। না দাদা। তুমি শিল্পীর যোগ্য কাজই করেছ। রক্ত গোলাপ অর্থের দিক দিয়ে তুচ্ছ হলেও সম্মানের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠতম।

সতী। যাক! আমি না হয় গিয়াছি হারিয়া
কিন্তু ভ্রাতা মোর হরিসিংহ যোগ্যতম
গুণ। তুমি তো এনেছ ভরে ধনরত্ন
লক্ষ্মীর ঝাঁপি।

হরি। না দাদা! অর্থোপার্জনের প্রতিযোগিতায় আমি নির্মম ভাবে হেরে গেছি।

সতী। সেকি! তুমিও বঞ্চিত ভাই?

হরি। বঞ্চিত। কি করবো দাদা! অম্বরাজ আমাকে ইচ্ছানুযায়ী যখন পুরস্কার প্রার্থনা করতে বললেন—তখন আনন্দে বিহ্বল, আমি তাঁর করে পুষ্পমাল্যটাই চেয়ে বসলাম। এই দেখ ( মালা বাহির

করিয়া ) ফুল শুকিয়ে গেছে—পাপড়িও অনেক ঝরে গেছে—তবু বহু যত্নে বুকে করে রেখেছি।

সতী। হরি!

হরি। দাদা!

সতী। সত্য তুই শ্রেষ্ঠ শিল্পী ভাই। কিন্তু কল্যাণীরে
　　কি বলিব হরি ?

দীপককে কোলে লইয়া প্রবেশ করিল উদ্‌ভ্রান্ত কল্যাণী

কল্যাণী। কিছুই বলতে হবে না।

হরি। বউদি!

কল্যাণী। যার জন্য তোমাদের আমি কটূক্তি করতাম—তোমাদের শিল্প সাধনায় বাধা জন্মাতাম—সে আর নেই।

সতী ও হরি। দীপক নেই!

কল্যাণী। না! শিল্প সাধনায় মেতে সংসারের যে দু'টি নগণ্য প্রাণকে তোমরা অগ্রাহ্য করে এসেছে—চেয়ে দেখ্—তারই একটি এই দীপক ঐ খাদ্য চেয়ে এনেছিলো অভাগী এই বউদিকে খাওয়াবে বলে।

সতী। কল্যাণী!

কল্যাণী। চারদিন উপবাসী। ক্ষুৎপিপাসায় কণ্ঠাগত প্রাণ—হাতের কাছে লোভনীয় খাদ্য—তবু সে খাদ্য স্পর্শ করেনি। ক্লান্তিতে পা দুটো ভেঙ্গে এসেছে—তবু সে থামেনি। তার বউদিকে না খাইয়ে সে তো খেতে পারে না। উঃ! কল্যাণী! রাক্ষসী! খা-খা—খুব খা—দীপককে খেয়েছিস—এবার সংসারটাকে গ্রাস কর। হাঃ হাঃ হাঃ!

চোখে জল

হরি। বউদি!

কল্যাণী। কে? কে ডাকে 'বউদি'। না—না—ও নামে আর আমায় ডেকো না—ডেকো না। আমি সইতে পারি না।

সতী। তুমি প্রকৃতিস্থ হও কল্যাণী। দীপকের মৃত্যুর প্রায়শ্চিত্ত আমি করবো। আজ আমি স্পষ্ট বুঝলাম—এদেশে শিল্প সাধনা করতে হলে, পেচকের পদ লেহন করা ছাড়া উপায় নেই। তাই যদি করতে হয় —তবে রাজহংসকে বলি দিয়েই পেচকের সাধনা করব!

হরি। সত্যি দাদা, পেচকের পাখার তলায় যখন রাজহংসের স্থান তখন আর রাজহংসের সেবা নয়। প্রতিজ্ঞা করেছি, এবার থেকে নির্মম ভাবে পেচকের পুজোই করবো। তবলা আর বাজাবো না।

সতী। অভিনয় আর জীবনে করবো না।

কল্যাণী। না—না, তা হয় না। তোমরা শিল্পী—পৃথিবীর আদর্শ। দীপক মরবার সময় বলে গেছে—আজ তোমরা অবজ্ঞেয় হলেও, একদিন সারা পৃথিবী তোমাদের জন্য কাঁদবে।

সতী ও হরি। দীপক—এই কথা বলেছে।

কল্যাণী। হ্যাঁ হ্যাঁ—শিল্পী না হলেও তোমাদের বড় শ্রদ্ধা করতো আমার এই দীপক! ওঃ দীপক! দীপক!

সতী ও হরি। দীপক! দীপক!

দীপককে ধারণ

কল্যাণী। চুপ! বেশী কথা কয়ো না। ঘুম ভেঙ্গে যাবে। আমি যাই—আমি যাই। দীপকের আমার বহ্ন্যুৎসবের আয়োজন করিগে।

[ প্রস্থান

সতী। ভগবান! শিল্পী সাধনার যোগ্য পুরস্কার! ওঃ! হরি,

দীপকের সৎকার করে আর গৃহে নয়—যাবো আমি মরণ উৎসবে—জীবনটাকে শান্তির বুকে উৎসর্গ করতে।

[ প্রস্থান

হরি। চমৎকার ( ফুলের মালা বাহির করিয়া ) ফুলের মালা আর হাততালি চমৎকার! বিদায়—বিদায় আমার প্রিয় সঙ্গী তবলা—বিদায়। যথা হবে যুদ্ধক্ষেত্রে যন্ত্রীসংঘের মধ্যমণিরূপে। ওঃ! মৃত্যু! তুমি কোথায়? কতদূরে?

[ প্রস্থান

———

# পঞ্চম অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

### প্রাসাদ

প্রবেশ করিল হুমায়ুন ও হিণ্ডাল

হুমায়ুন। কোথায়—কতদূরে আফগান বাহিনী?

হিণ্ডাল। বাংলা-বিহার অধিকার করে রোটাস্ দুর্গে সমস্ত শক্তি একত্রিত করে এগিয়ে আসছে দিল্লী আক্রমণে।

হুমায়ুন। দিল্লী আক্রমণের সাধ এইবার চুরমার করে দেব।

হিণ্ডাল। কিন্তু দাদা, বড় দুর্ধর্ষ এই পাঠান বাহিনী।

হুমায়ুন। ততোধিক দুর্ধর্ষ এই মুঘল বাহিনী। সহস্রগুণ শক্তি নিয়েও পানিপথের প্রান্তরে পাঠান পরাজিত হয়েছিল।

হিণ্ডাল। ভুলে যেওনা দাদা, ইব্রাহিম লোদী ছিল অত্যাচারী। সারা দেশ গিয়েছিলো তার বিরুদ্ধে ক্ষেপে! তাই সহজসাধ্য হয়েছিল পাঠান ও রাজপুতের সহায়তায় এই ভারতবর্ষ জয়। কিন্তু এবারের প্রতিদ্বন্দ্বী মহানুভব শক্তিমান শের খাঁ।

হুমায়ুন। এখানেই আমার চরম ভয় ভাই। দুনিয়ায় কোন শক্তিকেই হুমায়ুন ভয় করে না—কিন্তু মহানুভবতার দ্বারে হুমায়ুন চির পরাজিত! হাতে পেয়েও যে শত্রুপত্নীকে সসম্মানে উপযুক্ত রক্ষী দিয়ে শত্রুর ঘরে পাঠিয়ে দেয়—সে যে কত বড় শত্রু, তা ভাবতেও বুকটা কেঁপে ওঠে।

হিঙাল। তুমি কি ভয় পেলে দাদা?

হুমায়ুন। ভয় নয় ভাই—ভাবনা! যদি কোনদিন শের খাঁকে সামনে পাই, তবে তার অঙ্গে কি করে যে অস্ত্রাঘাত করবো, তাই ভেবে আমি চিন্তিত হয়ে পড়েছি।

অরুণসিংহের প্রবেশ

অরুণ। সম্রাটের জয় হোক।

হুমায়ুন। রাজপুতনার দূত! কি চাও তুমি?

অরুণ। গুর্জর-সুলতান বাহাদুর শাহের আক্রমণে মেবার আজ বিপন্ন। তার রক্ষার জন্য মেবারের মহারাণা তার রাখী ভাইয়ের কাছে সাহায্য কামনা করেছেন। এই তার পত্র।

পত্র দান ও হুমায়ুনের পত্র পাঠ

হুমায়ুন। বাহাদুর শাহ্। বাহাদুর শাহ্। হিঙাল!

অরুণ। সম্রাট!

হুমায়ুন। আমি সংবাদ পেয়েছিলাম বাহাদুর শাহ মালব আক্রমণ করেছে। কিন্তু এত শীঘ্র যে সে মালব অধিকার করে মেবার আক্রমণ করতে পারে, সে ধারণা আমার ছিলনা।

হিঙাল। তার আফগান সেনাপতি রুমি খাঁর মত শ্রেষ্ঠ গোলন্দাজ ভারতের বুকে একটিও নেই।

অরুণ। রুমিখাঁর অগ্নিবর্ষণে সোনার মেবার আজ মহাশ্মশানে পরিণত হয়েছে

হুমায়ুন। মেবার শ্মশান! আমার পরমস্নেহের রাখীবোন কর্ণদেবীর সাধের মেবার আজ গোলন্দাজের অগ্নিবর্ষণে ভস্মীভূত! হুমায়ুন, তুমি জীবিত না মৃত?

হিওাল। দাদা!

হুমায়ুন। পঞ্চাশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্ত আমাকে দিয়ে অবশিষ্ট সৈন্তসহ খানখানান বৈরাম খাঁর সঙ্গে তুমি শের খাঁকে বাধা দেবার চেষ্টা কর।

হিওাল। তুমি?

হুমায়ুন। আমি যাবো অশ্বারোহী সৈন্ত নিয়ে আমার রাখীবোনের নিমন্ত্রণে।

হিওাল। এমন সংকটজনক মুহূর্তে।

হুমায়ুন। ভগ্নীর বিপদের চেয়ে অন্ত সংকট আমার বড় নয়, হিওাল।

হিওাল। দূত কিছুক্ষণ আগে সংবাদ এনেছে, শের খাঁ সসৈন্তে দিল্লী হতে মাত্র ত্রিশ মাইল দূরে শিবির ফেলেছে। আগামী ভোরেই হয়তো তার অভিযান সুরু হবে।

হুমায়ুন। তুমি প্রস্তুত হও, হিওাল। আমি এখনই মেবার যাত্রা করবো।

হিওাল। শত্রুকে মুখোমুখী রেখে মেবার যাত্রা!

হুমায়ুন। হাঁ্যা হিওাল, মেবার যাত্রা। যদি শক্তি থাকে পাঠানকে বাধা দেবার চেষ্টা করো। যদি শের খাঁর সাক্ষাৎ পাও, তাকে বলো হুমায়ুন ভয়ে রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করেনি—রণক্ষেত্র ত্যাগ করেছে—কর্তব্যের আহ্বানে।

অরুণ। এত মহৎ আপনি শাহানশাহ্!

হুমায়ুন। এ মহত্বের প্রশ্ন নয় রাজপুত, এ ভগ্নীর প্রতি ভ্রাতার কর্তব্য।

হিওাল। এর পরিণাম কি জান, দাদা?

হুমায়ুন। হয়তো দিল্লীর আধিপত্য হারাতে হবে।

হিওাল। দিল্লীর মসনদ যাক্—এই কি আপনি চান সম্রাট?

হুমায়ুন। যাক্ আমার দিল্লীর মসনদ—যাক্ আমার ভারত সাম্রাজ্য, তবু রক্ষিত হোক আমার হিন্দুবোনের মর্যাদা—এই মুসলিম ভাইয়ের সাহায্যে।

অরুণ। আপনার মহত্বের দুয়ারে রাজপুতের হাজারো হাজারো প্রণাম।

হিণ্ডাল। মরণ উৎসবে যেতে ওঠবার আগে ওগো আমার শত্রু পদবাচ্য বৈমাত্র ভ্রাতঃ, তোমার চরণতলে বিস্ময় বিমুগ্ধ অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে যাই। এস রাজপুত, গ্রহণ কর এই মুঘলের আতিথ্য।

[ অরুণসিংহ সহ প্রস্থান

হুমায়ুন। ওগো সর্বশক্তিমান খোদাতালা, আমায় তুমি দোয়া কর প্রভু, যেন আমার হিন্দুবোনের মর্যাদা আমি রক্ষা করতে পারি।

হামিদাবানুর প্রবেশ

হামিদা। হজরৎ!

হুমায়ুন। এস—এস বেগম।

টানিয়া কাছে নিল

হামিদা। আপনি যেন খুব চঞ্চল হয়ে উঠেছেন, হজরৎ!

হুমায়ুন। জান না বেগম, আমার বুকের ভেতর কি তুমুল আলোড়ন হচ্ছে। মহাশত্রু শের খাঁ দিল্লীর সিংহদ্বারে লৌহ শৃঙ্খল হাতে নিয়ে অপেক্ষা করছে মুঘল সম্রাটকে আপ্যায়িত করতে। দুর্বৃত্ত বাহাদুরশাহ হিন্দু-বিধবার সর্বস্ব গ্রাস করবার জন্য লোলজিহ্বা প্রসারিত করে মেবারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। একদিকে ভারত সাম্রাজ্য—অন্যদিকে আমার রাখীবোন কর্ণদেবী। বলতো বেগম আমি কাকে রক্ষা করি?

হামিদা। ভারত সাম্রাজ্য পার্থিব সম্পত্তি—কিন্তু ভগ্নির ভালবাসা অপার্থিব, সম্রাট।

হুমায়ুন। বোনকে রক্ষা করতে গিয়ে হয়তো দিল্লী হারাতে হবে, বেগম।

হামিদা। যাক দিল্লী—তবু ভগ্নির সাহায্যে আপনি বিরত হবেন না, হুজরৎ।

হুমায়ুন। বাহ্, তোমার মত নারীরত্ন যার ঘরে তার জয় অবশ্যম্ভাবী। যাও বেগম, মালা গেঁথে রাখ। আমি চল্লাম মেবার রণাঙ্গণে, মৃত্যুর রাজত্বে। যদি ফিরি গাঁথা মালা আমার গলে পড়িয়ে দিও। আর যদি না ফিরি—তবে ঐ মালা যমুনার জলে ভাসিয়ে দিও।

গমনোদ্যত

হামিদা। ঐ দেখুন হুজরৎ—কি প্রলয়ংকর ঝড় ?

হুমায়ুন। ঝড় নয়, ঝড় নয় বেগম। সমাধির বুক হতে মহাঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠেছে মৃত বাবরশাহের বিদেহী আত্মা। কর্ত্তব্যপালনে দ্বিধাযুক্ত পুত্রকে ঐ তার রক্ত আঁখির বিজলী চমকে শাসন করে গম্ভীর মেঘমন্দ্রে তার কর্ত্তব্য স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, ঐ শোন—ঐ শোন বেগম, পিতা আমায় ঝড়ের হাওয়ায় আহ্বান করছে রাখী-বোনের মর্যাদা রাখতে, কাল বিলম্ব না করে ছুটে যেতে। আমি যাই—আমি যাই।

[ প্রস্থান

হামিদা। হুজরৎ! হুজরৎ!

[ প্রস্থান

নেপথ্যে রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। শোনা গেল হুমায়ুনের উদাত্ত কণ্ঠস্বর

হুমায়ুন। ( নেপথ্যে ) চালাও—চালাও ঘোড় সওয়ার, ঝড়ের মাতন থামিয়ে দিয়ে রোজ-কেয়ামতের হুংকার জাগিয়ে জোড় কদমে ঘোড়া চালাও। মেবার—মেবার—মেবার।

———

## দ্বিতীয় দৃশ্য

### দুর্গ মধ্য

নেপথ্যে কামান গর্জন। ধ্বনিত হইল—'জয় বাহাদুর শাহের জয়।'
কৃপাণ হস্তে ছুটিয়া প্রবেশ করিল যুদ্ধ সাজে সজ্জিতা কর্ণদেবী।
[সঙ্গে আসিল কৃপাণ হস্তে রাজপুতরমণীরা

কর্ণদেবী। ঐ—ঐ শত্রুর জয়ধ্বনি! মদমত্ত বাহাদুর শাহের বিকট উল্লাসধ্বনি! ভগ্নিগণ, তোমরা রাজপুতনারী। একবার সমবেতকণ্ঠে মেবারের জয়ধ্বনি দিয়ে থামিয়ে দাও ঐ পৈশাচিক বর্বরতার উল্লাস ধ্বনিকে। বল রাজপুতমেয়েরা—"জয় জন্মভূমি মেবারের জয়।"

রাজপুতরমণীগণ। "জয় জন্মভূমি মেবারের জয়।"

কামান গর্জন

কর্ণদেবী। ঐ দুর্গ প্রাচীর ধ্বসে পড়লো। ভগ্নিগণ! দুর্গ প্রাচীর সংস্কারের সময় নেই। যতক্ষণ দুর্গ-প্রাচীর গড়ে তোলা না হয় ততক্ষণ ঐ শূন্যস্থান প্রাচীর হয়ে তোমরাই পূর্ণ করগে। শত্রুদের দেখিয়ে দাও, রাজপুতমেয়েরা কি ভীষণ—কি ভয়ংকর! কেমন করে তারা মরণকে আলিঙ্গন করে।

রাজপুতরমণীগণ। আমরা মরবো তবু শত্রুকে দুর্গে প্রবেশ করতে দেব না।

[ প্রস্থান

কর্ণদেবী। ভগবান! শেষ রক্ষা বুঝি হলো না! শত্রুর গ্রাস হতে মেবারকে বুঝি রক্ষা করতে পারলাম না! ওঃ! মেবার! আমার সোনার মেবার!

গীতকণ্ঠে বিক্রমজিতের প্রবেশ

বিক্রম। **গীত**

মেবার! ওগো আমার সোনার মেবার।
শ্যামল অঙ্গে পড়িছে ঝরিয়া উষ্ণ শোণিত ধার॥
কত সুধা মাগো চিতোরেশ্বরী,
কত রক্ত নিবি খর্পর ভরি,
আজো কি মিটেনি মরণ তৃষ্ণা
কত খুন নিবি আর।
কত জীবনের হলো বলিদান,
থেমে গেল মাগো কত কথা গান,
কত যে কুসুম অকালে ঝরিল,
কোল খালি মা'র॥

কর্ণদেবী। বিক্রম! বাপ আমার!

বিক্রম। মা।

কর্ণদেবী। কি হবে বিক্রম? সোনার মেবার যে শ্মশান হয়ে গেল।

বিক্রম। এই শ্মশানেই আবার ফুল ফুটবে মা। স্বদেশ প্রেমের উজ্জ্বল আভায় আবার এই শ্মশান গুলবাগে পরিণত হবে।

কর্ণদেবী। বিক্রম!

বিক্রম। আমি যাই মা। শত্রুর উপর শেষ আঘাত হানতে।

[ প্রস্থান

কামান গর্জন

কর্ণদেবী। ঐ—ঐ আবার প্রাচীর ধ্বসে পড়লো। কেউ কি নেই ঐ শূন্য স্থান নিজের জীবন দিয়েও পূর্ণ করতে পারে?

সতী সিংহের প্রবেশ

সতী। আমি পারি।

কর্ণদেবী। অভিনেতা!

সতী। অভিনেতা হলেও আমি মেবারের সন্তান। ব্যর্থ জীবনের অবসান করতে ছুটে এসেছি এই মরণ উৎসবে যোগ দিতে। আদেশ করুন—ঐ শূন্যস্থান আমি বুক দিয়ে পূর্ণ করি।

কর্ণদেবী। এমনি ভাবে ব্যর্থ মৃত্যু কেন তুমি বরণ করবে, নটশ্রেষ্ঠ?

সতী। জ্বালা—এই বুকটায় বড় জ্বালা, মহারাণি। আমার অভিনয় সাধনা আমাকে কি পুরস্কার দিয়েছে—জানেন?

কর্ণদেবী। কি?

সতী। অনাহার—কনিষ্ঠের অকাল মৃত্যু—পত্নীর উন্মত্ততা। আমি যাই—আমি যাই মহারাণী, ঐ মুক্তি সংগ্রামের শহীদ হয়ে আমার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে।

[ প্রস্থান

কর্ণদেবী। ভুল নয়—ভুল নয় শিল্পী। তোমার সাধনায় তুমি সিদ্ধিলাভ করেছ। যদি কোনদিন সুদিন পাই—তবে তোমার স্মৃতি আমি অক্ষয় করে রাখবো।

কুমার সিংহের প্রবেশ

কুমার। চমৎকার ভারত! চমৎকার তোমার শিল্পীর পূজা পদ্ধতি।

কর্ণদেবী। কুমার সিংহ!

কুমার। যে শিল্পী সারা জীবনভোর পেয়ে গেল শুধু লাঞ্ছনা-উপহাস-অনাহার—তার মৃত্যুর পর এই স্মৃতির পূজা শুধু নিরর্থক নয়—নিদারুণ নির্মমতা।

কর্ণদেবী। কুমার সিংহ!

কুমার। ঐ হতভাগ্য অভিনেতা আপনারই রাজ্যের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। অথচ দুর্ভাগ্যের কালো মেঘ জমাট বেঁধে ওকে চিরদিন গ্রাস করে রইল। এর জন্য দায়ী কে বলতে পারেন?

কর্ণদেবী। কে?

কুমার। আপনারা, লক্ষ্মীর বরপুত্রেরা। আপনাদের ঔদাসীন্যেই এমনি কত সুগন্ধি-কুসুম যে অকালে শুকিয়ে গেল কে তার সন্ধান রাখে।

কর্ণদেবী। কুমার সিংহ!

কুমার। যারা এই উষর পৃথিবীটাকে রূপ-রস-গন্ধ দিয়ে মধুর সরস করে তুলে', তারাই পেল বিষের জ্বালা—তারাই হলো পৃথিবীর দুর্ভাগা আর যারা অর্থের গদিতে বসে সেই রস শোষণ করে নিল—তারাই হলো সভ্য জগতের শীর্ষস্থানীয়—ধরিত্রীর বরপুত্র। চমৎকার! চমৎকার! মহারাণী—চমৎকার আপনাদের সামাজিক ব্যবস্থা।

কর্ণদেবী। তোমার এই অভিযোগ নির্মম হলেও মিথ্যা নয়। আজ এই স্বাধীনতার পুণ্য যজ্ঞভূমে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করছি—যদি দিন পাই তবে আমার রাজ্যে শিল্পীর মর্যাদা হবে সবার উপরে।

আহত হরিসিংহের প্রবেশ

হরি। আবার বলুন মহারাণী—আবার বলুন। মৃত্যুর 'পরে ঢলে পড়বার আগে কর্ণকুহর তৃপ্ত ক'রে শুনে যাই—শিল্পীর মর্যাদা সবার উপরে।

কর্ণদেবী। কে তুমি যুবক?

হরি। আপনার মুক্তিসংগ্রামের যন্ত্রীসঙ্ঘের মধ্যমণি। বিদায়—মহারাণী বিদায়।

কর্ণদেবী। শিল্পী! শিল্পী!

হরি। আমায় আর কেন মা? যদি পারেন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবেন, ভারতের মাটিতে আর যেন শিল্পীর জন্ম না হয়।

[ প্রস্থান

কর্ণদেবী। আজ আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি, কুমারসিংহ, যদি এই ভারতবর্ষে লক্ষ্মীর বরপুত্রেরা শিল্পীদের সর্ব প্রযত্নে রক্ষা না করে, তবে

এমন একদিন আসবে যেদিন ভারতের ঐতিহ্য, কৃষ্টি এবং সভ্যতা চিরতরে লুপ্ত হয়ে যাবে।

কামান গর্জন। প্রবেশ করিল বিক্রমজিৎ

বিক্রম। দুর্গের সমস্ত গোলা বারুদ নিঃশেষ হয়ে গেছে, মা।

কর্ণদেবী। তবে উপায় ?

কুমার। কেন ? এখনো রাজপুতের হাতে তরবারি রয়েছে, বাহুতে প্রমত্ত হস্তীর বল রয়েছে।

কর্ণদেবী। কুমারসিংহ।

কুমার। এস—কে আছ বীর কে আছ দেশসেবক, কে আছ মাতৃ-মুক্তির সাধক, সিংহদ্বার উন্মুক্ত করে এস আমার সঙ্গে শত্রুর বুকে উল্কার মত ঝাঁপিয়ে পড়ে, দেশের জন্য শহীদ হতে।

[ প্রস্থান

কর্ণদেবী। যাও কুমারসিংহ, স্বদেশের জন্য তোমাদের আত্মোৎসর্গের কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে।

বিক্রম। কিন্তু মা, যে আশায় বুক বেঁধে বাদশাহের কাছে সংবাদ পাঠালে বুঝি সে আশা সফল হলো না, মা ?

কর্ণদেবী। না বিক্রম, আমার স্থির বিশ্বাস, সাহায্য আমরা পাবো। মুঘল সম্রাট হুমায়ুন তার রাখীবোনকে রক্ষা করতে নিশ্চয় ছুটে আসবে।

নেপথ্যে রণকোলাহল ও কামান গর্জন

কর্ণদেবী। ঐ কামানের গোলায় দুর্গের আর এক অংশ ধ্বসে পড়লো। যাও বিক্রম, নিজের দেহ দিয়ে, ঐ শূন্যস্থান পূর্ণ করগে।

বিক্রম। কিন্তু মা—এ যে সাক্ষাৎ মৃত্যু।

কর্ণদেবী। মৃত্যু ! হাঃ হাঃ হাঃ ! রাজপুতের প্রাণে মৃত্যুর আতঙ্ক !

বিক্রম। মা!

কর্ণদেবী। চুপ, মৃত্যুভয়ে ভীত কাপুরুষ! তোর মত পুত্রের মুখে মা ডাক যাতে আর না শুনতে হয়, তারি জন্ত মরণ সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে আমি নিজের হাতে তোকে বলি দিয়ে যাবো।

অস্ত্র উত্তোলন

বিক্রম। মা।

কর্ণদেবী। কোন কথা নয়। হত্যা—হত্যা—

হত্যায় উদ্যত, প্রবেশ করিল তরবারি হস্তে বাহাদুর শাহ্

বাহাদুর। সন্ধি।

কর্ণদেবী। কে?

বাহাদুর। বাহাদুর শাহ্।

কর্ণদেবী। তুমি—তুমিই বাহাদুর শাহ্! শয়তান!

আক্রমণ

বাহাদুর। সন্ধি করুন মহারাণি!

কর্ণদেবী। সন্ধি করতে পারি, যদি—

বাহাদুর। যদি?

কর্ণদেবী। গুর্জরের সুলতান নতজানু হয়ে আমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে।

বাহাদুর। কি এত বড় অপমান! হত্যা—হত্যাই তোমার যোগ্য পুরস্কার।

আক্রমণ

কর্ণদেবী। হলো না, হলো না—বিক্রম। শেষরক্ষা আর হলো না। যাও দুর্গের সমস্ত নারীদের জহরব্রত উদ্‌যাপনের জন্ত তৈরী হতে বল। শত্রুর হস্তে লাঞ্ছিত হবার আগে মেবার দুর্গে সুরু হোক আগুন ফাগুয়ার

হোলী উৎসব। জলুক আগুন—পুড়ুক সৌন্দর্য—উঠুক আকাশে মরণ চিতার ধূ ধূ শিখা।

[ বিক্রমের প্রস্থান

বাহাদুর শাহ!

আঘাত করিল

বাহাদুর। রক্ত—রক্ত চাই।

সশস্ত্র হুমায়ুনের প্রবেশ

হুমায়ুন। চাও ক্ষমা।

বাহাদুর। চাই রক্ত।

হুমায়ুন। চাও ক্ষমা।

বাহাদুর। চাই রক্ত।

হুমায়ুন। তবে ঢাল রক্ত।

যুদ্ধ

কর্ণদেবী। ভাই—মহান হুমায়ুন।

হুমায়ুন। নির্ভয়—বোন।

যুদ্ধে বাহাদুর শাহের পরাজয়

হুমায়ুন। জয় মেবারের মহারাণীর জয়।

কর্ণদেবী। ভাই।

হুমায়ুন। গ্রহণ কর বোন মুসলিম ভাইয়ের এই শ্রদ্ধাঞ্জলি!

বাহাদুরশাহকে বন্দী করিয়া কর্ণদেবীর পায়ের তলায় ফেলিয়া দিল

কর্ণদেবী। ওগো মুসলিম ভাই। তুমি, মানুষ নও—তুমি দেবতা।

বিক্রমের প্রবেশ

বিক্রম। মাসু।

হুমায়ুন। হ্যাঁ বাপি। যাও, নিয়ে যাও এই শয়তানকে তোমাদের লৌহ কারাগারে। বিচার করে আমি ওকে দণ্ড দেব।

[ বাহাদুরশাহ্ সহ বিক্রমের প্রবেশ

কর্ণদেবী। দিল্লীকে অরক্ষিত রেখে তুমি ছুটে এলে এই মেবারের তুচ্ছ এক রাখীবোনের আহ্বানে। তোমার এ ঋণ আমি কি দিয়ে শোধ করবো, ভাই?

হুমায়ুন। ভুল করলে বোন, বীর আমি—যোদ্ধা আমি। রাজ্য গেলে—রাজ্য পেতে পারি—কিন্তু ভগ্নি গেলে দুনিয়াতে আর ভগ্নি মেলানো অসম্ভব।

সমস্ত পুরনারীরা বরণ ডালা লইয়া আসিল। কর্ণদেবী হুমায়ুনের গলায় পুষ্পমাল্য পরাইয়া দিল—নারীরা আরতি করিল। কর্ণদেবী রাখীবন্ধন করিল

কর্ণদেবী। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, এই রাজারাখীর মর্যাদা ভারত যেন চিরদিন বজায় রাখে।

সকলে বলিল—"জয় সম্রাট হুমায়ুনের জয়"। রক্ত কৃপাণ হস্তে কুমারসিংহের প্রবেশ

কুমার। কই—কোথায় হুমায়ুন? মেবার প্রাসাদেও হুমায়ুন, এই যে। (হুমায়ুন হাসিতেছে) প্রতিশোধ। প্রতিশোধ! হাসছ! ভাবছ তোমার ঐ মোহন হাসি দিয়ে আমাকে হারিয়ে দেবে! তা হবে না। আজ ধ্বংসের দিন—রাজপুতের চরম প্রতিশোধ নেবার দিন।

হুমায়ুন। (হাসিয়া) প্রতিশোধ নিতে তুমি পারবে কুমার সিংহ?

কুমার। হ্যাঁ হ্যাঁ পারবো। তুমি জান না হুমায়ুন, রাজপুতের প্রতিহিংসা কত তীব্র। প্রতিশোধ—প্রতিশোধ। হুমায়ুনের তপ্ত রক্তে জয়টীকা পরে আমি প্রতিশোধ নেব।

কৃপাণ হস্তে হুমায়ুনের দিকে অগ্রসর হইল

কর্ণদেবী। ( সভয়ে ) কুমার সিংহ।

কুমার। হাঃ হাঃ হাঃ! প্রতিশোধ।

আহত হুমায়ুনের মুখমণ্ডল হইতে রক্ত পড়িতেছিল। কুমার সিংহ সেই রক্ত অঙ্গুলী দ্বারা মুছিয়া নিজের ললাটে জয়টীকা পরিল। তারপর নিজের দুই বাহু প্রসারিত করিয়া দিল—হুমায়ুন সে বাহুবন্ধনে ধরা দিল। ধীরে ধীরে সকলের প্রস্থান

—————

## তৃতীয় দৃশ্য

দরবার

সিংহাসনে বিক্রমজিৎ—দুইপার্শ্বে কর্ণদেবী ও হুমায়ুন।
রাজপুত নরনারীরা গাহিতেছে

রাজপুত নরনারীগণ। গীত

ওরে ভাই হিন্দু-মুসলমান
এক মাটিতে জন্ম সবার এক মায়ের সন্তান।
একই সুরয তোদের ঘরে
আলো বিলায় অকাতরে,
একই মাটির সোনার ফসল বাঁচায় তোদের প্রাণ।
কেউ বা ডাকে আল্লা বলে
কেউ বলে বা হরি,
মূলে এক মাঝে শুধু
ডাকার বাহাদুরী,
গতি সবার একই পথে
কেন ব্যবধান।

যবনিকা পতন

**জন্মের অভিশাপ**—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত নবরঞ্জন অপেরায় অভিনীত সাফল্যমণ্ডিত এক অপূর্ব নাটক। কোশলের সম্রাট প্রসেনজিত। বংশ মর্যাদা বৃদ্ধির উদ্দেশে তিনি পাণি প্রার্থনা করলেন কপিলাবস্তুর শাক্যবংশীয় এক রাজকন্যার। শাক্যরাজ তাঁকে প্রতারিত করলেন এক ক্রীতদাসী-কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিয়ে। তারই ফলে জন্ম হল হতভাগ্য বিরূধকের। জ্যেষ্ঠপুত্র হয়েও স্বেচ্ছায় সে রাজসিংহাসন ছেড়ে নিল নির্বাসন। তার মামার বাড়ী কপিলাবস্তুতে। মন্ত্রী কৌণ্ডিন্যের কৌশলে শাক্যবংশীয়েরা এক পংক্তিতে পানভোজন এড়িয়ে গেলেন। কিন্তু সত্য কখনও চাপা থাকে না। ঠিক পঁচিশ বছর পরে প্রকাশ হয়ে পড়ল তার মাতৃ পরিচয়। ক্ষত্রিয় সন্তান হয়েও সে অস্পৃশ্য শবর। কেন? কে দায়ী এই অন্যায়ের জন্য? ধ্বংস হল মহান শাক্যবংশ। ইহার উত্তর পাইবেন নাটকের শেষে। সমাজ-শিক্ষায় এ এক উজ্জ্বল উদাহরণ। পল্লীতে পল্লীতে অভিনয় ক'রে দেশ ও জাতিকে বর্ণ-বৈষম্যের বিরুদ্ধে সচেতন করে তুলুন। মূল্য—টাকা ২·৭৫ পয়সা।

**ভুলের মাশুল**—শ্রীনন্দগোপাল রায়চৌধুরী। নব রঞ্জন অপেরায় অভিনীত। ভুল করলেই তার মাশুল দিতে হয়। কে করল ভুল, কারা করল ভুল এই প্রশ্ন নিয়েই নাটকের সৃষ্টি। বাখর-গঞ্জ পরগণায় একদিন এই ভুল বোঝাবুঝির ফলে হিন্দুমুসলমানের মিলনমন্দির চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে নররক্তের নদী বয়ে গিয়েছিল। নারী ধর্ম রক্ষায় একটা সংসারকে মৃত্যুর আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছিল দেশ ও দশের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল। ভুল যখন ধরা পড়িল তখন আর কেউ সংশোধন সময় পেলনা, মৃত্যুর কোলে ঘুমিয়ে পড়ল। মূল্য—টাকা ২·৭৫।

**মাটীর কান্না** শ্রীচিররঞ্জন বন্দোপাধ্যায় রচিত নূতন ঐতিহাসিক দেশাত্মবোধক নাটক। রূপবাণী নাট্য কোংতে অভিনীত। ইহা বাংলার ইতিহাসের একটি উজ্জ্বলকাহিনী। দিল্লীর সুলতান চায় বাংলার সুলতানকে পদানত করতে—কিন্তু বাংলার সুলতান আলাউদ্দিন তাহার অধীনতা মানতে অনিচ্ছুক। সেনাপতি মাণিকচাঁদের সহ-যোগিতায় ইলতুৎমিসের বাংলা আক্রমণ। বাংলা কি তাহার স্বাধীনতা হারালো, না রক্ষা করলো। রাণী রঞ্জনা, টোম্বে, বাহার প্রভৃতির অপূর্ব চরিত্র। টাকা ২·৭৫। মৃত্যুর ডাক (পৌরাণিক নাটক)—২·৭৫

---